Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

91147

# উদ্বুদ্ধ বাণী

মাতাজী

শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# উদ্বুদ্ধবাণী

মাতাজী চিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী

সত্যব্রত মঠ

জামতাড়া
( সাঁওতাল পরগণা )

গুপ্তিপাড়া
( হুগলী )

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিকা—
শ্রীহেমন্তকুমারী গুপ্তা
[ সত্যব্রত মঠের পক্ষ হইতে ]
পোঃ—গুপ্তিপাড়া
জিঃ—হুগলী

[ মূল্য—এক টাকা বার আনা ]
প্রথম সংস্করণ—১৩৫৯

বাঁধাই—
প্রিন্টোফিক্স
২৪/এ, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন,
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—
উৎপল প্রেস
১১০/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# সত্যব্রত মঠের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

9/90

১। "কৃপাবিন্দু"

[ গুরু-শিষ্য পত্রাবলী ]—মূল্য বার আনা,

২। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্য

বা

[ জীবন গঠন ]—মূল্য এক টাকা,

সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

ইহাছাড়া মাতাজীর ভ্রমণ কাহিনী "তীর্থদর্শন"
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## প্রাপ্তিস্থান ঃ—

"সত্যব্রত মঠ"

পোঃ—জামতাড়া ( সাঁওতাল পরগণা )।

"সত্যব্রত মঠ"

পোঃ—গুপ্তীপাড়া, (বহুলা, জিলা হুগলী )।

শ্রীরেণুকা সেনগুপ্তা,

১, হরিশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৫,

শ্রীদীনেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি, এ,

১১/বি, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা—৪,

শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল, টাটা মেন হাসপাতাল,

পোঃ—জামসেদপুর; ( বিহার )।

শ্রীসুধীর গুপ্ত, এম, এ,

২৯, ল্যান্সডাউন টেরেস্, কলিকাতা—২৬,

শ্রীরাধাকান্ত মিত্র, এম, এ,

১৬/১, গোপাল ঘোষ লেন, কলিকাতা—২৩।

প্রেস সার্ভিস ব্যুরো,

২০, মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ বক্স ৬৭৬৯ কলিকাতা—৭।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যব্রত মঠের প্রতিষ্ঠাত্রী-আচার্য্যা
**মাতাজী শ্রীশ্রীচিণ্ময়ী ব্রহ্মচারিণী**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ নমো নারায়ণায়

# আভাষ।

ঐশীশক্তিসম্পন্না মাতা শ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী মাতৃজাতির মধ্যে শক্তি ও সংযম প্রচারের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য বিধানে তিনি আবাল্য সাধন-নিরতা এবং পবিত্রতার আদর্শ বিগ্রহ। তাঁহার দর্শন এবং উপদেশ শ্রবণে সকল শ্রেণীর লোকই বিস্মিত এবং পরিতৃপ্ত হইতেছেন। বিগত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে জলবায়ু পরিবর্ত্তন উপলক্ষে কিছুকাল জামতাড়া "সত্যব্রত মঠ" সন্নিধানে বাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার অমৃতময়ী বাণী যাহা সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহা দেশবাসীর গোচর করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা অনুধাবন করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় তাঁহার এবম্বিধা প্রজ্ঞা এবং শক্তিমত্তার মূল অটুট ব্রহ্মচর্য্য।

কিংবদন্তীরূপে তাঁহার প্রভাব কর্ণগোচর করিয়া সন্দেহের চক্ষে বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলাম তাঁহার চিরহাস্যময় সরল, পবিত্র এবং সংস্কারবিমুক্ত সিদ্ধভাব মানুষমাত্রকে আকর্ষণ করে। যে আকর্ষণে তাঁহার বাল্যসখী শ্রীশ্রীমাতা জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মচারিণী তাঁহার চিরসঙ্গিনী। কার্য্যতঃ পরিচয় পাইলাম তিনি জাগতিক স্ত্রী-পুরুষ, সুখদুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রাহ্মণ শূদ্র ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত এক অপ্রাকৃত বস্তু। ইঁহার জীবন কাহিনী অপূর্ব ঘটনা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

শৈশবে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পূজাই তাঁহার খেলা ছিল। হাসি তাঁহার চিরস্বভাব, তাঁহাকে কেহ গালি দিলেও তিনি হাসিতেন। গৃহে অবস্থান করিয়াই তিনি দৈবযোগে বন্ধুর ন্যায় সদগুরু কৃপালাভ করিয়া অষ্টাঙ্গ যোগের যম, নিয়ম ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধিগুলি ঠিক ঠিক প্রতিপালন করিতে থাকেন। প্রতি পূর্ণিমায় তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। আহারাদি সম্বন্ধে ক্রমশঃ এমন অভ্যাস করিয়াছিলেন যে একটি কদলী এবং এক ছটাক আতপ চাউল হইলেই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। বিবিধ কঠোর বিধি প্রতিপালনে এবং আসন প্রাণায়ামে ব্যাপৃত থাকিলেও সংসারের দৈনন্দিন আবশ্যক কর্ত্তব্যগুলি প্রফুল্লচিত্তে যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেন। কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে এই কোমল কুসুমে আবার বজ্রের মত কঠোরতা আছে। এই আনন্দ পুত্তলী, মর্ত্ত্যের পারিজাত কি ভাবে যে মায়িক সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুরধিগম্য হিমালয়ের নির্জ্জন অরণ্যে তপস্যা নিমগ্ন হইলেন, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়। সংসার তাঁহার দুঃখের ছিল না, বরং অনুকূল ছিল। তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন আমি ভারতের তীর্থস্থানগুলি দেখিব, পুণ্য বা ধর্ম্মের জন্য নহে, তীর্থমাহাত্ম্য জানিবার জন্য আমার মন অস্থির হইতেছে। ধীরে ধীরে অঙ্গের আভরণ গুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিতরণ করিয়া দিলেন। তীর্থযাত্রায় বাহির হইবার সুযোগও ভগবদিচ্ছায় ঘটিয়া উঠিল। আত্মীয়-স্বজন কেহই তীর্থযাত্রার সুযোগ দিতেছেন না, হঠাৎ তাঁহার প্রিয় সখী (যিনি বর্ত্তমানে মাতা জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মচারিণী নামে অভিহিতা) পরিজন সহ তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। পরিজন অপেক্ষা প্রিয় সখীকে তীর্থদর্শন করাইবার বাসনাই বোধহয় তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছিল। মাতা চিন্ময়ীর অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে পূর্বাশ্রমের আত্মীয়-স্বজন সকলেই সখীসঙ্গে তাঁহার গমন অনুমোদন করিলেন। তিনি মনে মনে ৺ঠাকুরের নিকট এবং প্রকাশ্যে প্রিয় লোকদের নিকট বলিতে লাগিলেন, আর যেন তাঁহার সংসারে আসিতে না হয়।

কুমিল্লার মোক্তার বাবু রাধিকা মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুরেন্দ্রবালা (যিনি পরে স্বয়ম্প্রভাতী ব্রহ্মচারিণী নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন) তীর্থযাত্রাকালে ইঁহাদের সঙ্গিনী হন। সুরেন্দ্রবালা বিদুষী ছিলেন এবং অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। নারী হইলেও পুরুষদের মত তাঁহার সাহস ছিল। অপূর্ব সুযোগ এবং মনোমত সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহারা ভারতের চারিদিকে প্রায় সকল তীর্থস্থানই দর্শন করেন। তাঁহাদের ভ্রমণ কাহিনী "তীর্থ দর্শন" নামক পুস্তকাকারে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে। তাহার মাতা ভবতারিনী দেবী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে স্থূল দেহ ত্যাগ করেন। তিনি দেবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভাবভঙ্গী দেখিয়া দেহত্যাগের পূর্বক্ষণে দেবীকে এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করেন যে "তুমি আবার গৃহে গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে"। বোধহয় তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, আবার ঘরে পাঠাইতে পারিলেই দেবী সংসারে থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহার আদরের কন্যাও সংসারে থাকিবে। সখী সন্ন্যাসিনী হইলে কন্যাকে কিছুতেই ঘরে রাখা যাইবে না, বৃদ্ধা মাতা এরূপ কল্পনা করিয়াই বোধ হয় মনে মনে কাঁদিয়াছিলেন। এবং দেবীকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তীর্থদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই দেবী চিন্ময়ী সখীসহ হিমালয় বাসের দৃঢ়সংকল্প করেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পুনরায় সংসারে গিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শত শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হৃষীকেশে মিলিতা হন। দেবী কয়েকবৎসর হিমালয় ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীশঙ্কর সম্প্রদায়ের জ্ঞানানুশীলনে ধ্যান নিবিষ্ট হন এবং অতিঅল্পকাল মধ্যেই এই অমৃতত্ব লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি সাওতাল পরগণার অন্তর্গত স্বাস্থ্যকর জামতাড়া মহকুমায় "সত্যব্রত মঠ" স্থাপন পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্মযোগাবলম্বনে কালাতিপাত করিতেছিলেন; কিন্তু তথাকার শুষ্ক আবহাওয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় হুগলীজেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ার নিকটবর্ত্তী বেহুলা কলোনীতে সত্যব্রত মঠের শাখা মঠ স্থাপন পূর্ব্বক অধিকাংশ সময় তথায়ই অবস্থান করিতেছেন। এতকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহার জীবন কাহিনী কি তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশে তাঁহার সম্মতি ছিলনা, সম্প্রতি তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় সঙ্গিনীগণের বিশেষ অনুরোধে এই পুস্তিকা প্রচারে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

তিনি বলেন—"পুরুষদের ন্যায় মাতৃজাতিরও ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবেই ভারতে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষী সাধিকাদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। যদি ভারতের পূর্ব্বশক্তি, পূর্ব্বতেজঃ উদ্বোধিত করিবার বাসনা থাকে, তবে আজ সর্ব্বাগ্রে মাতৃজাতিকে শিক্ষিতা এবং ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের সর্বত্র আশ্রম স্থাপন পূর্বক মাতৃজাতিকে সাধনা ও সংযম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাতৃজাতির শক্তি উদ্বোধিত হইলেই তাঁহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। দেশবাসী অগ্রে দু একটী আদর্শ আশ্রম গঠনে সহযোগিতা করিলে ভগবদিচ্ছায় বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া উদ্দেশ্য সফল হইয়া উঠিবে।"

"ছেলেদের যেমন জীবনের প্রথমভাগে ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি সর্বকাল সর্ব্বশাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়া আসিয়াছে, মহাপুরুষদের চেষ্টায় মধ্যে মধ্যে ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য যেমন আশ্রম, সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মেয়েদের জন্য কেন সেরূপ ব্যবস্থা থাকিবেনা? মেয়েরাও কালানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য বিধি প্রতিপালন করিয়া প্রয়োজনানুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


গঠিত জীবন লইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে সমাজের হাওয়া বদলাইয়া দিতে পারিবে।"

সংগৃহীত এ বাণী কাহারও জীবন গঠনে কিঞ্চিত সহায়তা করিলে চরিতার্থতা লাভ করিবে।

"উদ্বুদ্ধবাণী"—গ্রন্থের রূপায়নে ও প্রকাশনে সাংবাদিক শ্রীরাধিকা নন্দী এবং কবি শ্রীসুধীর গুপ্তের সহায়তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিনীত—
শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার
কবিভূষণ;
সঙ্কলক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/70

# উদ্বুদ্ধবাণী।

## (১)

প্রশ্ন ঃ—মা! সূক্ষ্ম হইতে জগৎ কি প্রকারে বাস্তবে প্রকাশ পাইয়াছে?

উত্তরঃ—সর্ব্বভূতের আত্ম স্বরূপ বিরাট পুরুষের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এই প্রপঞ্চময় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা হইল বহু হইবেন অর্থাৎ নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করিবেন। তাঁহার এই ইচ্ছাতেই শব্দ ব্রহ্ম হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন। ইহাদের মধ্যে সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মা, স্থিতিতে বিষ্ণু, প্রলয়ে মহেশ্বর নিযুক্ত হইলেন। ইহার পূর্বে, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন মহাশূণ্য ছিল। তাঁহার স্থূল ভাবের অভিব্যক্তি হইলে সেই মহাশূণ্য হইতে প্রথমে জল উৎপন্ন হইল, জল হইতে বায়ু, এই বায়ু ও জলের সংঘর্ষে অগ্নির আবির্ভাব এবং অগ্নি ও বায়ু সংযোগ দ্বারা তাহা ঘনীভূত হইলে ইহার স্নেহাংশ হইতে ভূমি সৃষ্টি হইল। এই ভুমি হইতে ক্রমে সমস্ত প্রসূত হইতে লাগিল এই ভাবে সূক্ষ্ম হইতে জগৎ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ—মা! জীব প্রথমে কি ভাবে সৃষ্টি হইল?

উত্তর ঃ—সৃষ্টির বিচিত্রতা হেতু জীবের সৃষ্টি প্রথমে জীবাণু আকারে উন্মেষিত হয় এবং ক্রমোন্নতির ফলে উহাই মানবরূপে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পরিণত হইয়া থাকে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে কতকাল কত কষ্ট, কত মর্ম্মপীড়া, কত জন্ম মৃত্যু যাতনা সহ্য করিয়া সুদীর্ঘকালের চেষ্টার ফলে তবে মনুষ্যোচিত দেহ ও প্রাণ লাভ করিয়াছে, তাহা এখন ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

প্রথম সেই চৈতন্যের উন্মেষণে যখন এক জীব তাহাপেক্ষা প্রবল জীব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার উপায় না পায় তখন তাহার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র কাতরতা জাগে তাহা হইতেই সে পরবর্ত্তী জন্মে উহাপেক্ষা উন্নতধরণের জীবে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন কতকগুলি বিষ্ঠার কীট, উহাদের স্পন্দন ধর্ম্ম মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। উহাদিগকে যদি কতকগুলি পিপীলিকায় দংশন করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়হীন বলিয়া উহারা দেখিতে পায়না যে কে যাতনা দিতেছে। ইহা দ্বারা উহাদের মধ্যে যে নির্ব্বাক বাসনা জাগে তাহা হইতেই পরবর্ত্তী জন্মে চক্ষুষ্মান হইয়া জন্মায়। আবার চক্ষুষ্মান হইয়া যখন দেখিতে পায় কিন্তু হস্তপদাদি না থাকিবার জন্য সন্মুখস্থ উৎপীড়নকারীর কবল হইতে পলায়নে অক্ষম হয় তখন যে কাতর প্রার্থনা জাগে ইহার ফলে সে পরবর্ত্তী জন্মে গমনশীল জীবে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকারে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে সকল ইন্দ্রিয় সমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ মনুষ্যরূপে আসিয়া জন্মায়।

**প্রশ্ন ঃ—মা! এই মনুষ্য জন্মকে দুর্লভ বলা হয় কেন?**

**উত্তর ঃ**—এই মনুষ্যদেহে অবস্থান করিয়াই জীব সাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



চেতনা হইতে আত্মচৈতন্য লাভে সমর্থ হইতে পারে বলিয়া ইহাকে দুর্লভ জন্ম বলা হয়। সৃষ্টির প্রথম হইতে জীব যত প্রকার জন্ম পাইয়া আসিয়াছে তাহার মধ্যে কোন জন্মেই তাহার এই সুযোগ ঘটে নাই; কেবলমাত্র এই মনুষ্য জন্মেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। এই মনুষ্য জীব হইতে যদি আত্ম-চৈতন্য বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে থাকে কেবল আকার বিশিষ্ট মনুষ্যমাত্র। এ জন্মের দুর্লভতার কোন সার্থকতাই থাকেনা। আত্মজ্ঞানহীন মনুষ্য আর অন্য জীবে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল আকৃতিতে। এই আকৃতি অনুযায়ী যদি প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে না পারা যায় তবে সে জন্মের কোন সার্থকতা নাই।

জীব জন্মের সঙ্গেই মায়া আবরণে আবৃত হইয় আসে বলিয়া তাহার আত্মচেতনা লুপ্ত থাকিয়া যায়। এই আত্ম-চৈতন্য লুপ্ত থাকা পর্য্যন্ত মনুষ্যত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। ফলে মনুষ্যত্বের দিক হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তবেই তাহাকে পূর্ণ মনুষ্য বলা যায়।

**প্রশ্নঃ—মা! মানুষ বাস্তবিক পক্ষে কি চাহে যাহার জন্য এই জন্ম ও মৃত্যু চক্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে।**

**উত্তর** :—মানুষ প্রকৃতপক্ষে চাহে নিরবচ্ছিন্ন মিলন দ্বারা আনন্দ কিন্তু তাহারা অলক্ষ্যে ধায় দুঃখের পিছনে। কি এক অব্যক্ত শক্তির আকর্ষণে অন্য জীব হইতে মানব পর্য্যন্ত কালপ্রবাহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে তথাপি ইহার যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আর বিরাম নাই। এই যে চাওয়া ইহার মধ্যে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হোক বা ইন্দ্রিয়াতীতই হোক, মূলে সকলেরই বাসনা সেই পূর্ণ মিলন। মানুষ তাহার এই স্বভাবগত ভাব ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর লালসায় লক্ষ্যচ্যুতের ন্যায় চলার পথেই থাকিয়া যাইতেছে, তাই মিলনের কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় না। ইহার মধ্যে যেখানে অভাব সেখানে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে নিজেকে সম্পূর্ণ-বিকাইয়া দেওয়ার অভাব। যাঁহারা এই অভাবের হেতু বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মনকে যথাস্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া এমন মিলনের সন্ধান করেন যে মিলনে কখনও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। মানুষ যতদিন না এই মহামিলনের সন্ধান পাইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত চাহিবারও শেষ নাই এবং এই জন্ম মৃত্যুরূপে ভ্রমণেরও অবধি নাই।

**প্রশ্ন ঃ—মা! প্রেম ও মধুরভাব কি কামের অন্তর্গত?**

**উত্তর ঃ**—প্রেম ও মধুর ভাব কামের অন্তর্গত নহে। প্রেম অপরিণামী, কাম পরিণামশীল। কাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রেম অতীন্দ্রিয় বস্তু। প্রেমে মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে, কামে মানুষ পশুবৎ হয়। এই জন্য কাম ও প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। মানুষ যখন সর্ব্বকাম বর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধভাবযুক্ত হয় তখন তাহার মধ্যে প্রেমের উদয় হয়। যেমন দুধ পরিপক্ক হইয়া ক্ষীরে পরিণত হয় তেমনি সাধনার পরিপক্ক অবস্থায় প্রেমই মধুর ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। প্রেমের উৎসধারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যেন ফলগুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা ; ইহার প্রবাহ নিবৃত্তিগামী। প্রেমের ধর্ম্ম একে স্থাপিত হইয়া জগৎময় হয়। লতার ন্যায় ইহা আশ্রয় ব্যতীত বাড়িতে পারে না। কাম আপেক্ষিক ও ক্ষণস্থায়ী। প্রেম নিরপেক্ষ ও চিরন্তনী।

সকল হস্তীর মস্তকে যেরূপ মতি জন্মে না, সেইরূপ প্রেমও সকল মানুষের মধ্যে উদয় হয় না। যাহার উপর ভগবৎকৃপা বর্ষিত হয় মাত্র তিনিই এই প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন।

**প্রশ্ন ঃ--মা ! ভালবাসা প্রীতি দ্বারা অভীষ্ট লাভ হয় কিনা এবং ইহার মধ্যে পাত্র বিচারের আবশ্যকতা আছে কি ?**

উত্তর ঃ—পবিত্র ভালবাসা ও প্রীতি ইহা প্রেমেরই অঙ্গস্বরূপ। ভালবাসা দুধের ন্যায় তরল, প্রেম ক্ষীরের মত ঘন। যেমন তরল বস্তুমাত্রেই সহজে টলমল হয় তেমনি ভালবাসার মধ্যেই চঞ্চলভাব থাকে বলিয়া সহজেই বহির্মুখী হইয়া পড়ে। প্রীতি সঙ্গে থাকিলে এই ভালবাসাই নিঃস্বার্থ হইয়া স্থির ও স্থায়ী হয়। সাধারণ ভালবাসার মধ্যে স্বার্থপরতা থাকে কিন্তু প্রীতির মধ্যে তাহা নাই ! এইজন্য প্রীতি যাহারই উপর হয় তাহাই পরম সুন্দর। ভালবাসা স্বার্থহীন হইলে প্রীতিতেই তাহাকে নির্ম্মল ও সুন্দর করিয়া তোলে। ভালবাসারূপ কাঁচা রংকে যদি প্রীতিরসের দ্বারা পাকা করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জীবন যায় কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভালবাসার রং কখনও অন্তর হইতে উঠিয়া যায় না। এই যে ভালবাসার মধুর স্মৃতি ইহা দ্বারাই অভীষ্ট লাভ সম্ভবপর হয়। এই মধুর স্মৃতিই প্রেম। প্রেমের স্বরূপে অবস্থান হইলেই প্রেমিকের অভীষ্ট লাভ হয়।

এই ভালবাসার যতদিন উত্তম অবস্থা না আসে ততদিন পাত্রবিচার আছে বই কি! একই ভালবাসা ইহা ভগবানে আরোপিত হইলে হয় ভক্তি, পিতামাতায় শ্রদ্ধা, ভাইভগ্নীতে স্নেহ, সমবয়সীতে বন্ধুত্ব, স্বামী স্ত্রীতে দাম্পত্য, দরিদ্রের প্রতি হইলে দয়া এবং পরনারী ও পুরুষে এই ভালবাসা হইলে হয় ব্যাভিচার। ঐ একই ভালবাসার পাত্রবিশেষে বিভিন্ন প্রকার আস্বাদন হইয়া থাকে। এই আস্বাদনের তারতম্য অনুসারেই মানুষের উন্নতি অবনতি ঘটে।

দয়ায় মানুষ ধার্ম্মিক হয়, স্নেহে বিনয়ী, দাম্পত্যভাবে নৈতিক চরিত্রে বলবান, শ্রদ্ধায় বিশ্বাসী, ভক্তিতে ভগবৎ-পরায়ণ এবং ব্যাভিচারে পতন হয়। দুধ দ্বারা দধি জমাইতে হইলে যেমন পাত্র বিবেচনার আবশ্যক হয় নতুবা পাত্র বিশেষে উহা কলঙ্কিত হইয়া যায় তেমনই ভালবাসাও যদি উত্তম পাত্রে অর্পিত না হয় তবে কলঙ্ক রটে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! 'সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ তাহার উপরে নাই' একথার সরল অর্থ কি?**

**উত্তর ঃ**—একথার অর্থ দুইভাবেই হইতে পারে—লৌকিক ও পরমার্থিক। জগতে যতপ্রকার জীব আছে, তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ, একথা লৌকিক সত্য। মানুষ যাহা অধ্যাত্মবাক্যে তপস্যাবলে উদঘাটন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছে, তাহা আর কোন জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই মানুষকেই ভাবময়ীরূপে প্রতীক করিয়া উপাসনায় চণ্ডিদাসঠাকুর প্রেমরসরূপ সাগরে গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়া ঐ কথাটি বলিয়াছিলেন। তাই এ কথা চিরসত্য! তপঃ ও সাধনবলে মানুষ যাহা লাভ করিতে পারে, তাহা দেবতারাও লাভ করিতে সমর্থ হয় না! তাই উভয় ভাবেই মানুষ শ্রেষ্ঠ।

**প্রশ্ন ঃ—মা! পাপসঞ্চয় কিরূপে হয়, ইহার ফল ভোগ কিরূপ এবং ইহা নাশের উপায় কি?**

উত্তর ঃ—পাপ তিনরূপে সঞ্চয় হয়—কায়া দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা। শরীরের দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় হয় তাহা কায়িক পাপ, বাক্যের দ্বারা যাহা উহা বাচিক ও মনের দ্বারা যাহা সঞ্চয় হয় তাহা মানসিক পাপ। জীবহিংসা পরদ্রব্যহরণ, পরনারীগমন প্রভৃতি কায়িক পাপের অঙ্গ। কটুবাক্যে কাহারও মনে আঘাত করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি বাচিক পাপ! হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কুচিন্তা, প্রভৃতি মানসিক পাপের অঙ্গ। এই ত্রিবিধ পাপের ভোগ তিন প্রকারে হইয়া থাকে।

কায়িক পাপের ভোগ বিকলাঙ্গত্ব, অন্ধত্ব, রোগ প্রভৃতি দ্বারা হয়। বাচিক পাপের ভোগ হয় বোবা, অস্পষ্ট উচ্চারণ, কর্কশ কণ্ঠস্বর ইত্যাদি দ্বারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


এই পাপ নাশের উপায়ের মধ্যে—কায়িক পাপের নাশ হয় পিতা, মাতা, গুরু, রোগীর সেবা, পরোপকার, গঙ্গাস্নান, তীর্থপর্য্যটন, দেবমন্দির মার্জন, দান ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি ব্রতের দ্বারা। বাচিক পাপ নাশ হয় সর্ব্বদা সত্য কথা বলা, ভগবানের গুনজ্ঞান, স্তবস্তুতি দ্বারা। মানসিক পাপ নাশ হয় ঈশ্বরে ভক্তি, স্মরণ মননাদির দ্বারা। এই তিন প্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা তিন প্রকার পাপের স্খালন হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! যদি কেহ ভুলবশতঃ অন্যায় করিয়া ফেলে সে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় কি?**

উত্তর ঃ—যদিও মানুষ মাত্রেরই ভুল আছে তথাপি অন্যায় কার্য্য করিলে অপরাধ সঞ্চয় হইবেই। যেমন ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় হোক আগুনে হাত পড়িলে পোঁড়ার জ্বালা বোধ হইবেই তেমনি ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক অন্যায় কার্য্য করিলে অপরাধ সঞ্চয় হইবেই। এই অন্যায়ের মধ্যে বেশী আর কম থাকিতে পারে। এই কমবেশীর জন্য উহার মাত্রানুযায়ী ফল ভোগও কম বেশী হইয়া থাকে। ভুলবশতঃ কম অপরাধ সহজেই লাঘব হয়, আর ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের অপরাধ বদ্ধমুল হয়। এই অন্যায়ের জন্য যদি ঠিক অনুশোচনা আসে এবং তাহা নাশের জন্য বিশেষ চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য এই অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


পুলিশের ভয়ে যেরূপ দুর্বৃত্ত দূরে সরিয়া যায় সেইরূপ ধর্ম্ম আশ্রয়ে অধর্ম আপনা হইতে দূরে চলিয়া যায় সেইজন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে অপরাধ সহজে সঞ্চিত হয় না।

প্রশ্ন ঃ—মা! সাধনক্ষেত্রেও পাপী পুন্যবান ভেদ আছে কি?

উত্তর ঃ—সাধনরাজ্যে সাধনার উদ্দেশ্য ও অবস্থা অনুযায়ী পাপী পুন্যবান বলিয়া ভেদ আছে বৈকি! পাপীর উদ্দেশ্য ধর্ম্মলাভে তাপিত প্রাণ শীতল হইবে। আর পুণ্যবান শুদ্ধ দেহমনে চাহে ভগবানকে লাভ করিয়া ধন্য হইতে। এখানেই অবস্থা ও উদ্দেশ্যের ভেদ। পন্থায় থাকা পর্য্যন্ত ভাল মন্দের তারতম্য থাকেই; লক্ষ্যস্থানে পৌছিলে সব সমান হইয়া যায়। বন্যার জলে আসিলে যেমন খাল, ডোবা সমস্ত ভাসিয়া একাকার হইয়া যায় তেমনি প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হইলে পাপী পুন্যবান সব এক হইয়া যায়। যতক্ষণ এ অবস্থা না আসে ততক্ষণই ভালমন্দ ও চাওয়া, পাওয়ার মধ্যে বিচার থাকে। উত্তম অবস্থা লাভ হইলে সবাই উত্তম হইয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ—মা! এই উত্তম মনুষ্য জন্ম পাইয়াও ধর্ম্ম লাভের জন্য কষ্ট করিতে হয় কেন?

উত্তর ঃ—এই মনুষ্য জন্ম যে উত্তম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু এই উত্তম জন্ম পাইয়াও যদি উত্তম কর্ম্ম না করা যায়, তাহা হইলে উত্তম শব্দের কোনই সার্থকতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


থাকেনা। উত্তম কর্ম্মের দ্বারা যদি উত্তম গতি ও স্থিতি লাভ করা যায় তবেই জন্ম সার্থক হইয়া থাকে। যেমন বাড়ী যদি স্বর্ণনির্ম্মিতও হয় তথাপি তাহাকে নিত্য আলো এবং প্রক্ষালন দ্বারা পরিষ্কার রখিতে হয়, নতুবা প্রেতের উপদ্রবের সম্ভাবনা থাকে, তেমনি মনুষ্য জন্ম উত্তম হইলেও তাহাকে দীক্ষারূপ আলো এবং শিক্ষারূপ মার্জনা দ্বারা নির্মল রাখিতে হয় নতুবা ইন্দ্রিয়রূপ ভূতের উপদ্রবে দেহপুরী কলুষিত হইয়া থাকে। তাই এতটা কষ্টস্বীকার করিবাও ধর্মাচরণ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# উদ্বুদ্ধবাণী।

## (২)

**প্রশ্ন :—মা! অনেক ক্ষেত্রে পাপ করিয়া কেহ সুখী, পুণ্য করিয়াও কেহ দুঃখ পায় এরূপ হয় কেন?**

**উত্তর :**—মানুষ স্বীয় কর্ম্ম অনুযায়ী সুখ দুঃখরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। পাপ কার্য্যের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ ইহা অনিবার্য্য। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া নিয়ত তাহার ফল ভোগ করিতেছে।

একস্থানে দুই বন্ধু একত্রে বেড়াইতে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক থলি টাকা পাইয়া তাহা দুইজনে সমান ভাগ করিয়া লইল। বড় বন্ধুটি ঐ টাকা দ্বারা সৎকার্য্য করিল। ছোটটি ঐ টাকা অসৎভাবে ব্যয় করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে আরও এক থলি টাকা পাইয়া আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরিল। বড় বন্ধু ঐ টাকা দ্বারা সৎকার্য্য করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় পথে একটি লোহার শলাকা পায়ে বিদ্ধ হইয়া অশেষ কষ্ট পাইতে লাগিল। বড় বন্ধুর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ছোটটি বলিতে লাগিল—আমি ঐ টাকা দ্বারা অসৎকার্য্য করিয়া আরও টাকা পাইয়া সুখী হইলাম, আর সৎকার্য্য করিয়া তাহার পরিণামে তোমার এই কষ্ট ভোগ হইল! একথা শুনিয়া বড় বন্ধুটির মনে এবিষয়ে সমস্যা উপস্থিত হওয়ায় সুস্থ হইলে দুইজনে এক সাধুর নিকট যাইয়া এবিষয় জ্ঞাপন



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিল। তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন—ঐদিন বড় বন্ধুটির শূলে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুযোগ ছিল, সৎকার্য্যের ফলে সামান্য যাতনা ভোগেই মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আর ছোট বন্ধুর ঐদিন রাজ্যলাভ যোগ ছিল, কিন্তু অসৎকার্য্যের ফলে রাজ্যলাভের পরিবর্ত্তে কিছু অর্থ প্রাপ্তিতেই সুখী হইয়াছে।

এই প্রকার অনেক ক্ষেত্রে পাপকার্য্য করিয়াও সুখী, পুণ্য করিয়াও দুঃখ পাইতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় সুখের মধ্যেও দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! সুখের মধ্যেও দুঃখ উপস্থিত হয় কিরূপে?**

**উত্তর ঃ**—একই সময় যদি শুভাশুভ দুইটি কর্ম্ম সম্পাদন করা হয় তাহার ফলও একই সময় সঞ্চয় হয় এবং ফলভোগও একই সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য সুখ, দুঃখ একই সময়ে উপস্থিত হয়। যেমন কোন উৎসবাদি উপলক্ষে বহু-লোক ভোজনের ব্যবস্থা করা হইল। এই সময় হয়ত কোন একটি ভিখারী আসিয়া এক মুষ্টি চাল না পাইয়া বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল। এইরূপে অন্নদানরূপ পুণ্য সঞ্চয়ের মধ্যে অপরাধ সঞ্চয় হইল। এই ভাবেই অনেক ক্ষেত্রে একই সময়ে শুভাশুভ দুইটি কর্ম্মের ফল সঞ্চয় হইয়া থাকে। ইহার ভোগ-কালও একই সময় উপস্থিত হইবে। সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে যদি লক্ষ্য রাখা হয় তবেই সে কর্ম্ম অনেকটা নির্ভুল হয় নতুবা কর্ম্মের মধ্যে ত্রুটি থাকিবেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মানুষ ইহজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিবে পরবর্ত্তী জন্মে তাহার ফল ঠিক সেইরূপেই ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মের ফলগুলি পুষ্ট হইলে তাহার ভোগ হয়। এই ভোগের দ্বারাই কর্ম্মের সঞ্চিত ফল নাশ হয়। যেহেতু কর্ম্মের বিরাম নাই সেইহেতু ভোগেরও অবধি নাই। এইজন্য শুভকর্ম্ম করিতে যাইয়া যাহাতে অশুভ সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত।

**প্রশ্ন ঃ—মা! জীবনে কখনও অন্যায় করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না তথাপি পুত্রশোকে কষ্ট পাইতেছি কেন?**

**উত্তর ঃ**—ইহজীবনে হয়ত বিশেষ কোন অন্যায় কার্য্য না করা যাইতে পারে কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের নিশ্চয়ই এমন কোন অপরাধ সঞ্চিত আছে, যাহার ফলে বর্ত্তমানে মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে হইতেছে। এই যে রোগ, শোক, বিঘ্ন ও ব্যাধি, এই সমস্তই জীবের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ। পূর্ব্ব অর্জ্জিত অশুভ কর্ম্মের ফলগুলি শত্রুবৎ অর্থাৎ ইহারাই ভোগের কারণ। ইহারা মিত্রের আবরণে পুত্র সাজিয়া পিতামাতাকে ভোগ, ভোগান সম্বন্ধে জড়িত করিয়া কষ্ট দেয়। তাই ভোগ শেষ হইলে পিতামাতা বর্ত্তমানেই অকালে চলিয়া যায়! আর শুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা সাধারণতঃ ধার্ম্মিক ও দীর্ঘজীবী হইয়া পিতামাতার পারলৌকিক কার্য্যের অধিকার পায়। এজন্য ইহাদেরই প্রকৃত সন্তান বলা যায়। আর এই সমস্ত কার্য্যের যাহারা অধিকারী হইতে পারে না তাহারা শত্রুর ন্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাঁহার নিয়মাধীনে কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া এত কষ্ট ভোগ হইতেছে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে পারিলে সকল দুঃখ ব্যথা অপসারিত হইয়া তাপিত প্রাণ শীতল হইবে।

প্রশ্ন ঃ—মা! মানুষের মৃত্যুকালে কি অবস্থা হয়, মৃত্যুর পর কি অবস্থায় থাকে এবং পারলৌকিক কার্য্যাদির উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ—মানুষের মৃত্যুর আসন্ন সময়ে ইন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় হয় বলিয়া ঐ সময়ে কোন কষ্ট বোধ থাকে না। যত কিছু যাতনা ভোগ তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বে হইয়া যায়। জীবিত অবস্থায় যে সমস্ত কর্ম্ম করা হয়, উহার সংস্কারগুলি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহুর্ত্তে স্বচ্ছরূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়। এইজন্য অনেকের মৃত্যু সময় ভীতি বা প্রসন্নভাব প্রকাশ পায়। অনেক ক্ষেত্রে পরলোকগত পরিজন আসিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। মৃত্যু সময় প্রত্যেক জীবই জলের জন্য উৎকণ্ঠা বোধ করিয়া থাকে। এইজন্য মৃত্যুকালে মুখে জল দেওয়া কর্ত্তব্য।

মানবাত্মা স্থূল দেহ পরিত্যাগ কালে একটি বায়বীয় শরীর আশ্রয় করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মহাশূন্যে বিচরণ করিয়া পুনরায় মৃত দেহের নিকট ফিরিয়া আসে। এই মুহুর্ত্তকালের জন্য মাত্র তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এই সময় থাকিবার স্থানের কোন স্থিরতা থাকে না বলিয়া বায়ুভূত নিরাশ্রয় হইয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়। ইহার কারণ জীবের অন্তঃকরণের সমষ্টিগত শক্তি বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেহে অত্যন্ত আসক্তি থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে জীবাত্মা মৃতদেহে প্রবেশের চেষ্টা করে। এইজন্য শব স্পর্শ করিয়া থাকিবার নিয়ম। মৃত ব্যক্তির জন্য শোকে অধীরহইয়া পরিজনেরা যখন কাঁদিতে থাকে অন্তরাল হইতে জীবাত্মা তাহা দেখিতে পাইয়া দেহের অভাবজনিত শোকে সেও কাঁদিতে থাকে।

যখন শ্মশান-বন্ধুরা শব লইয়া হরিধ্বনি-পূর্ব্বক শ্মশান অভিমুখে চলিতে থাকে তখন ঐ শব অনুসরণ করিয়া জীবাত্মাও সঙ্গে শূন্য পথে চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে হরিধ্বনি শ্রবণে সে স্থির হয়, পুনঃ শবের সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত গমন করে। শ্মশানের নিকট কোন জলাশয় বা বৃক্ষ থাকা আবশ্যক কারণ উহা আশ্রয় করিয়া উহারা থাকে। শবদাহের সময় মুখাগ্নির বিধান আছে। ইহার উদ্দেশ্য এই নশ্বর দেহের জন্য যেন মায়ায় আর অনুশোচনা না আসে। দাহকার্য্য শেষ হইলে প্রথা আছে শ্মশান পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া একটি মাটির জলপূর্ণ ছিদ্র কলসী তাহার উপরে রাখিয়া পিছনে না তাকাইয়া চলিয়া আসিতে হয়। ইহার কারণ জীবাত্মা অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত দেখিতে পায় এবং শ্মশানের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে দেহের অনুসন্ধানে ঐ স্থানে উপস্থিত হয় তখন ঐ কলসীর জলে দৃষ্টি পড়ায় কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া থাকে। ইত্য-বসরে শ্মশানবন্ধুরা বাড়ী ফিরিয়া আসে। ছিদ্র কলসীতে জল রাখিবার কারণ জীবাত্মা জল দেখিয়া স্থির হয় বটে কিন্তু জল দেখিয়া ঐ স্থানে বদ্ধ হইয়া না থাকে। শ্মশানের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঐ কলসী রাখিয়া পিছন দিকে না তাকাইবার কারণ জীবাত্মা শ্মশানে যাইয়া যখন তাহার দেহের অস্তিত্বও দেখিতে পায় না তখন শ্মশান-বন্ধুদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়; ঐ ক্রুদ্ধ অবস্থা শ্মশান-বন্ধুরা দেখিতে পাইলে অনিষ্ট হয়। অগ্নি দ্বারা দেহ সৎকার করা হয় বলিয়া উহারা অগ্নিকে ভয় পায়। এজন্য শ্মশান কার্য্যের পর অগ্নিস্পর্শ করিবার নিয়ম।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দশ দিনে দশ পিণ্ড দানের ব্যবস্থা আছে। ইহার কারণ দেহ ত্যাগের সময় জীবাত্মা যে বায়বীয় শরীরে আশ্রয় লইয়া থাকে, সেই শরীরকে মন্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া দেওয়া হয়। এ শরীর ছেদন করিয়া না দেওয়া হইলে পরলোকে কোন উচ্চ লোকাদিতে প্রবেশের অধিকার পায় না। অশৌচ অন্তে শ্রাদ্ধাদি করিবার বিধান আছে। এই অশৌচ অর্থে অশুচি অবস্থা। নশ্বর বা অনিত্য দেহের জন্য যে অনুশোচনা ইহা দ্বারা চিত্ত শোকে অভিভূত হইলে স্বর্গাদি (সূক্ষ্ম) কার্য্যে অধিকার জন্মে না। এই জন্য অশৌচ অন্তে শুদ্ধচিত্তে শ্রাদ্ধ করিবার নিয়ম। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে যে সমস্ত দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহার মন্ত্রাদি যদি সুস্পষ্ট উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্পিত হয় তাহা হইলে মন্ত্রের ভাবার্থ বুঝিয়া তাহারা সমস্ত গ্রহণ করেন ও পুত্র পৌত্রাদিকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক স্বর্গাদিলোকে অবস্থান করেন।

পুত্রাদি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহারা এক বৎসরকাল সপিণ্ড-করণের অপেক্ষায় পিতৃলোকে অবস্থান করেন। মর্ত্তের এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


বৎসরে পিতৃলোকের মাত্র এক দিন। এই সপিণ্ডকরণ অন্তে তাঁহাদের পরলোকের ভোগ আরম্ভ হয়। তখন যাঁহার যেমন কর্ম্ম তেমনি লোক-লোকান্তরে অবস্থান হইয়া থাকে।

প্রশ্ন :—মা! দেহ দেহী ত্যাগকালে বর্ত্তমান সংস্কার লইয়া কি ভাবে জন্ম লাভ করে?

উত্তর :—দেহী ভোগায়ন দেহ যখন পরিত্যাগ করে তখন পূর্ব্ব সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম শরীরে আশ্রয় করিয়া থাকে। জীবের মৃত্যুকালে মনের সঙ্কল্পশক্তি যেরূপ ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে সূক্ষ্ম শরীর ঠিক তদনুরূপ স্থূল ভাবায়তন রচনা করিবে এবং যে পার্থিব চিন্তা লইয়া দেহ ত্যাগ করে সে সেইরূপ পার্থিব ভোগ উপযোগী দেহ লাভ করে। আর যিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সংকল্প রহিত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন তিনি মুক্তি লাভ করিয়া জন্ম রহিত হন। মানুষের মৃত্যু মুহূর্ত্তের চিন্তাশক্তির প্রকৃতিবলেই জন্ম বা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন:—মা! এই পার্থিব বিষয় চিন্তা দুঃখের কারণ তথাপি ইহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না কেন?

উত্তর :—বিষয় চিন্তা যদি দুঃখের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় তবে তাহা থাকিতে পারে না। ঠিক ইহা বুঝিতে পারা যায় নাই তাই এখনও বিষয় চিন্তা ত্যাগ হয় নাই। এই দুঃখ বোধ আসিলেও যদি ত্যাগ করিতে না পারা যায় তবে বুঝিতে হইবে মনের দুর্ব্বলতা অথবা একাগ্রতার অভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


আছে। এই চিন্তা যে দুঃখের কারণ ইহা একবার বুঝিতে পারিলে কি আর ঐ বিষয়কূপে ডুবিয়া থাকা সম্ভব হয়। যাহারা বিষয়ী লোক তাহাদের এই বিষয় চিন্তা ধারাবাহিকভাবে সারা জীবনই চলিতে থাকে। ইহার যেন অরুচি বা বিরাম নাই। অন্য সব তৃষ্ণার যেমন প্রবৃত্তি আছে তেমনি নিবৃত্তিও আছে কিন্তু বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই। যদি জোরপূর্ব্বক ত্যাগ করা যায় তবেই ইহা ত্যাগ হইয়া যায়। নতুবা বিষয় চিন্তা নাছোড়বান্দা; সহজে ছাড়িয়া যায় না। বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে হয়ত মনটা সময়ে উদাসীন হইতে পারে; তাহা বিশেষ কাজে আসে না। এ ভাব স্থায়ী হইলে তবেই বিষয়ে বিতৃষ্ণা আসে। এই বিতৃষ্ণা হইতেই বিষয় ত্যাগ করিতে পারা যায়। বিষয় চিন্তা যদি ত্যাগ করিয়াও মনের মধ্যে রহিয়াই গেল তবে ইহা হইতে সরিয়া যাইয়া বিশেষ লাভ কি?

বাহিরের বিষয় বস্তু ত্যাগ করা বিশেষ কঠিন নয়; মনের বিষয় ত্যাগ করাকেই যথার্থ ত্যাগ বলা যায়।

মানুষ নিজের সুখ ভোগের আশায় বাহিরের নশ্বর পদার্থগুলিকে মনে গ্রহণ করিয়া তাহার সংস্কারে বদ্ধ হইয়া কষ্ট পায় নতুবা এইগুলির সাধ্য কি যে মনকে বদ্ধ করে? মানুষ নিজের ভুলের জন্যই এত কষ্ট পায়। মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যদি যথার্থ ত্যাগ করা যায় তবে পক্কপত্রের ন্যায় আপনা হইতে বিষয় চিন্তা অন্তর হইতে ঝড়িয়া যায়। প্রকৃত ত্যাগ করা হয় না, তাই বিষয় চিন্তা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# উদ্বুদ্ধবাণী।

## ( ৩ )

**প্রশ্ন ঃ—মা! নিয়ত ভোগ করিয়াও অভাব যায় না কেন?**

**উত্তর ঃ**—এই যে নিয়ত ভোগ করিয়াও অভাব যাইতেছে না ইহার কারণ কামনা। মানুষ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া একটি ভোগের পর আরেকটি কামনা করিতেছে। ইহা দ্বারা কামনার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে অভাবের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কামনা ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত অভাব যাইবার নয়।

এই কামনার স্থল মানুষের হৃদয়-আসনে একমাত্র ভগবানের অধিকার। এই অধিকার তাহাকে না দিয়া যদি অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় তবে ইহার সে অযোগ্য বলিয়া পূর্ণতার পরিবর্ত্তে অভাবের সৃষ্টি করিবেই। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি আসে ত্যাগে, ভোগের দ্বারা নহে। ভোগের দ্বারা প্রবৃত্তি ঘৃতাহুতির ন্যায় কেবল বর্দ্ধিতই হইতে থাকিবে। ফলে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই অধিক ভোগ হইয়া থাকে। যাঁহার সকল কামনার অবসান হয় তাঁহাকে কামনা করিতে পারিলে অন্তরের সকল অভাব যাইয়া পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন ঃ–মা! শমনভয় ত্রাণের সহজ উপায় কি?**

**উত্তর ঃ**—এ শমন ভয় ত্রাণের সহজ উপায় ভগবানের পদাশ্রয়। এই আশ্রয় ব্যতীত ইহার আর অন্য পন্থা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা মগ্ন থাকা হইলে মৃত্যুকালে ঐ চিন্তা লইয়া দেহ ত্যাগ করিতে হয়। আর সৎচিন্তায় ভাবিত থাকিতে পারিলে মৃত্যুকালে সেই চিন্তা উপস্থিত হইয়া দিব্যগতি লাভ হয়। এই সৎচিন্তাই শমনভয় লোপের উপায়। যাহা আবেগ ভরে চিন্তা করা যায় পরিণামে তাহাই সংস্কাররূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই জন্য ভগবৎ চিন্তা আবেগভরে করিতে পারিলে তাহাই শমন ভয়ের অস্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। এই অস্ত্র সর্ব্বদার জন্য সঙ্গে রাখিতে পারিলে শমন আপনা হইতে এই অস্ত্র ভয়ে পলায়ন করিবে।

**প্রশ্ন :—মা! ভগবান আমা হেন অবলার উপর এ গুরুভার দিলেন কেন; ইহা কি তাঁহার অবিচার নয়?**

**উত্তর**—তাঁহার সৃষ্টি গতিই বিচিত্র। প্রখর রৌদ্রের তাপে বৃক্ষে নবীন পাতার সৃষ্টি, মাতার কোমলাঙ্গেই সন্তান ধারণ, পালন ও প্রসব বেদনার ভার, অবলা নারীর উপরই সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিবার বিধান। সুশীতল চন্দ্রমায় কলঙ্ক, গভীর সাগর জল লবণাক্ত। দ্রৌপদীর ন্যায় কুল শীলার কেশ আকর্ষণ করাইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং গীতামৃত প্রণয়ন। সীতার ন্যায় একনিষ্ঠাবতী পতিব্রতা হরণে রাবণ বধ ও শ্রীরামচন্দ্র অবতার। বিশ্বনিয়ন্তার চক্রাবর্ত্ত যেন এই অবলার উপর দিয়াই ঘূর্ণায়মান। ইহা তাঁহার অবিচার নহে; ইহাই তাঁহার চিরন্তন নিয়ম।

**প্রশ্ন :—মা! তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা কি লাভ হয়?**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**উত্তর :**—তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা কায়িক পাপ নাশ হইয়া কায়াশুদ্ধি হয়। কায়াশুদ্ধি হইলে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবন করার সামর্থ্য জন্মে। এই তীর্থপর্য্যটন ধর্ম্মের সহায়ক বলিয়া কষ্টসাধ্য হইলেও তাহা মানুষ আগ্রহের সহিত বরণ করিয়া থাকে।

এই তীর্থ পর্য্যটন হইতে দেশাচার ও লোকাচার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। যখন তীর্থ পর্য্যটনে যাওয়া হইয়াছিল তখন নানা দেশীয় আচার রীতির মধ্যে দাক্ষিণাত্যে দেখা গেল সধবা স্ত্রীলোকদের মধ্যে অবগুণ্ঠনের রীতি নাই, ব্রাহ্মণগণ আহারে বসিয়া অন্য জাতির মুখদর্শন করেন না। রাজপুতনায় স্ত্রীলোকেরা এক পক্ষকাল স্নান করে না ও উচ্ছিষ্ট থালা জল দ্বারা পরিস্কার করে না; বালি বা ছাই দ্বারা মাঝিয়া রাখে। পাঞ্জাবে স্ত্রী কি পুরুষ সকলে নগ্ন হইয়া স্নান করে। হিমালয়ের মধ্যে পাহাড়ীরা পাঁচ ভাই একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে। এই যে নানা দেশে নানা আচার ও রীতি—ইহার কারণ মনে হয় দেশের আবহাওয়া।

ইহা যেন বিভিন্ন আচার বা রীতি—ধর্ম্ম নহে তাহা ভ্রমণের দ্বারা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। এই দেশাচার হইতে মানুষের ধর্ম যে ভিন্ন বস্তু এ অভিজ্ঞতা হইলে সাংসারিক ছোটখাট বিষয় লইয়া সহজে মাথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঘামাইতে হয় না এবং ইহার মধ্যে কোনটি দেশাচার ও কোনটি প্রকৃত ধর্ম তাহা বুঝিয়া চলিবার সুযোগ হয়। ইহাই পর্য্যটন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ--মা! পুরীর মন্দির গাত্রে অবাঞ্ছিত চিত্র কেন এবং জগন্নাথ দেবের হাত না থাকিবার কারণ কি?

উত্তর ঃ—পুরীর মন্দিরের বহিঃগাত্রে যে সকল কুরুচি পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত আছে উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গভীর রহস্য নিহিত আছে। নতুবা ইহা থাকিবার কোন অর্থই হয় না। যেমন মন্দিরের বাহিরের চিত্রগুলি দেখিয়া মানুষের মন জাগতিক ভাবে বিচলিত হয় তেমনি আবার মন্দির অভ্যন্তরে জগন্নাথ দর্শন দ্বারা মানুষের অন্তর দিব্য ভাবভক্তিতে ভরিয়া উঠে। এই ভগবৎ আনন্দের নিকট ঐ সকল ভাব নিমেষে কোথায় লুকাইয়া যায়। ইহাই মনে হয় বিরজা ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট।

এ চিত্রগুলি মনে হয় দর্শকদিগের দেবদর্শনের একটি পরীক্ষার স্থল। শ্রীক্ষেত্রে ভগবানের ভাই ভগ্নী মিলিত এক বিশুদ্ধ পবিত্রতার আবির্ভাব। এ মূর্ত্তি দর্শনের ফল বিশুদ্ধ ভক্তি। এই ভক্তিলাভ করিয়াও যদি ঐ চিত্রগুলি দেখিয়া কাহারও মনে বিকার উপস্থিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার বিশুদ্ধতা এই ক্ষেত্রেই রহিয়া গেল। এই পরীক্ষার নিমিত্তই বোধ হয় ঐ চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। আর যাঁহার ভক্তি ঐ সকল দেখিয়াও অটুট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



থাকে তিনিই প্রকৃত ভক্ত ও দেবদর্শনের অধিকারী। যাঁহার প্রকৃত ভক্তি আছে তাহার কোন কিছুতেই ভক্তির লাঘব হয় না। আর যাহাদের কামনা জড়িত তরল ভক্তি তাহাদেরই ভক্তি সামান্য কারণে নষ্ট হইয়া যায়। মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যেখানেই যাহা রচিত হোক না কেন ক্ষেত্র বিশেষে তাহাই মঙ্গলজনক।

৺জগন্নাথ দেবের হাত না থাকিবার কারণ মনে হয় তিনি এইরূপে জীবদিগকে জানাইয়া দিতেছেন—তোমরা যেরূপ কর্ম করিবে তাহার ফলও ঠিক সেইরূপেই ভোগ করিবে; ইহার কিছুতেই কিন্তু আমার হাত নাই! তাই ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ হাত গুটাইয়া জগতের নাথ হইয়া বসিয়া আছেন। অন্ধ বিশ্বাসে সাধারণতঃ মনে হইতে পারে যে, পুরীতে যাইয়া একবার ৺জগন্নাথ দর্শন করিতে পারিলে যতই পাপ কার্য্য করিনা কেন, সমস্ত নাশ হইয়া যাইবে। এই ভ্রান্ত ধারণা নাশের জন্যও হাত না থাকিবার কারণ। অবশ্য তীর্থ পর্য্যটনে কায়িক পাপাদির নাশ হয় কিন্তু বদ্ধমূল কর্মের ফল ভোগ অনিবার্য্য।

**প্রশ্ন ঃ—মা! ভগবানকে চাহিলেই কি পাওয়া যায়?**

**উত্তর ঃ**—ভগবানকে ভক্তিভরে দেহ মন প্রাণ দ্বারা ঠিক চাহিবার মত চাহিলেই পাওয়া যায়। যেমন তেমন ভাবে চাইলে সাধারণ মানুষেরই মন পাওয়া যায় না। আর যিনি জীবের আরাধ্য ধন, তাঁহাকে কি অমনিই পাওয়া যায়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


মানুষ সুখ ভোগের জন্য সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিতে পারে কিন্তু ভগবানকে দেওয়ার সময় কিছুই থাকে না বরং নানা সন্দেহ ও সংশয় দোলায় দুলিতে থাকে। বিষয় কার্য্যে ২৪ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা যায় কিন্তু তাঁর কার্য্যে ২।১ ঘণ্টাও সময় দেওয়ার অবকাশ হয় না। সংসারের সামান্য অনিষ্টেই কাঁদিয়া আকুল হওয়া যায় কিন্তু যাঁহার জন্য কাঁদিলে সকল কাঁদার অবসান যায়, তাহার জন্য ভুলেও একবিন্দু চোখের জল আসেনা অনিত্য স্ত্রীপুত্রাদির ভরসায় সারাটি জীবন অতিবাহিত করা যায়, আর যিনি জীবন মরণে চিরসাথী, তাঁহার প্রতি ভরসা হয় না। ইহা হইতে আর বিচিত্র কি আছে ?

ভগবানের জন্য যেদিন মণিহারা ফণীর ন্যায় অন্তর ব্যাকুল হইবে, বৎসহারা গাভীর মত তাঁর প্রতি যেদিন মনের টান আসিবে সেই দিন বুঝিতে হইবে ঠিক তাঁহাকে চাহিবার মত চাহিতেছি। এইরূপে আন্তরিকতার সহিত চাহিতে পারিলে তবেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

**প্রশ্ন ঃ—মা ! ভগবানের জন্য মনের টান আসে না কেন ?**

**উত্তর ঃ** মনের মধ্যে যতক্ষণ বিষয় বাসনা প্রবল থাকে ততক্ষণ ভগবানের প্রতি মনের টান আসে না। প্রবল বিষয় চিন্তার ছাপ মনের উপর পড়ায় পরমার্থই যে পরম অর্থ এবং আর সমস্তই অনর্থ তাহা জ্ঞান থাকে না। যে মন চিরদিন বিষয় চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সেই মনকে ঐ দিক হইতে প্রতিরোধ করিয়া পরমার্থের দিকে লইয়া আসিতে হইলে তাহার জন্য প্রয়োজন নিত্য অভ্যাস।

**প্রশ্ন:—মা! বাংলাদেশে এই যে বারমাসে তেরো পার্ব্বনাদি করা হয় ইহার সার্থকতা কি?**

**উত্তর:**—মানুষ সাংসারিক জীবনে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সুখ দুঃখের মাঝে সর্ব্বদাই জড়িত হইয়া আছে। এ অবস্থায় তাহারা যদি একেবারেই অবকাশ না পায় এবং বুঝিতে না পারে যে এই সাংসারিক ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধেও তাহাদের একটি বিরাট সত্ত্বা আছে তাহা হইলে এই যে দিনের পর দিন পরিশ্রম করিয়া যাইতেছে, ইহার মধ্যে একেবারেই বিরাম থাকে না। এই অবিরাম কর্ম্ম-পরম্পরা মানুষকে জড়যন্ত্রে পরিণত করিয়া ফেলে। মানুষ কেবল জীবনে অবকাশই চাহে না, অবকাশকে আনন্দের মধ্য দিয়া উপভোগ করিতে চাহে। মানুষের স্বভাবধর্ম্ম অপরকে আনন্দ না বিলাইয়া একা ভোগে তৃপ্তি পায় না। উৎসব বা পার্ব্বনাদি উপলক্ষ্যে অন্তরের যে উদারতা বাড়ে তাহা অন্য কার্য্যের দ্বারা পাওয়া যায় না। এই বহু লোকের একত্র সম্মিলনে ভাবের যে আদান প্রদান হয় তাহা দ্বারা মানুষ নিজের জীবনকে সার্থক বলিয়া ভাবিবার অবকাশ পায়।

ব্যক্তিগত উৎসবে যেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য বোধ করে সেইরূপ জাতীয় পার্ব্বনাদিতেও জাতি উৎসাহে জাগ্রত হইয়া উঠে এবং আনন্দ পাইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


প্রশ্ন ঃ—মা! বর্ত্তমান যুগে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে অনেকেই বিবাহের পক্ষপাতী নয়, ইহারা কি ব্রহ্মচর্য্যের পর্য্যায় ভুক্ত ?

উত্তর ঃ—মানুষ বিবাহ না করিলেই যে ব্রহ্মচর্য্য পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে তাহা নহে। ইহার মধ্যে যাহারা চরিত্রবান তাহাদিগকে বীর্য্যধারী বলা যাইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মচারী বলা যায় না। সংযম বলে বীর্য্যকে অবিচলিতভাবে রক্ষা করিয়া শাস্ত্রসঙ্গতভাবে ব্রহ্মবিচরণে সমর্থ হইলে তবেই তাহাকে প্রকৃত ব্রহ্মচারী বলা যায়। সংযম ব্যতীত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ব্রহ্মচিন্তনে সমর্থ হয় না। অতএব এই অসমর্থ ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে ছেলে-মেয়েরা স্কুল, কলেজে যাহা শিক্ষা পায় তাহা ভারতীয় শিক্ষার পক্ষে অনুকূল নয় বলিয়া চরিত্র গঠন-কারী শিক্ষার অভাবে ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা থাকিলেও সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পায় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়। মানুষের অসংযমই দুঃখের আকর; তাই মানুষ সাধারণ জীবনবৃত্তির দাস। যাহারা বিবাহে অনিচ্ছুক তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ মন ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত সংযম অভ্যাস প্রয়োজন। ইহা দ্বারা তাহারা মনে শক্তি ও দেহে বল পাইবে। মানুষ যতদিন না সংযমী হইয়া ত্যাগ শিখিতেছে ততদিন বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পাইলেও তাহাদের ভোগের ক্ষুধা মিটিবে না। অতএব এই দীনদরিদ্র কি করিয়া সেই ব্রহ্মধনের অধিকারী হইতে পারে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রশ্ন ঃ—মা! কাহারও হয়ত স্বভাবতঃ বৈরাগ্য আসে, আবার কেহ সারা জীবন চেষ্টা করিয়াও বিরাগী হইতে পারে না এরূপ হয় কেন?

উত্তরঃ—যাঁহারা জন্মগত বৈরাগ্য ভাব লইয়া আসেন তাঁহাদেরই স্বভাবতঃ সংসারে বিরাগ আসে। ইহাদের পক্ষে যাহা সহজ অন্যের নিকট তাহা অতি কঠিন হয়। ইহার কারণ সংসারে বিরাগ না আসিলে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইতে পারে না। ভগবৎ অনুরাগই বৈরাগ্যের কারণ। এই ভগবৎ অনুরাগ যাহার নাই, তাহার সারা জীবনের চেষ্টায়ও সংসার-বিরাগ আসিয়া বৈরাগ্য লাভ হইতে পারে না।

বৈরাগ্যবান ব্যক্তিদিগের জীবনধারা যেন পথচারীদের ন্যায়। যেমন কোন পথিক গন্তব্যস্থানে যাইবে বলিয়া যাত্রা করিল কিন্তু গন্তব্য স্থানে না পৌঁছাইতেই দিবা অবসান হইল। অগত্যা কোন পান্থশালায় থাকিয়া রজনী যাপন করতঃ প্রভাত হইলে সূর্য্যালোকে পুনরায় পথ ধরিয়া গন্তব্য স্থলে পৌঁছিল। তেমনি বৈরাগ্যবান ব্যক্তিগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপস্যাবলে পরমার্থ পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু অভীষ্ট লাভ না হইতেই আয়ুসূর্য্য অস্তমিত হওয়ায় মাতৃগর্ভরূপ পান্থশালায় অবিদ্যারূপ রজনী যাপন করতঃ জন্মরূপ প্রভাত হইলে, জ্ঞানরূপ সূর্য্যা-লোক পাইয়া পুনঃ পথ ধরিয়া গন্তব্যস্থান অভীষ্টপদে যাইয়া স্থিতি হইল।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আর ঐরূপ যাহাদের সাধনবল সঞ্চিত নাই তাহারা সংসার যাতনায় অধীর হইয়া মুখে বলে যাই যাই কিন্তু আসক্তিবশতঃ কার্য্যক্ষেত্রে হয়ত সারা জীবনও তাহা হইয়া উঠে না। ভগবৎ বুদ্ধির দ্বারাই সংসার আসক্তির পাশ শিথিল হয়। জীবনের প্রথম হইতে যদি সংযম দ্বারা জীবন গঠন করা যায় তাহা হইলে সংসারে প্রবেশ করিয়াও প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে পুনঃ ভগবৎ অনুরাগ জাগে ও তাহা হইতে সংসারে সহজে বিরাগ জন্মে। নতুবা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জরা আসিয়া শরীরকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে তখন সৎ ইচ্ছা থাকিলেও শক্তির অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার মত আর সামর্থ্য থাকে না। এইজন্য সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যাহাতে ভগবৎ বুদ্ধি জাগে সেইভাবে চলা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# উদ্বুদ্ধবাণী।

## ( ৪ )

প্রশ্ন :—মা! গুরুকরণ করিতে হইলে কিরূপ ব্যক্তিকে অর্থাৎ কুলগুরু কি সৎ গুরুকে বরণ করা উচিত?

উত্তর :—গুরুকরণ নির্ভর করে যিনি দীক্ষা লইবেন তাঁহার অভিরুচির উপর। পুরাকালে নিয়ম ছিল—যাহাকে গুরুরূপে বরণ করা হইবে তাহার নিকট অন্ততঃ এক বৎসরকাল বাস করিতে হইবে। ইহা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানে যে অন্তরের বিনিময় হইত তাহাতে উভয়ই উভয়কে জানিতে সুযোগ পাইত। বর্ত্তমানে যাঁহার উপর শ্রদ্ধা হইবে, তাঁহার নিকটেই দীক্ষা লওয়া যাইতে পারে। ধর্ম লাভের উপায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি। যাঁহার দর্শনে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মস্তক আপনা হইতে অবনত হইয়া আসিবে তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করা উচিত।

গুরুকরণ করিয়া যাহাদের সাধন করার আগ্রহ আছে, তাহাদের পক্ষে সদ্‌গুরুই উপযুক্ত। আর সে আগ্রহ যাহাদের নাই তাহাদের পক্ষে এ বিষয় ততটা বিচারের আবশ্যক হয় না। সাধন আগ্রহ না থাকিলে কুলগুরুকে বরণ করিলে যে ফল হয়, সদ্‌গুরু লাভ করিলেও প্রায় সেই ফলই দাঁড়ায়। তবে কিনা তাঁহাদের সিদ্ধ মন্ত্রের এই গুণ যে, অল্প চেষ্টায়ই মন্ত্রশক্তি অনুভব করা যায়। এই দীক্ষা গ্রহণেই শিষ্যের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। সাধন দ্বারা এই মন্ত্রের উপলব্ধি করিতে পারিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তবেই দীক্ষা গ্রহণ সার্থক হয়। যেমন জমিতে বীজ বপন করা হইলেই তাহার কার্য্য শেষ হয় না; জমির আগাছা তুলিয়া সার ও জল প্রভৃতি নিয়মিত সময়ে দিলে তবেই গাছ অঙ্কুরিত ও ক্রমে বড় হইয়া ফল দান করিয়া থাকে, তেমনি দীক্ষার পর মন্ত্র লইয়া ক্রিয়াকর্ম্ম করিলে তবেই ইহার মহিমা অনুভব করা যায়। আর দীক্ষা লইয়া যদি তাহার কোন কাজ না করা হয় তবে অপরাধ সঞ্চয় হইয়া মন্ত্রে অবিশ্বাস এবং আলস্যবশতঃ কাজে অনিচ্ছা আসে। সামান্য কর্ম্মেরও ফল যখন ব্যর্থ হয় না তখন এই ইস্ট কর্মের ফল যে সার্থক হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

**প্রশ্ন ঃ—মা! গুরুর মধ্যেও বদ্ধ, মুক্ত আছে কি?**

**উত্তর ঃ**—পরমার্থিকে গুরু সম্বন্ধে বদ্ধ, মুক্ত বলিয়া কোন ভেদ্ নাই; গুরু সেই এক "অখণ্ডমণ্ডলাকার"। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে বদ্ধ ও মুক্ত বিষয়ে বিচার আছে বৈ কি! বিষয়াসক্ত হইলেই বদ্ধ আর বিষয় মুক্ত হইলে তিনিই মুক্ত।

কোন এক রাজা রাজ-ঐশ্বর্য্যে বিন্দুমাত্র শান্তি না পাইয়া ব্রাহ্মণদের আদেশ অনুযায়ী বহু দান যজ্ঞাদি করিলেন কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং। নিরুপায় হইয়া রাজা গুরুর শরণাপন্ন হইলেন। গুরু আদেশ করিলেন—পুরাণাদি শ্রবণ করুন, শান্তি পাইবেন। তাহা যথেষ্ট করিলেন কিন্তু তাতেও শান্তি না পাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—এক সপ্তাহের মধ্যে যদি গুরু আমার শান্তির ব্যবস্থা না করিয়া দিতে পারেন তবে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গুরু হত্যা করিব! একথা শুনিয়া গুরু যেন বজ্রাহত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। এই কুলগুরুর একটী পুত্র বালব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি পিতার ঐ অবস্থার বিষয় শুনিয়া বলিলেন—আমি রাজার শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিব। প্রতিজ্ঞার ৭ দিন পূর্ণ হইলে গুরু তাহার ঐ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমার এই পুত্র আপনার শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিবে। রাজা তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—বেশ, গুরু আর গুরুপুত্র তুল্যই। তখন গুরুপুত্র রাজাকে আদেশ করিলেন—আপনারা গুরুশিষ্য দুইজন আমার সঙ্গে এখনই স্থানান্তরে চলুন। রাজা তখনই গুরুকে সঙ্গে লইয়া গুরুপুত্রের সহিত গমন করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে রাজা ও গুরু পথ শ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য দুইটি বৃক্ষতলে যাইয়া দুইজনে বসিলেন। এই সুযোগে গুরুপুত্র রাজা ও গুরুকে ঐ দুইটি বৃক্ষের সহিত দুইজনকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং অদূরে দাঁড়াইয়া পিতাকে বলিলেন—এইবার রাজার বন্ধন আপনি খুলিয়া দিন! তদুত্তরে তিনি বলিলেন—আমি যে নিজেই বন্দী কি করিয়া রাজার বন্ধন খুলিয়া দিব? গুরুপুত্র রাজাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই কৌশল করিয়াছেন। তাই রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—দেখুন মহারাজ, আপনি কি ভুল করিয়াছেন! নিজে বন্দী থাকিলে যেমন অপরের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া যায় না তেমনি নিজে বিষয় বিমুক্ত না হইলে অপরকেও বিষয়মুক্ত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


শান্তির ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। অতএব এইবার আপনার প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করুন। যদি প্রকৃত শান্তি চান তবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করুন। পরম শান্তি লাভে ধন্য হইতে পারিবেন। সদ্‌গুরুতে আর বদ্ধগুরুতে ইহাই প্রভেদ।

**প্রশ্ন :—মা! গুরুকরণ ব্যতীত পুস্তকের মন্ত্রে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না কি?**

**উত্তর :**—গুরুকরণ ব্যতীত পুস্তকের মন্ত্র দ্বারা কাহারও পক্ষে অভীষ্ট লাভ হইয়াছে কিনা জানা নাই। অনাদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত গুরু প্রদত্ত মন্ত্রের দ্বারাই শিষ্যের অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালাভের জন্য যেরূপ শিক্ষক আবশ্যক সেইরূপ এই ব্রহ্ম বিদ্যালাভের জন্যও গুরু আবশ্যক হয়।

পুঁথিগত মন্ত্র লইয়া কাজ করা আর প্রদর্শনীর শস্যের বীজ লইয়া কৃষিকার্য্য করা যেন একই প্রকার। প্রদর্শনীর বীজ হইতে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে যেমন জানা আবশ্যক, কোন শস্যের বীজ কোন ঋতুতে এবং কিরূপ জমিতে বপন করিলে ফসল ঠিক উৎপন্ন হয় তেমনি গুরুই একমাত্র নির্ব্বাচন করিতে পারেন যে শিষ্যের কিরূপ হৃদয় ক্ষেত্রে কিরূপ বীজমন্ত্র প্রযোজ্য। নিজের রোগ হইলে যেরূপ নিজে রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না; তজ্জন্য একজন চিকিৎসকের আবশ্যক, সেইরূপ এই ভবব্যাধি নিরাময় করিতে হইলেও গুরুই তাহার বৈদ্যস্বরূপ। যিনি এই মনুষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জীবনের গুরুভার বহন করিতে সমর্থ তিনিই গুরু। এই সকল কারণে গুরুকরণ ব্যতীত অভীষ্ট লাভ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই উহা আবশ্যক হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন :—মা! গুরু একজন মনুষ্য, তাহাকে এতটা শ্রদ্ধা করা হয় কেন?**

**উত্তর :**—গুরু একজন মনুষ্য হইলেও শিষ্যের নিকট তিনি বিশিষ্ট মানব এবং দেবতা হইতেও পরম দেবতা। এইজন্য গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিতে নাই। চন্দ্রের সুধার দ্বারা যেমন সমস্ত উত্তাপ নাশ হইয়া ধরনী শীতল হয় তেমনি তাঁহার কৃপা লাভে শিষ্যের অন্তরের সকল তাপ নিবারণ হইয়া শান্তি হয়। পরমার্থ রাজ্যে তাঁহার তুল্য পরম বন্ধু আর নাই। তিনি জ্ঞানদানে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া দিব্যজ্ঞানে অন্তর উদ্ভাসিত করেন বলিয়া তাঁহাকে এতটা শ্রদ্ধা করা হয়।

**প্রশ্ন :—মা! জন্মদাতা পিতা হইতেও কি গুরু শ্রেষ্ঠ?**

**উত্তর :**—পরমার্থ রাজ্যে জন্মদাতা অপেক্ষাও ব্রহ্মদাতা গুরু শ্রেষ্ঠ। এ সংসারে যতপ্রকার সম্বন্ধ আছে তাহার মধ্যে যেমন মাতাপিতা শ্রেষ্ঠ তেমনি পরমার্থ ক্ষেত্রে গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মাতাপিতার সহিত সম্বন্ধ মায়িক বলিয়া তাহা জীবনাবধি, কিন্তু গুরুর সহিত পরমার্থ সম্বন্ধ ইহকাল ও পরকালব্যাপী। জীব জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী মায়িক সম্বন্ধই পাইয়া আসিয়াছে; পায় নাই কেবল এই গুরুকরণীয় সম্বন্ধটি। মনুষ্য জন্মে এই অধিক সম্বন্ধ পাওয়ার জন্যই জন্মকে সার্থক বলা হয়। ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


সার্থকতা হয় আবার তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হইতে পারিলে।

প্রশ্ন ঃ—মা! গুরু, মন্ত্র ও দেবতা—এ তিনের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ?

উত্তর ঃ—গুরু, মন্ত্র ও দেবতা এ তিনের মধ্যে একত্ব সম্বন্ধ বলিয়া এ তিনটি অভিন্ন স্বরূপ। যেমন পিতামহ হইতে পিতা এবং পিতা হইতে পুত্র অংশজাত বলিয়া একত্ব সম্বন্ধ, তেমনি গুরু হইতে মন্ত্র, মন্ত্র হইতে দেবতা। এই গুরুই আবার স্বগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার। নির্গুণ ব্রহ্মই স্বগুণে লীলা করিবার জন্য আত্মমায়ায় জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেন এবং জীব উদ্ধারের নিমিত্ত সাকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার নির্গুণ অব্যক্ত ভাব জীবের পক্ষে ধরা কঠিন বলিয়া মনুষ্য আকারে গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সর্বদার জন্য তাঁহার সঙ্গ লাভ করা সম্ভব নয় বলিয়া তিনিই মন্ত্ররূপে অধিষ্ঠিত হন।

এই মন্ত্র ধ্বনিময়। এই ধ্বনি শ্রবণে পর পর গুরুকুল-কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হন। এ জাগরণ অর্থে মন্ত্র-চৈতন্য হওয়া। গুরু, মন্ত্র ও দেবতা—এ তিনের ঐক্য ভাবনা দ্বারা জপ সিদ্ধি হয়। গুরুই মন্ত্র, দেবতা ও গুরুই অনাদি এই ভাবনা দ্বারা জপ করিলে জাপকের ভাব সিদ্ধি হয়। মন্ত্র চৈতন্ত হইলে এ তিনের যে একত্ব সম্বন্ধ ও অভিন্নস্বরূপ তাহা অনুভব হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ—মা! সাধুদের মধ্যে আজকাল যাকে তাকে দীক্ষা দিতে দেখা যায় ইহার উদ্দেশ্য কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উত্তর ঃ—যাঁহারা সাধু তাহাদের দীক্ষাদান সম্বন্ধে আবার ছোটবড় বিচার কি? যাঁহাদের সমদৃষ্টি হইয়া যায় তাঁহাদের পক্ষে এসব বিচার করিয়া চলা সম্ভব নয়। দানী ব্যক্তির পক্ষে যেমন কে ভুক্ত ও কে অভুক্ত ইহা বিবেচনা করিয়া দান করা চলে না ইহাদেরও প্রায় সেইরূপ। এই বিষয় কেহ প্রার্থী হইয়া আসিলে তাঁহারা তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারেন না।

সাধুদের এই অবস্থা যেন ফলবান বৃক্ষের ন্যায়! বৃক্ষের ফল পরিপক্ক হইলে যেমন আপনা হইতে ধরায় ছড়াইয়া পড়ে, তাহার কোন স্থানভেদ থাকে না; উহা মাটিতেও পড়িতে পারে, পাথরের উপরও পড়িতে পারে, তেমনি তাঁহাদের সাধনার পরিপক্ক অবস্থা হইলে এই নামরূপ বীজ জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই যেন ঝরিয়া পড়িতে থাকে; কে অধিকারী, কে অনধিকারী এ বিচার আর সম্ভব হয় না। তাই এ রূপ হইয়া থাকে। এই দীক্ষা বীজ সহজে নষ্ট হয় না, ক্ষেত্র অনুযায়ী একদিন ইহার ফল ফলিয়াই থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! ধর্ম্মক্ষেত্র ও সংসারক্ষেত্রে প্রভেদ কি?**

উত্তর ঃ—ধর্ম্মক্ষেত্র আর সংসার ক্ষেত্রের মধ্যে যেন দিবা ও রাত্রির ন্যায় ব্যবধান। ধর্ম বিদ্যার রাজ্য আর সংসার অবিদ্যার রাজ্য। এই বিদ্যার রাজ্যে আত্মা রাজা, বুদ্ধি মন্ত্রী, বিবেক তাহার সহকারী। অবিদ্যার রাজত্বে মায়া অধিপতি, অবিবেক তাহার মন্ত্রী। বিদ্যার রাজ্য জ্ঞানালোকে সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত, আর অবিদ্যার রাজ্য সর্ব্বদাই অবিবেক বশতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অমানিশার ন্যায় অন্ধকার। এই সংসার ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হইলে একটি আলোর প্রয়োজন হয় নতুবা একে অন্ধকার, তদুপরি ইন্দ্রিয়রূপ দস্যুর উপদ্রব বলিয়া পথ অতিক্রম করা অতি কঠিন হয়। যদি কোনপ্রকারে পথভ্রমে বিপথে যাইয়া পড়া হয় তবে ঐ দস্যুরা বিপাকে ফেলিয়া সর্বস্ব হরণ করিয়া লয়। এইজন্য ঐ পথ অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হইলে পথের সম্বল গুরুপ্রদত্ত দীক্ষা মন্ত্ররূপ আলোর প্রয়োজন। এ আলো সঙ্গে থাকিলে বিপথগামী হওয়ার ভয় থাকে না এবং ইহার সাহায্যে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

এই দীক্ষা মন্ত্ররূপ প্রদীপের তৈল ভক্তিস্বরূপ, আর বিশ্বাস ইহার পল্‌তে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয় যেন কলুষরূপ বাতাস লাগিয়া এ প্রদীপ নিভিয়া না যায়। এই ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলে প্রদীপের শিখা প্রজ্বলিত থাকিবে এবং অনায়াসে এ সংসার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া ধর্মক্ষেত্রে পৌঁছান যাইবে। ইহাই ধর্মক্ষেত্র ও সংসার ক্ষেত্রে প্রভেদ।

**প্রশ্ন ঃ—মা! অন্তর বিষয় তাপে তাপিত হইলে তাহা নিবারণের উপায় কি?**

**উত্তর ঃ—**এই বিষয় তাপ নিবারণের একমাত্র উপায় ধর্ম্মাশ্রয়। ধর্ম্মরূপ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বহুদিকে বিস্তারিত কিন্তু ইহার মূলধর্ম্ম ভগবানকে আশ্রয় করিতে পারিলে, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শীতল ছায়ায় সকল তাপ নিবারণ হইবে। ধর্ম্মের এই মূল বাদ দিয়া ইহার শাখা-প্রশাখা রূপ যত কিছু অনুষ্ঠান তাহা দ্বারা অন্তরের তাপ যায় না। তাই প্রকৃত শান্তি পাইতে হইলে এই মূলে আশ্রয় লইতে হইবে তবেই শান্তি পাওয়া যাইবে।

যেমন কোন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জল পান করিতে যাইয়া শত জলাশয় দেখিলেও জল পান না করা পর্য্যন্ত পিপাসা নিবারণ করিতে পারে না তেমনি ধর্মের আসল যাহা লক্ষ্য তাহা যদি আশ্রয় না করিয়া ধর্ম্মের বহু অনুষ্ঠানও করা যায় তথাপি তাহা দ্বারা প্রকৃত শান্তি হইতে পারে না। এইজন্য অন্তরের বিষয় তাপ নিবারণের একমাত্র উপায় ভগবানের পদাশ্রয়।

**প্রশ্ন :—মা! ভগবানকে আশ্রয় করিব তিনি কি সেরূপ মনবুদ্ধি দিয়াছেন?**

**উত্তর :**—ভগবান এ মানব-মনে কি না দিয়াছেন? তাঁহাকে আশ্রয়ের যত সবই দিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে এ দেহ-ভাণ্ডেও তাহাই রহিয়াছে; কেবল সঁপিয়া দেওয়ার অভাব। যে সাধারণ মন বুদ্ধি দ্বারা বৈষয়িক কার্য্য করা হয়, তাহাই পরমার্থ কার্য্যে লাগাইয়া সার্থক করিতে হয়।

যে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা কর্ম করা হইতেছে ইহাই ইষ্টকার্য্যে লাগাইতে হইবে। যে মন বিষয় চিন্তায় তৎপর তাহাকে ভগবৎ চিন্তায় নিয়োগ করিতে হইবে। যে বিবেক দ্বারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া চলা হয়, তাহাকে কি নিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


ও কি অনিত্য এই বিচার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। যে বুদ্ধি বিষয় রক্ষায় সুদক্ষ, তাহাকে সত্য-নিশ্চয়ে স্থির রাখিতে হইবে। যে বিনয় নম্র ব্যবহার করিয়া প্রশংসার পাত্র হওয়া যায় তাহাই ভগবানের স্তব স্তুতিতে নিয়োগ করিতে হইবে। যে স্নেহ-ভালবাসা অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিয়া সকলের প্রিয় হওয়া যায়, তাহা ভাব ভক্তিরূপে ভগবানে আরোপ করিয়া জীবন ধন্য করিতে হইবে। যে রসনায় নানাবিধ খাদ্য দিয়া তৃপ্তি সাধন হয়, তাহাকে নামামৃত দান করিয়া অমৃতময় করিয়া তুলিতে হইবে। যে চিত্ত কল্পনা-প্রবণ তাহাকে ইষ্ট ধ্যান ধারণায় যুক্ত রাখিয়া নিঃসঙ্কল্প করিতে হইবে।

এইরূপে যদি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মধারার পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ হয় তবে এই একই মন বুদ্ধি ইষ্টকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য সার্থক বোধ হইবে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! উপাসনায় স্থির হইয়া বসিলে অন্য দিকে মন যায় কেন?**

**উত্তর ঃ**—লক্ষ্য বস্তুতে মন স্থির হইয়া না হইয়া অন্যদিকে যাওয়ার কারণ চঞ্চলতা। উপাসনার সময়েই বুঝিতে পারা যায় কাহার মন কতটা আয়ত্তে আসিয়াছে। এই চঞ্চল মনকে আয়ত্তে আনিতে হইলে তাহার জন্য প্রয়োজন অভ্যাস। নিত্য নিয়মিত অভ্যাসের ফলে ক্রমে বহির্বিষয় হইতে মন অন্তর্মুখী হইতে থাকিবে। যতদিন মন অন্তর্মুখী না হয় ততদিন ক্রিয়াকর্ম্মের দ্বারাই তাহাকে আয়ত্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আনিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকিতে হয়। এই ইষ্ট ক্রিয়াকর্ম্মাদিতে লাগিয়া থাকার ফলে মন কিছু স্থির হইলে আর অতটা বহির্মুখী হয় না।

বিষয় চিন্তায় বেশী সময় কাটে বলিয়া উহার সংস্কার আসিয়া ইষ্ট চিন্তায় বাধা দেয়। ইষ্ট চিন্তায় যদি বেশীক্ষণ থাকা যায় তাহা হইলে এই চিন্তার নিকট আর বিষয় চিন্তা আসিতে পারে না। এইজন্য মনঃস্থিরের উপায় নিত্য নিয়মিত সময়ে স্থির হইয়া উপাসনায় বসিবার অভ্যাস।

**প্রশ্ন :—মা! বহু বাসনা মনে উদিত হয়, তাহার মধ্যে কোনটি পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত!**

উত্তর :—মানুষের মনে অনেক বাসনারই উদয় হইতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে ভগবৎ বাসনাই শ্রেষ্ঠ ও তাহাই পূর্ণ করিবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। ইহার জন্য আগ্রহ না থাকিলেও তাহা লাভের জন্য কায়মনবাক্যে নিত্য পূজা ও প্রার্থনাদি করা হইলে ফলে এই ভগবৎ-বাসনাই প্রবল হইবে। এ ভগবৎভাব ও ভক্তি জাগ্রত রাখিবার জন্যই যতকিছু ধর্ম্মকর্মের অনুষ্ঠান। ইহার দ্বারাই ভগবৎভাব জাগ্রত থাকিলে ক্রমে অন্য বাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য জীবনে একমাত্র ভগবৎ বাসনাই কাম্য হওয়া উচিত।

বিষয় বাসনাই জীবের দুঃখের কারণ। ইহা আপাতঃ সুখের হইলেও পরিণামে অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা এই বিষয় বাসনার জড়িত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



না হইয়া অনাসক্ত থাকেন। এই অনাসক্ত হইতে পারিলে বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়বিমুক্তভাবে থাকা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ঃ—মা! সংসারে এত কষ্ট পাই তথাপি ইহা ছাড়িয়া থাকিতে পারি না কেন?

উত্তর ঃ—সংসার ছাড়িয়া না থাকিতে পারার কারণ আসক্তি ও মায়া। একবার এই মায়ায় অভিভূত হইয়া আসক্তির দড়ায় জড়িত হইয়া পড়িলে আর সে বন্ধন সহজে খুলিতে পারা যায় না। যেমন কোন কূপের মধ্যে পতিত হইলে সহজে তাহা হইতে উঠিতে পারা যায় না তেমনি এই সংসার কূপে পতিত হইলে হাজার দুঃখ কষ্ট পাইলেও সহজে তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া যায় না।

সংসারী জীব মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারের ঘাত প্রতি-ঘাতে অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয় বটে; উহার প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ থাকে ততক্ষণের জন্যই সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হয় কিন্তু ঐ ভাব সরিয়া গেলে যেই সেই হইয়া যায়। এই সাময়িক উদাসীনতায় সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র গেলেও মনের আক্ষেপ যায় না। তাই বৈরাগ্য না আসিলে সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তি পাওয়া যায় না। ত্যাগেই প্রকৃত শান্তি কিন্তু মায়া থাকিলে এ ত্যাগ বুদ্ধি কখনও আসে না; ভগবৎভাব থাকিলে তবেই এ সংসার যে কি বস্তু তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। অনিত্যতা সম্বন্ধে কিছুটাও বুঝিতে পারিলে ইহা ছাড়িয়া থাকা সম্ভব হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**প্রশ্ন :—মা! এই মায়া কত প্রকার?**

**উত্তর :**—মায়া সেই একই তবে মানুষের মধ্যে ইহার প্রকাশ দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াধীর ও মায়াধীন। যাহারা মায়ার অধীন তাহারাই মায়াধীন। আর যাঁহারা মায়ায় ধীর তাঁহারাই মায়াধীর। মায়াধীন ব্যক্তিরা সংসারে যেন মায়াঘোরে অচেতন হইয়া আছে। তাহারা যাহা কিছু কর্ম্মাদি করিয়া থাকে তাহা যেন ঘুমের ঘোরের খেয়ালের মত। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে এপাশ ওপাশ করে, কেহ ডাকিলে হয়তঃ সাড়াও দেয় কিন্তু তাহা যেরূপ স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় নয় তেমনি উহারাও এ অবস্থায় যাহা করিয়া থাকে তাহা দ্বারা কোন কার্য্যের প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। ইহার কারণ তাহারা যাহা কিছু ধর্ম্মকার্য্য করে তাহা কেবল পরিজনের মঙ্গল কামনায়; তাই ইহা বন্ধনেরই কারণ হয়।

আর মায়াধীর ব্যক্তিরা এই মায়ার বিচিত্র গতি বুঝিতে পারিয়া বিবেক সাহায্যে নিত্যানিত্য বিচার পূর্ব্বক ধীর ভাবে পরমার্থের কার্য্যদিতে সময় অতিবাহিত করেন বলিয়া, এ কর্ম্মের দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

**প্রশ্ন :—মা! গৃহীদিগের কি ভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করা কর্ত্তব্য?**

**উত্তর:**- গৃহীদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পঞ্চশূনা যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। এই সকল নিয়ম পালন করা হইলে ইহার দ্বারা ধর্ম্মভাবে জীবন যাপন করিয়া সুখী হওয়া যায়। সংসার ধর্ম্ম করিতে গেলে তিন প্রকার ঋণ ও দৈনিক যে পাপ সঞ্চয় হয় তাহা এই যজ্ঞের দ্বারা নাশ হইয়া থাকে।

পঞ্চশূনা যজ্ঞ অর্থে—ঋষি, দেব, ভূত, পিতৃ ও মনুষ্য যজ্ঞ। এই যজ্ঞের মধ্যে ঋষি, দেব ও পিতৃ যজ্ঞের দ্বারা তিনটি ঋণ পরিশোধ হয়। ব্রহ্মচর্য্য সাধন, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি ঋষি যজ্ঞ; ইহা দ্বারা ঋষি ঋণ পরিশোধ হয়। দেব অর্চ্চনাদি দেব যজ্ঞ; ইহা দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ হয়। বিবাহাদি দ্বারা পুত্র উৎপাদন এবং পিতৃ কার্য্যাদি পিতৃ যজ্ঞ; ইহা দ্বারা পিতৃ ঋণ পরিশোধ হইয়া থাকে।

জলপাত্র, ঝাঁটা, উনান ঢেঁকী ও যাতা:—এই পাঁচটি পদার্থ ব্যবহারে গৃহীদিগের ইহা হইতে নিত্য যে পাপ সঞ্চয় হয় তাহা পঞ্চশূনা যজ্ঞের দ্বারা নাশ হয়। ভূতযজ্ঞ—পঞ্চশস্য দ্বারা দেবতাদের উদ্দেশ্য যজ্ঞ করিয়া তাহা পঞ্চ-প্রাণীকে আহার্য্য রূপে বিতরণ করা। অতিথি সৎকার দ্বারা মনুষ্যের তৃপ্তি সাধন করাই মনুষ্যযজ্ঞ। এই প্রকারে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা হইলে তবেই শৃঙ্খলার সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়।

**প্রশ্ন :—মা! ভূত চতুর্দ্দশীতে প্রদীপ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উত্তর ঃ—গৃহস্থদের এই ভূতচতুর্দ্দশীতে ১৪টি প্রদীপ দেওয়ার মধ্যে দুইটি উদ্দেশ্য আছে; একটি পারলৌকিক, অপরটি লৌকিক। মহালয়া হইতে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে যে তর্পণ আরম্ভ হয় তাহা ঐ দিন সমাপ্ত হয়। তর্পণ অন্তে তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন বলিয়া ঐ ১৪টি প্রদীপ তাঁহাদের স্বর্গের পথ আলোকিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। তাঁহারা এই আলোর সাহায্য পাইয়া আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক সুখে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। আর দ্বিতীয়তঃ বর্ষার সময় যে সকল বিষাক্ত পোকাদি উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ প্রদীপের আলোতে নষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহা লোক-স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

হিন্দু গৃহস্থদিগের জন্ম হইতে শ্মশান গমন পর্য্যন্ত যে সমস্ত আচার ও রীতি পালন করিতে দেখা যায়, তাহা সমস্তই স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পালন করা হইয়া থাকে। পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে ঐ দিন প্রদীপ দেওয়া হয় বলিয়াই উহাকে ভূতচতুর্দ্দশী বলা হয়।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS

# উদ্বুদ্ধবাণী।

## ( ৫ )

**প্রশ্ন ঃ**—মা! নাম কীর্ত্তন করিতে হইলে কোন নাম কীর্ত্তন করা উচিত?

**উত্তর ঃ**—নাম কীর্ত্তনের মধ্যে তারক ব্রহ্ম হরিনাম শ্রেষ্ঠ ও তাহাই কীর্ত্তন করা উচিত। এই হরিনাম যেমন খোল করতালের সহিত মানায় তেমন অন্য কোন নাম মানাইতে চাহে না। এই হরিনাম শ্রবণে সবাই আনন্দ পায়। ইহার মধ্যে ছোট বড় ও জাতিকূল বিচার নাই; নামে সকলেই সমান অধিকারী। ভক্তি পথে এ নামই সম্বল। এই নাম ও নামী অভিন্ন। যেখানে হরিনাম হয় সেখানেই তাঁহারা অধিষ্ঠান হইয়া থাকে!

**প্রশ্ন ঃ**—মা! এই যে হরিনাম খোল করতালের সহিত কীর্ত্তন করা হয় ইহার উপকারিতা কি?

**উত্তর**—হরিনাম খোল করতালের সহিত সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করা হইলে তাহাদ্বারা দেশের ও দশেরই মঙ্গল সাধিত হয়। হরিনামের ধ্বনি যতদূর বিস্তার হয় ততদূর পর্য্যন্ত দেশ শস্যশালী হয়, এবং ব্যাধির প্রকোপ নষ্ট হইয়া থাকে। এই নাম কীর্ত্তন বহিরঙ্গ সাধনের অঙ্গ হইলেও বহুলোকের মনোযোগ সমষ্টিগত হয়। ইহা দ্বারা সকলের তিল তিল মনের শক্তি একত্র হইয়া এক মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। এই ভগবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শক্তির প্রভাবে সকল অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল সাধিত হয়।

কলির ভোগমুখী জীব তুর্ব্বল বলিয়া সাধনায় অক্ষম। এ জন্যই বোধ হয় মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। হরিনাম যে ভাবেই করা হোক না কেন তাহাই মঙ্গলজনক তথাপি এই সমষ্টিগত ভাবে যে সংকীর্ত্তন ইহা জনকল্যাণকর। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন ভগবৎ ভজন হয়, অন্যদিকে তেমনি জনগণের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তির কান ধরিয়া টানিলে মাথা নিকটে আসে তেমনি নাম ধরিয়া ডাকিলে নামীও নিকটে আসিয়া থাকেন। ভক্তিভরে ডাকিবার মত একমন হইয়া ডাকিতে পারিলে সে ডাকাতেই তিনি কাছে আসেন; এই ডাকারই সার্থকতা আছে।

**প্রশ্ন :—মা! ভক্তি লাভের উপায় কি এবং এই ভাব মনে স্থায়ী হয় না কেন?**

**উত্তর :—**ভক্তি লাভের উপায় অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি। সংযত ভাবে নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাইতে পারিলে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। এই একনিষ্ঠতাই ভক্তিলাভের উপায়। সংসার জীবনে দিবাভাগ চলিয়া যায় অর্থ চিন্তায় ও পরিবার প্রতিপালনে, আর বাকী সময় যায় নিদ্রায়! এই দেহ ও ও পরিজন যে অনিত্য, নশ্বর ইহা সর্ব্বদা দেখিয়াও মমতা ও আসক্তি বশতঃ সে জ্ঞান আসে না। এই অবস্থায় ধর্ম্মাচারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিলেও তাহা দ্বারা অন্তরে স্থির সম্পদ সৃষ্টি হয় না; এইজন্য ধর্ম্মভাব স্থায়ী হয় না। ভগবৎ পরায়ণ হইতে পারিলে তবেই তাহা হইতে অন্তরে ভক্তিভাব স্থায়ী হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন :—মা! ভগবৎলীলা শ্রবণ করিয়া তাহা সর্ব্বদার জন্য স্মরণে থাকে না কেন?**

উত্তর :—ভগবানের লীলামাধুর্য্য চির পবিত্র ও চির নূতন; কিন্তু বিষয় বাসনা জড়িত হৃদয়ে সেই লীলামাধুর্য্য সহসা স্ফুরিত হয় না। জীব শোক দুঃখের আবর্ত্তনে পতিত হইলে তাহা ক্ষণকালের জন্য স্মরণে উদিত হইলেও জন্মজন্মান্তরীণ কর্মচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়। এজন্য লীলা স্মরণে স্থায়ী হয় না। এই ভাব স্থায়ী হওয়ার জন্য নিত্য পূজা উপাসনা করিতে হয়। ইহাদ্বারা ক্রমে মন সেই-ভাবে ভাবিত হইলে, ভাব অনুযায়ী ভাবধারা অন্তরে স্থায়ী হইবে। ভাব স্থায়ী হইলেই তাহা সর্ব্বদার জন্য ধরিয়া চলিবার সামর্থ জন্মে। ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি না আসা পর্য্যন্ত সে ভাব অন্তরে স্থায়ী হইতে পারে না কারণ মন বিষয়মুখী থাকিবার জন্য উহাকে সহজেই ভোগ বাসনায় আকর্ষণ করিয়া লয়। এই ভোগমুখী মনকে উপাসনার দ্বারা অন্তর্মুখী করিতে পারিলেই ভগবৎ লীলামাধুর্য্য সর্বদা স্মরণ পথে উদিত থাকিবে।

**প্রশ্ন :—মা! অনেক ক্ষেত্রে ভগবৎ কথা শ্রবনে কেহ গলিয়া যায়, কেহ শুনিয়া মুখে বেশ বলিতে পারে, আবার কেহ বা ধারনাই করিতে পারে না, এরূপ হইবার কারণ কি?**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উত্তর :—এ সংসারে বহু প্রকার লোক আছে। তাহার মধ্যে অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন শ্রেণীর লোকই উল্লেখ যোগ্য। যাঁহারা উত্তম শ্রেণীর লোক, তাঁহারাই ভগবৎ কথা শ্রবণে ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া গলিয়া যান। যাহারা মধ্যম শ্রেণীর তাহারা ইহা শুনিয়া মনে রাখিতে পারে বলিয়া মুখেও বেশ বলিতে পারে। আর যাহারা অধম, তাহারা এ বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া শুনিয়া মনে রাখিতে পারে না। এইজন্য ঐইরূপ হইয়া থাকে।

কোন এক দেশে তিনটি ভাই ছিল। তাহারা স্থির করিলে চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নানে যাইবে। ইহাতে বড় ভাইএর মনে আসিল গঙ্গাস্নানে গেলে আর বোধ হয় ফিরিবে না! অন্য ভাইরা একথা শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল—কেন? গঙ্গাস্নান করিয়া সকলেই ত বাড়ী ফিরিয়া আসে। বড় ভাই একথার কোন উত্তর না দিয়া ভাইদের সহ। গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিল। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে বড় ভাইর অনুমতিক্রমে ছোট ভাই প্রথমে স্নান করিয়া উঠিয়া আসিল। তাহার ছিল পাথরের শরীর, তাই বিন্দুমাত্র জল গায়ে লাগে নাই। পরে মেজ ভাই স্নান করিয়া উঠিলে দেখা গেল কাপড় ভিজিয়াছে। ইহার ছিল নেকড়ার শরীর তাই ভিজিয়াছে কিন্তু উঠিবার পরক্ষণেই রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া গেল। আর বড় ভাই যেমনি স্নানের জন্য গঙ্গাজলে ডুব দিল তখনই জলের সহিত গলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মিশিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিতে পারিল না। এই বড় জনের ছিল লবণের শরীর, তাই জলে লয় হইয়া গেল। জল হইতে লবণের উৎপত্তি বলিয়া জলে যাইয়া আর তাহার পৃথক অস্তিত্ব রহিল না।

এই প্রকার মানুষের অন্তরই আসল বস্তু, শরীর বাহিরের আবরণ মাত্র। যাঁহাদের হৃদয় ভগবৎ ভাব ভক্তিতে সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়া লবণের ন্যায় হয়, তাঁহাদেরই ভগবৎ কথা শ্রবণ মাত্র তদাকার প্রাপ্ত হইয়া লয় হইয়া যায়। যাহাদের মধ্যবিত্ত অবস্থা, ভগবৎ কথা শ্রবণ করিলে সেই সময়ের জন্য সামরিক ভাবে তাহাদের অন্তর ভিজে বলিয়া মুখে সকলের নিকট সেকথা বলিতে পারে কিন্তু বিষয় সংস্পর্শে সে ভাব শুকাইয়া যায়, স্থায়ী থাকে না। আর যাহাদের হৃদয় পাষাণবৎ তাহাদের ভগবৎ কথা শতবার শ্রবণেও অন্তরে প্রবেশ করে না। তাহারা অজ্ঞান আরবণে এতই বদ্ধ যে সহজে ঐ কঠিন হৃদয় ভেদ করিয়া ভগবৎ মহিমা বিস্তার লাভ করিতে পারে না। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া এরূপ হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! ভগবান সম্বন্ধে সকলের শ্রদ্ধা জন্মে না কেন?**

**উত্তর ঃ**—মানুষের মধ্যে যাঁহাদের পূর্ব্বকৃত সাধন বল আছে ও যাহার সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন, তাঁহারাই ভগবানে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন। আর যাহারা তমোগুন বিশিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া এবং অবজ্ঞা বশতঃ অশ্রদ্ধা ভাব পোষণ করিয়া থাকে।

যেমন কণ্টকাকীর্ণ ভূমিতে ভাল গাছ জন্মে না তেমনি উহাদের অনুর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রে কেবল আগাছাই জন্মায় অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাস, হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতির বেশী উদ্ভব হয়। এইজন্য ভগবানের পরমভাব বিদিত হইতে না পারিয়া নিজেরাও দুঃখ পায়, অপরকেও কষ্ট দিয়া থাকে। ভাল হইতে পারিলে সে নিজেও শান্তি পায়, অপরকেও শান্তি দিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাভাব পোষণের জন্য ইহলোকে যেমন শান্তি হয় না তেমনি পরলোকেও এই সংস্কার হইতে যাতনাময় নরক-ভোগ হইয়া থাকে। আর ভগবানে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান হন, তাঁহারা ইহলোকে যেমন শুভকার্য্যের দ্বারা শান্তি পান, তেমনি পরলোকেও এই শুভ সংস্কারে জন্য দিব্যগতি লাভ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

**প্রশ্ন :—মা! নারীরাই কি ভক্তির অধীকারী হয়?**

**উত্তর :**—নারীরা স্বভাবতঃ কোমল ও সরল বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ভক্তিমতি হইয়া থাকে। স্বভাব অনুযায়ী যদি পন্থা অবলম্বন করা হয় তবেই সোনায় সোহাগার ন্যায় মিলন সহজসাধ্য হইয়া থাকে। পূজার উপচারাদির মধ্যে পুষ্পাদি যেরূপ কোমল বস্তু এইরূপ কোমল হৃদয়ই ভগবৎ আরাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। বৃন্দাবনের গোপীকারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই জন্যই বোধ হয় কৃষ্ণসেবার উত্তম অধিকার পাইয়াছিলেন। এই প্রেম ও ভক্তি জগতে অতি দুর্লভ। একে নারী তাহাতে যদি ভক্তি প্রেমের উদয় হয় তবেই ঐ সোনায় সোহাগার ন্যায় হয়। যদি কেহ এই ভক্তি লাভে সমর্থ হইতে পারে তবেই তাহার কোমলতা ও সরলতার সার্থকতা হয়। ভক্তি লাভ হইলে কি নারী কি পুরুষ সবাই নারীর ন্যায় কোমল স্বভাব সম্পন্ন হইয়া যান। এই জন্য লীলারাজ্যে সকলেই প্রকৃতি; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ।

**প্রশ্ন ঃ—মা! বৈষ্ণব ধর্ম্মে—নারী পুরুষ একত্র ভজনের প্রবর্ত্তন করেন কে?**

**উত্তর ঃ**—বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর একত্রিত হইয়া পরকীয় ভজনার প্রবর্ত্তন করেন রায় রামানন্দ। কলির ভোগমুখী জীবের পতন রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রথার প্রবর্ত্তন হয় কিন্তু ভাগ্যহীন জীব এই ধর্ম্মের ভাবধারা না ধরিতে পারিয়া আজ বিপথগামী হইয়াছে। যেমন মধুর চাক হইতে মধু আহরণ করিতে হইলে তাহার সুকৌশল জানা থাকা চাই, নতুন মধুমক্ষিকার দংশনেই মৃতপ্রায় হইয়া যাইতে হয় তেমনি উহারা প্রেম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া তাহা গ্রহনের পদ্ধতি না বুঝিয়া উহার বিপরীত আচরণ করায় বিপরীত ফল হইয়াছে। একদিকে নারী পুরুষের মিলন যেমন স্বাভাবিক ও সহজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তেমনি অন্যদিকে একত্রিত ভাবে ধর্ম্ম লাভ করাও ততোধিক কঠিন। ধর্ম্ম লাভের যে কোন পন্থাই হোক না প্রথম ব্রহ্মচর্য্যই হইল তাহার ভিত্তিস্বরূপ। ইহার অপব্যবহারে উহাদের মধ্যে পতন আসিয়া ধর্ম্মের মধ্যেও গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ধর্ম্ম বা প্রবর্ত্তকের দোষ নয়; ভেক্‌ধারীদের ধর্ম্মের বিপরীত আচরণের ফল স্বরূপ।

**প্রশ্ন ঃ—মা! এই ভাব ও ভক্তি পন্থায় সম্পদ অপেক্ষা বিপদই অধিক নয় কি?**

**উত্তর ঃ**—ভক্তি পন্থায় সম্পদই আছে, বিপদের কোথাও সম্ভাবনা নাই। তবে ভাবের মধ্যে বিকার থাকে বলিয়া বিকার রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাবধান হইয়া চলিতে হয়। এই ভাবের সহিত ভক্তি থাকিলে সেই ভাবই মধুরভাবে পরিণত হয়। ভক্তিরাজ্যে উপাস্যকে ব্যক্তিরূপে ভাবনা করিয়া তাঁহার সহিত একটা প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক সেব্য সেবকভাব আরোপ করতঃ তদনুরূপ আচরণ ও ভাব পোষণ করাই মূলসূত্র। এইমতে কেবল ভক্তি দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হয়; ইহাতে অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। যেখানে ভক্তি সেখানেই ভজন। বর্ত্তমানে ভক্তি ধর্ম্ম বলিতে কীর্ত্তনাদিই বুঝায়। এই প্রিয় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরাগে মন অভিভূত হয়। তখন ভক্ত লোকরীতির বাহিরে যাইয়া উন্মত্তবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হাসে, কাঁদে ও নৃত্য করে। ভগবৎলীলা স্মরণেই এ অবস্থা ভক্তের আসে। এজন্য ভক্তি পথে ভক্তিই সম্পদ।

প্রশ্ন ঃ—মা! ভক্তির উদয় হইলে তাহার লক্ষণ কি এবং ইহার দ্বারা অভীষ্ট লাভ হয় কি?

উত্তর ঃ—ভক্তের মধ্যে ভক্তির উদয় হইলে স্বেদ, কম্পন, অশ্রু, রোমাঞ্চ, বৈবর্ণ, অট্টহাস্য ও নৃত্যাদি—এই সপ্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন সূর্য্যকান্ত মণির উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রিয় নাম কীর্ত্তন শ্রবণের দ্বারা ভক্তের হৃদয় ভাবের উদ্দীপনায় অভিভূত হইয়া ঐরূপ সাত্ত্বিক লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভগবৎ ভক্তি নববিধা-শ্রবণ, মনন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এ সমস্তই ভক্তির লক্ষণ। এই ভক্তির মধ্যে যিনি যে ভাব গ্রহণের অধিকারী তিনি সেই ভাব গ্রহণে ভজনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ভাব অনুযায়ী সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া কাহারও বা দশা প্রভৃতি হইতে দেখা যায়। এই দশা অবস্থায় ঐ সময়ের জন্য কুণ্ডলিনী জাগিয়া ঊর্দ্ধমুখী হন বলিয়া নানা ভাব প্রকাশ পায়। ভাব সরিয়া গেলেই পুনঃ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। এই ভাবের সঙ্গে সাধন থাকিলে তবেই এ অবস্থা স্থায়ী হইয়া মহাভাবে পরিণত হইয়া ভাবসমাধি হয়। নতুবা রবারের দড়ি ছাড়িয়া দিলে যেরূপ গুটাইয়া আসে, সেইরূপ ভাব ছাড়িয়া গেলে কুণ্ডলনী শক্তি গুটাইয়া যথাস্থানে স্থিতি হইয়া থাকে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আর সহজে ঊর্দ্ধগামী হয় না। সাধন থাকিলে এই ভাব হইতেই অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ—মা! অবতার কত প্রকার এবং তাঁহাদের মধ্যে তপস্যা করিতে দেখা যায় কেন?

উত্তর ঃ—যে সময় অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব এবং ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ভগবান অবতাররূপে আবির্ভূত হন। জগতে যে পরিমাণ পাপভার হয়, অবতারও সেই পরিমাণে ঐশী শক্তি সম্পন্ন হইয়া আসেন। অবতার সংখ্যাহীন—অবতার, পরিপূর্ণ অবতার ও অংশাংশ অবতার। যখন এই অবতার ধরায় আসেন তখন তাঁহারা একা আসেন না; পার্শদদের সঙ্গে লইয়া আসেন। ইঁহাদের 'অধিকারী কোটি' বলা হয়। এই অধিকারী কোটিদের কার্য্য অবতারদের কার্য্যাবলীর মহিমা জগতে প্রচার করা; যেমন ব্যাস ও বশিষ্ঠ। আর যাহারা জীব, তাহারা এই ঐশীশক্তি সম্পন্ন অবতারের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া 'ব্রহ্মকোটী' হইয়া থাকেন। অবতারের আগমনের সঙ্গে ঐ দুই প্রকার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও আগমন করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে শক্তি বিশেষে যাঁহার যে কার্য্যের জন্য ধরায় আগমন, তিনি সেই কার্য্য যত্নের সহিত সম্পাদন করিয়া যান।

অবতারের মধ্যেও শক্তিবিশেষের তারতম্যের জন্য কেহ অবতার কেহ বা অবতারী হন। এই অবতারীই 'পরিপূর্ণ' অবতার। আর অবতারকে বলা হয় 'পূর্ণ' অবতার; শক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তারতম্যে কোন কোন অবতারের মধ্যে আত্মবিস্মৃত ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ অবতারের মধ্যে আত্মবিস্মৃতি থাকে না; স্বপ্রকাশ ভাব থাকে। এই অবতারদের মধ্যে যে তপস্যা করিতে দেখা যায় তাহা মাত্র দেহভার খণ্ডনের জন্য। এই তপঃশক্তি প্রভাবে জীবের মুক্তির রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই ঐশীশক্তি প্রভাবে অবতারগণ ধরার পাপভার হরণ করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করতঃ শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন।

**প্রশ্ন :—মা! ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোথাও একপদও যান নাই, তবে এই যে গোপীকাদের বিরহাদি ইহার তাৎপর্য্য কি?**

উত্তর :—এই যে শ্রীকৃষ্ণের বাণী ইহা কখনও মিথ্যা নহে। বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া সত্যই তিনি একপদ কোথাও যান নাই। তবে কিনা তাঁহার এ বাণী গভীর রহস্যপূর্ণ। লোক চক্ষে তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে যাইতে পারেন একথাও মানি কিন্তু ইহার গূঢ় রহস্য এই যে সূক্ষ্মভাবে গোপীকাদের হৃদয়-বৃন্দাবন হইতে তিনি একপদ কোথাও যান নাই। এইভাবে তাঁহার বাণী সত্য। গোপীকাদের যে বিরহ, ইহাও একভাবের প্রচ্ছন্নভাবে মিলন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রকট থাকিতে হয়ত গোপীকারা কৃষ্ণচিন্তা কোন সময়ের জন্য ভুলিয়াও থাকিতে পারিতেন কিন্তু বিরহ অবস্থায় বোধ হয় মুহূর্তের জন্য সে চিন্তার বিরাম ঘটে নাই। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সহিত গোপীকাদের মানস মিলন। বিরহরূপে এ মিলন অবিচ্ছেদ; মানসে কখনও ইহার বিচ্ছেদ ঘটে নাই। এজন্য তাঁহার এ বাণী চিরসত্য।

শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য অতি গুহ্য। ইহা কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা গোপীকাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে হইয়াছে। এই লীলামাধুর্য্য যদি ইহার পট পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই জানিতে পারা যাইত তবে ভক্ত কবিগণ তাঁহার লীলারস নব নব ভাবে আস্বাদন করিতে পারিতেন না। তিনি যেমন রসিকেন্দ্র চূড়ামনী, তাঁহার লীলারহস্যও তেমনি রসিক ভক্ত ব্যতীত কেহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক বুঝিবার সামর্থ্য দান করেন, তাঁহার পক্ষেই ইহা সহজবোধ্য হয়।

**প্রশ্নঃ—মা! বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যে বস্ত্রহরণ, জরাসন্ধ বধ ইত্যাদি করিয়াছেন ইহা কি অবতারের কার্য্য? এ সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে কিছু বলুন।**

**উত্তরঃ**—ভগবান বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেনই দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও গোপীকাদের মনবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য। তাঁহার রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও কার্য্যাবলীর ধারা বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এ সমস্ত কোন সাধারণ জীবের কার্য্য নয়, কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ব্যতীত এ সব কখনও সম্ভবপর নহে। তিনি বাল্য কৈশোরাদি অবস্থায়ই শক্তিমত্তার যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে তিনি অবতার কি সাধারণ জীব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যেমন শিশু অবস্থায় পুতনা রাক্ষসী বধ ; বাল্যে জমলার্জ্জুন উদ্ধার, মা যশোমতীকে উদর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করান, গোবর্দ্ধন ধারণ, বকাসুর বধ প্রভৃতি ; কৈশোরে ব্রহ্মার মতিভ্রমে গো বৎসাদি নূতনভাবে সৃষ্টি, কালিয় দমন, কংশাসুর বধ, বস্ত্র হরণাদি কার্য্য। এ সমস্ত কি কোন সাধারণ বালকের পক্ষে সম্ভবপর হয়? যেমন স্বর্ণ পরীক্ষা করিতে হইলে কষ্টি পাথরের আবশ্যক হয় তেমনি শ্রীকৃষ্ণ অবতার কিনা ইহা পরীক্ষার স্থল তপস্বীদিগের প্রজ্ঞা। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ তপস্বীগণের মধ্যে ব্যাস প্রভৃতি তাঁহার অসামান্য শক্তিতে পরাভূত হইয়া ধ্যানবলে জানিয়াছিলেন ইনি চিদানন্দময় বিগ্রহ বা পুরুষ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের এই মহতী শক্তির পরিচয় জানিতে পারিয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন।

বৃন্দাবনের নিকটে যাপট নামক গ্রামে এক রাজা ছিলেন। তাহার কন্যা শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণরূপ ঐ কালসোনার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া আকৃষ্ট হইলেন। একদিন সখীগণ সঙ্গে যমুনায় জল আনিতে যাইয়া ঐ রূপের ঝলক দেখিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। এই নামের ও রূপের এমনই মহিমা যে, যে একবার এ রূপ দর্শন করিয়াছে ও নাম শুনিয়াছে সে জীবনেও তাহা ভুলিতে পারিত না। এবং তাহা পাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইত যে নারী হইলে তাহার পক্ষে জাতি কূলাদি পর্য্যন্ত হারাইতে হইত। শ্রীমতিও ঐ রূপ দেখা অবধি উহা পাইবার জন্য উন্মাদিনী প্রায় হইলেন। সখীগণ সুরসিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ও উদ্ভাবনী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা শ্রীমতির এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহা কি করিয়া আনিয়া দেওয়া যায় তাহার সন্ধানে রহিলেন।

অন্যদিকে শ্রীমতির এই অবস্থা দেখিয়া শ্বশুর বাড়ীর লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিতে লাগিল কিন্তু এ লাঞ্ছনা বেদনার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। তাই উহাদের কঠোর ব্যবহারও হাসিমুখে সহ্য করিয়া যাইতেন।

এদিকে সখীগণ সেই কালসোনা সন্ধান করিয়া আনিল। শ্রীমতি রাজকন্যা হইলেও পিতৃধনের আশা না রাখিয়া নিজের প্রেমধনের বিনিময়ে তাহা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মেয়েদের স্বভাব, সঞ্চিত ধন কাহাকেও দিতে হইলে তাহার সবটা দিতে পারে না ; কিছু রাখিয়া দেয়। শ্রীমতিরও সে অবস্থাই ঘটিয়াছিল। তাই একদিন কালচক্রে শ্রীমতি অভিমান ভরে সেই কালসোনাকে তাহার অঙ্গ হইতে ত্যাগ করিলেন। মথুরার রাজা কংশাসুর এ সংবাদ জানিতে পারিয়া এ মহামূল্য সম্পদ লাভের নিমিত্ত তাহার রাজ্যের প্রধান স্বর্ণ পরীক্ষক অক্রুর মুনিকে পাঠাইলেন। তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া নন্দরাজার নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বাধ্য হইয়া এই অমূল্যনিধি অক্রুরকে দিলেন। অক্রূর তাহা পাইয়া হরষিত চিত্তে কংশের হাতে অর্পণ করিলেন। কংশ যেমনি তাহা গর্ব্বভরে গ্রহণ করিতে গেলেন তেমনি কালসোনা কালসর্প হইয়া তাহাকে দংশন করিল। এই কাল-সোনার এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রভাব ছিল যে যাহার গর্ব্ব হইত তাহার নিকট সে তিলার্দ্ধ সময়ও অবস্থান করিত না। এইরূপে কংশ ধ্বংস হইলে মথুরাবাসীরা কালসোনা পাইয়া মাতিয়া উঠিল। এ সংবাদ বিস্তার হইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

সম্রাট জরাসন্ধ ইহা জানিতে পারিয়া. কালসোনা লইবার জন্য বহুবার মথুরাপুরী আক্রমণ করিল। এ অবস্থায় কাল-সোনা এখানে রাখা নিরাপদ নহে বুঝিয়া দ্বারকার রাজমহিষী রুক্মিণী দেবীর নিকট দাম্পত্য সূত্রে বন্ধক রাখা হইল। রুক্মিণী দেবীর অনেকগুলি সপত্নী ছিল। তাঁহারা সকলে কালসোনা সমান-ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ভাগ্যচক্রে উহার ব্যবহার লইয়া একদিন তাহাদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় উর্দ্ধ-লোকে নারদ নামে একজন স্বর্ণ পরীক্ষক তাহা শুনিতে পায়। তখন তিনি স্থির করিলেন, বসুদেবের দ্বারা যদি সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করান যায় তবে সেই সময় বৃন্দাবনবাসীদের আনিয়া এ কালসোনা দিয়া দিতে পারিলে, এই যে একটি বস্তু লইয়া কলহ ইহাও মিটিয়া যাইবে, বৃন্দাবন-বাসীরাও তাহাদের সম্পদ ফিরিয়া পাইয়া সুখী হইবে। এরূপ স্থির করিয়া বসুদেবকে জানান হইলে তিনি একবাক্যেই একাজ করিতে স্বীকার করিলেন এবং এই দান যজ্ঞের নিমন্ত্রণের ভার নারদের উপরই দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণের ভার দিয়া বলিয়া দিলেন—ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করা হইবে, কিন্তু বাদ ব্রজবাসীগণ! একথা শুনিয়া কোন উত্তর না দিয়া নারদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নীরবে নিমন্ত্রণের জন্য বহির্গত হইলেন। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের পর তিনি বৃন্দাবনবাসীদের একখানি নিমন্ত্রণ পত্র গোকুলবাসীদের হাতে প্রেরণ করিলেন। এদিকে প্রভাসের চৌরাশী ক্রোশ-ব্যাপী যজ্ঞের স্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সমুদ্রের তটে যজ্ঞস্থানে ত্রিভুবনের লোক সমবেত হইয়াছে। দ্বারকাপুরী হইতে সেই কাল-সোনা লইয়া রুক্মিণী দেবী সকলের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন।

এদিকে বৃন্দাবনবাসীরা নারদের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া হরষিত চিত্তে আনন্দের লহর তুলিয়া প্রভাস অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। অল্পদিন মধ্যেই তাহারা প্রভাসের যজ্ঞস্থলে উপনীত হইল। সেখানে পদ্মযোনী, চক্রপানী ও শূলপানী মণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীমতী তাঁহার চিরবাঞ্ছিত সেই কালসোনা লাভের জন্য নিবেদন করিলেন। দেবগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া নারদের উপর এ ভার অর্পণ করিলেন। নারদ এই মহৎ কার্য্যের আদেশ পাইয়া রুক্মিণী দেবীর নিকট হইতে কালসোনা লইয়া শ্রীমতীর নিকট উপস্থিত করিলেন। বহুকাল পর শ্রীমতী তাঁহার চিরবাঞ্ছিত বস্তু সম্মুখে পাইয়া যেই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ধরিতে গিয়াছেন অমনি কালসোনার সহিত একীভুত হইয়া মিশিয়া গেলেন। বসুদেবের দানযজ্ঞ এইভাবে পূর্ণাহুতিতে সমাপ্ত হইল। ত্রিভুবনের লোক এই যুগলরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইল এবং এই মিলন সুধা পান করিয়া আনন্দে লোক-লোকান্তরে গমন করিল। যাঁহার নাম-সুধা পানে ইহলোক শান্তি ও পরলোকে মুক্তি তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# উদ্বুদ্ধবাণী।
## ( ৬ )

প্রশ্ন ঃ—মা! নারী কত প্রকার এবং তাহাদের লক্ষণ কিরূপ ?

উত্তর ঃ—নারী সাধারণতঃ তিন প্রকার—ব্রহ্মবাদিনী, সদ্য-বধূ ও ব্যাভিচারিণী। ব্রহ্মবাদিনীরা স্বভাবতঃই সত্ত্বগুণসম্পন্না ও আত্মশক্তিতে তেজস্বিনী হয়। সদ্যবধূরা কোমল স্বভাব সম্পন্না ও পতিনিষ্ঠাপরায়ণা হয়। আর ব্যাভিচারিণীরা পতি-নিষ্ঠাবিহীনা, স্বেচ্ছাচারিণী ও ধর্ম্মবিমুখী হইয়া থাকে। সদ্যবধূদিগের পতিব্রত ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ঐকান্তিক পতিনিষ্ঠার ফলে তাহারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভে সমর্থা হইয়া থাকেন। যেমন সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা প্রভৃতি। ইহারা বিশেষ কোন তপস্যাদি না করিয়াই অসাধারণ শক্তিসম্পন্না হইয়াছিলেন। যাঁহারা বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস দ্বারা আত্মশক্তিকে জাগরিত রাখিতে সমর্থ তাঁহাদের পক্ষেই যৌবনে সতীত্ব বল দ্বারা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর হয়। নতুবা অসংযত দেহ মনের বৃত্তিধারাকে নিজের আয়ত্তে রাখিয়া সর্ব্ব বিষয়ে সংযত হইয়া চলা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ম্মনিষ্ঠার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া শক্তির উদ্বোধন হইয়া থাকে।

যেমন কোন ব্রত উপবাস করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব-দিন সংযম করিতে হয় তেমনি নারীর পক্ষেও গঠিত জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



লইয়া দাম্পত্য মিলন হইলে তবেই সতীত্বধর্ম পালন করা সম্ভব হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ—মা! সতীত্ব কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ—সতী নারীর পতিনিষ্ঠার ফলে যে তেজ প্রকটিত হয় তাহাই সতীত্ব। তপস্বীর তপঃ বল আর সতীর সতীত্ব তেজ ইহা প্রায় সমান। সতীর পতিই পরম দেবতা। সতী এক মাত্র পতিকে উপাস্য জ্ঞানে আত্মসমর্পনের ফলে সতীত্ব তেজে মণ্ডিতা হন। তাহার আর অন্য উপাসনার প্রয়োজন হয় না। তাহারা পতির একনিষ্ঠতার নিকট হোক নারায়ণ, হোক, ত্রিলোচন, কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারেন না। শুধু এই পতিনিষ্ঠার ফলেই তাঁহারা সর্ব্ব প্রলোভন বিজয়ী হইয়া থাকেন। শুক্তি যেমন অগাধ সমুদ্র জলের মধ্যে থাকিয়া প্রাণান্তেও স্বাতী নক্ষত্রের জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না তেমনি সংসারের শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও সতীনারী পতি ব্যতীত কাহাকেও গ্রহণ করেন না। একনিষ্ঠ পতিনিষ্ঠার ফলেই তাহার মধ্যে দেবদুর্ল্ভ সতীত্ব তেজ প্রকটিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ—মা! সতী নারীর কর্ম্মপদ্ধতি ধারা কিরূপ?

উত্তর ঃ—সতী সর্ব্বদা পতিনিষ্ঠাপরায়ণা হইয়া থাকে সংসারে যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। কোন ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহাও পতির মঙ্গল কামনায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে তাহার পতিনিষ্ঠার ব্যাঘাত না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। সতী নারী সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া সহস্তে গৃহ কর্ম্মাদি সম্পাদন করতঃ স্নান করিবে। ইহাতে তাহাদের শারীরিক তপস্যার কাজ হয়। সর্ব্বদা আপাদমস্তক বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া সতত দৃষ্টি মাটির দিকে রাখিয়া চলিতে হয়। ইহা দ্বারা তাহাদের দৃষ্টি সংযত হয়। শ্বশুর, শ্বাশুরী শত কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেও উহাদের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে নাই। এতে সতীর বাক্য সংযম হয়। পতি ও গুরুজনের আদেশ পালন করার জন্য আনুগত্য ভাব সিদ্ধ হয়। নিত্য রন্ধন কার্য্য ও পরিবেশনের ফলে তাহাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। গৃহকর্ম্ম ও পরিজনের সেবাকার্য্যে আসনাদি অভ্যাসের ফল হয়। গৃহের সমস্ত বস্তু নিজের হইলেও গৃহকর্ত্তৃর অনুমতি ব্যতীত একমুটি চালও অন্যকে দিতে নাই। ইহার দ্বারা অকর্ত্তাভাব সিদ্ধ হইয়া নির্ভরশীল হয়। গৃহধর্ম্মে নববধুর পক্ষে দিবাভাগে পরিজনের সমক্ষে পতির সহিত মেলামেশা বা বাক্যলাপ শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা সতীর পতিলাভের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে মিলন সুখ বর্দ্ধিত হয়। সতী নারীর পক্ষে অপর পুরুষের সহিত একান্তে বাক্যালাপ ও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করা অধর্ম্ম। ইহা হইতে অন্যের সঙ্গ লিপ্সা নিবৃত্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পতিতেই চিত্ত তন্ময় হইয়া থাকে। এই প্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারাই সতীনারী পতিতে আত্মসমর্পনের ফলে পতির স্বরূপে অবস্থান করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ—মা! নারীর নারীত্ব এবং সতীত্বের মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তর ঃ—নারীত্ব ও সতীত্বের মধ্যে অনেক প্রভেদ। একই নারী—একটির মধ্যে সাধারণ নারীত্বের প্রকাশ, অপরটি নিজে অধ্যবসায়ের দ্বারা শক্তি অর্জ্জন করিয়া শক্তিশালিনী হয়। নারীত্ব অর্থে নারীর জনন শক্তিকেই বুঝায়। ইহা নারী দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। নারীদের এ স্বাভাবিক জননশক্তি মানবী হইতে পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদির মধ্যে পর্য্যন্ত সমান ভাবে বিদ্যমান। এই জন্য নারীত্বের মধ্যে কোন কৃতিত্ব নাই। আর যে নারী তাহার মনুষ্যত্বকে পুরুষকার বলে আত্মধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া আত্মাকে (মনকে) পতিতে সমর্পন পূর্বক শক্তি লাভে সমর্থ হয় তিনিই সতী।

এই সতীত্বই নারীর মহত্ব বা দেবত্ব। এই মহত্বের দ্বারাই নারী মহামায়ার অংশ সম্ভূতা বলিয়া পরিগণিতা হয়। আজও ভারতে ঘরে ঘরে এ মহত্বেরই পূজা হইয়া থাকে। এ পূজা নারীত্বের নহে, নারীর মহত্বের মধ্যে যে মাতৃত্বরূপে মহাশক্তির প্রকাশ এ পূজা তাহারই। তাই চণ্ডীতে ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"যা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।" এই শক্তির পূর্ণ বিকাশ যে আধারে আছে তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! নারী জাতি আত্মশক্তি লাভে সমর্থ হইতে পারে কি?**

উত্তর ঃ—যে নারী ব্রহ্মবাদিনী ও সাধনরতা তিনি কেন আত্মলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন না? যাহার আত্মা আছে তিনি তাহা লাভের জন্য সচেষ্ট হইলেই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। সৃষ্টির বিচিত্রতা হেতু যন্ত্র ভেদে প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন। ইহা ব্যতীত উভয়েরই আত্মা এক এবং আত্মধর্ম্মও সমান। এই জাতিভেদে দেহবুদ্ধিও ভিন্ন প্রকার হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য সাধন বলে দেহ বুদ্ধির অতীত হইতে পারিলেই আত্মপ্রকাশ হইবে। দেহ বুদ্ধিই আত্মলাভের অন্তরায়। এ অন্তরায় থাকা পর্য্যন্ত নারী কি পুরুষ কাহারই আত্মজ্ঞান হইতে পারে না। এই অন্তরায় স্বরূপ ভেদবুদ্ধি অপসারিত হইলে তবেই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পরমার্থ রাজ্যে নারী পুরুষ বলিয়া কোন ভেদ নাই; সংস্কারই ভেদবুদ্ধি জন্মায়। এই সংস্কার ত্যাগই সাধনা। সাধনা দ্বারা সর্বসংস্কারবিমুক্ত হইয়া এক আত্মায় স্থির হইতে পারিলেই আত্মলাভ হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসে অধিকার আছে কি?**

উত্তর ঃ—ব্রহ্মবাদিনী নারীদিগের কেন সন্ন্যাসে অধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



থাকিবে না? যাঁহার বিবেক জ্ঞান দ্বারা এ জাগতিক সংস্কার সকল নাশ হইয়া অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়াছে তাঁহারই সন্ন্যাসে অধিকার আছে। পরাশর সংহিতায় যখন ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিন্ধন (যজ্ঞ) ও ভিক্ষাদির ব্যবস্থা আছে তখন বুঝিতে হইবে সন্ন্যাসেও স্ত্রীলোকের অধিকার আছে।

যখন আত্মজ্ঞান লাভে এ প্রপঞ্চময় জগৎ অলিক স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইয়া অদ্বয় পরমব্রহ্মই জীবনের পুরুষার্থ জ্ঞান হয় তখন বাহ্য কোন অনুষ্ঠানের জন্য অবস্থা ঠেকিয়া থাকিতে পারে না, তবে কিনা অবস্থা ও ধর্ম্মপন্থা অনুযায়ী এ সন্ন্যাস অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। ইহা নিরর্থক নহে। অভীষ্ট লাভের পক্ষে সন্ন্যাসই মুখ্য নয়, অভীষ্ট লাভই সন্ন্যাসের মুখ্য বিষয়।

ঋগ্বেদের যুগে কোন কোন নারী মন্ত্রদ্রষ্টাও ঋষি হইয়াছিলেন। যেমন অত্রির দুহিতা অপলা, কক্ষিবানের দুহিতা ঘোষা, অম্ভৃন ঋষির দুহিতা বাক্। ইহারা ব্রহ্ম-বাদিনী ছিলেন, বাক্ সুপ্রসিদ্ধ দেবী সুক্তের ঋষি। হিন্দুদিগের শক্তিপূজা এই দেবী সুক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য ঐ বিদুষীগণ আর্য্য সমাজে বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন। এই যে তখনকার দিনের আর্য্যঋষিদিগের সমাজে সম্মানিতা হওয়া ইহা কতবড় মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে পারিলে তবেই তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সম্ভব হইতে পারে! ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসে অধিকার আছে।

প্রশ্নঃ—মা! চণ্ডীতে যে শক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা আছে তাহা দ্বারা কি লাভ হয়?

উত্তরঃ—চণ্ডীতে মহাশক্তির যে সকল মহিমা বর্ণিত আছে তাহার ভাবার্থ গ্রহন করিতে পারিলে জীবের অভীষ্ট লাভ হয়। এই মহামায়ার প্রভাবেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি হইতেছে। জীবের যতপ্রকার বৃত্তি ও ভাবধারা আছে তাহা ঐ শক্তিরূপিনী মহামায়ারই খেলা। কোন এক সময় দেবাসুরের সংগ্রাম কালে এই শক্তি বিষ্ণুমায়া হইতে উৎপন্না হন। এইজন্য দেবগনের স্তুতির মধ্যে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেসু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা" বলিয়া উল্লেখ আছে; দেবগণ অসুরের তাড়নায় উৎপীড়িত হইয়া এই শক্তির আশ্রয় লইলে তিনি শত্রুর আক্রমন ভয় হইতে তাঁহাদিগকে ত্রাণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে সকল রিপুর আক্রমণ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। এই শক্তি সৃষ্টি হেতু তিন ভাগে বিভক্ত। তাঁহার যে অংশ বিষ্ণুমায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা রাজসী। স্থিতি হেতু যাহা তাহা সাত্ত্বিক। আর সংহার রূপে যাহা তাহাই তামসী। প্রাণীগণের মধ্যে যে শক্তি চেতনারূপে বর্ত্তমান আছে তাহাও গুনাদি ভেদে তিন প্রকার। জীবের সুখের কারণ সাত্ত্বিক, দুঃখের হেতু যাহা তাহা রাজস এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাহা মোহের হেতু তাহা তামস। এই মহামায়া সর্ব্বজীবের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিরূপে অবস্থিত আছেন বলিয়া এই শক্তির জাগরণে, মহামায়ার প্রসাদে সাধক সর্ব্ব ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া আত্মশক্তিতে অভীষ্ট লাভে সক্ষম হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# উদ্বুদ্ধবাণী।
## (৭)

প্রশ্ন ঃ—মা! গুণগত জাতিবিভাগ কি প্রকার?

উত্তর ঃ—মানুষের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুন অনুযায়ী প্রকৃতি হয়। এই প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে ও কর্ম্ম অনুযায়ী জাতি সৃষ্টি হইয়া থাকে। সত্ত্ব-গুনের কার্য্য প্রকাশ করা। সৎকার্য্য কর্ম্মে রত করা। আর তমোগুনের কার্য্য নিষ্ক্রিয় করা। এই তিনগুনের কার্য্য সকল সময় সমান থাকে না বলিয়া বিষয় সংসর্গ ভেদে মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এই তিনগুনের মধ্যে যখন যাহার যে গুনের প্রাবল্য হয় তখন তাহার সেইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে এবং সেই প্রকার কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকারে বর্ণ ও জাতিবিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে। সাধন ক্ষেত্রেও এই জাতি বিভাগ অনুযায়ী অধিকারী নির্ব্বাচন হইয়া থাকে।

সত্ত্বপ্রধান অবস্থায় মানুষের অন্তরাকাশ শুভ্র জ্যোতিতে পূর্ণ থাকে; তাহাতে বিশ্বের সব কিছুই প্রকাশ পায়। এই বিশ্ব প্রকাশক শক্তিই ব্রাহ্মণ বর্ণ। রজঃ প্রধান অবস্থায় অন্তর আকাশ তেজে পূর্ণ ও লাল আভায় রঞ্জিত হয়। এ অবস্থায় যাহা কিছু প্রতিফলিত হয় তাহা চাঞ্চল্যময়। এই অবস্থাই ক্ষত্রিয় বর্ণ। রজস্তমগুন মিশ্রিত অবস্থায় অন্তরাকাশ লালকালো আভায় রঞ্জিত হয়। এ অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কোন বিম্বই লক্ষ্য হয় না এবং যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহাও আবছায়া ও চাঞ্চল্য পূর্ণ। ইহা বৈশ্য বর্ণ। তমোপ্রধান অবস্থায় অন্তরাকাশ গাঢ় অন্ধকার পূর্ণ বলিয়া তাহাতে কিছুই প্রকাশ পায় না। এই অবস্থাই শূদ্রবর্ণ।

সাধন ক্ষেত্রে সাধকের প্রথম অবস্থাই শূদ্রবর্ণ। এ কারণে এ অবস্থায় শারীরিক তপস্যা, সেবা, পরিচর্য্যাদিই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম অনুসারে বাহ্য কর্ম্মাদি ব্যতীত এ অবস্থায় আভ্যন্তরীন কোন বিষয়ই ধারণায় আসে না। সাধন করিতে করিতে অন্ধকার কমিয়া জড়তা নষ্ট হয়, চাঞ্চল্যভাব যায় না অথচ শক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্তরে একটা সচ্ছন্দতা আসিতে থাকে ইহাই সাধনার বৈশ্যাবস্থা। যে অবস্থায় শ্বাস সূক্ষ্ম হইয়া রক্তিম উজ্জ্বল জ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া দেহে ও মনে তেজের সঞ্চার হইতে থাকে এবং ইহাদ্বারা সাধন ক্লেশ তুচ্ছ হইয়া যায় ও প্রাণের উত্থান পতন, চক্রসমূহের বিভূতিসকল সবিশেষ রূপে আয়ত্বে আনিবার সামর্থ হয় সেই অবস্থাই ক্ষত্রিয় বর্ণ। সাধনার পরিপাকে সত্বগুণ প্রভাবে রজোগুণের চাঞ্চল্য ভাব কমিয়া তেজের সাম্য আসিলে অন্তরের লালিমা কাটিয়া উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের বিকাশ হয়। তখন দেহমন শান্ত ও উদ্বেগরহিত হইয়া প্রসন্ন হয়। সাধকের এই অবস্থাই ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই ব্রাহ্মণ বর্ণ একটি শ্রেষ্ঠতম শক্তি বিশেষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


এ ব্রাহ্মণ্য শক্তিতে উদ্বোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বজ্ঞতা লাভে সক্ষম হওয়া যায় না। মোক্ষলাভ ও ব্রহ্মানুভূতি এই সমস্ত বর্ণের অতীত।

প্রশ্ন ঃ—মা! স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে?

উত্তর—এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ অনুযায়ী চারিটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রমবিহিত ধর্ম্ম ও কর্ম্মই মানুষের স্বধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ বর্ণের তপশ্চর্য্যাই স্বধর্ম্ম, ইহা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম নহে। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধাদি দ্বারা দেশ রক্ষা করা। আর ঈশ্বরের নাম স্মরণাদি সাধারণ ধর্ম—ইহা বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেক বর্ণেরই স্বধর্ম। এই বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তাহা গুণহীন বলিয়া ফল প্রদানে সমর্থ হয় না। এইজন্য নিজ আশ্রম অনুযায়ী স্বধর্ম যদি গুণহীনও হয় তথাপি তাহা সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা উহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম নিজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ অতএব স্বধর্ম্ম সাধন দ্বারা প্রকৃতিকে নির্ম্মল করিতে যাইয়া যদি মৃত্যুও ঘটে, তাহা দ্বারা মঙ্গলই হয়। কেননা স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবার ফলে স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে। পরধর্ম্ম উত্তম হইলেও তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধতা হেতু শুভ ফল দায়ী হইতে পারে না। এইজন্য স্বধর্ম্মে মরণও শ্রেয় তথাপি পরধর্ম্মের আচরণ করিতে যাওয়া উচিত নয়। ইহাই স্বধর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**প্রশ্ন ঃ--মা! শাস্ত্রাদি লইয়া তর্কে কি লাভ হয়?**

**উত্তর ঃ**—শাস্ত্র লইয়া তর্ক যদি যুক্তিপূর্ব্বক হয়, তাহা দ্বারা শাস্ত্রবিষয় মীমাংসা হয়। আর যদি যুক্তিহীন তর্ক হয় তাহাতে ধর্ম্মহানী হয়। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ শ্রবণ, মনন দ্বারা শাস্ত্রের সারাংশ নবনী গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর তার্কিকরা তর্কের দ্বারা ইহার অসার অংশ ঘোল গ্রহণ করে। ইহারা শাস্ত্র মীমাংসা চাহে না বলিয়া তর্কের দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া থাকে এবং এই তর্কের উদ্দেশ্যই থাকে, কে কাহাকে পরাস্ত করিয়া বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইবে। যেমন গাধা চিনির বস্তা পীঠে করিয়া বেড়ায় কিন্তু চিনিতে যে মিষ্টি আছে তাহা সে জানে না তেমনি তার্কিকেরা শাস্ত্রাদি কণ্ঠস্থ করিয়া বহন করিতেছে কিন্তু তার মধ্যে যে অমৃতের সন্ধান আছে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে জানে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, মানুষ যে বিবেক বুদ্ধি লইয়া আসে বিদ্বান হইয়াও তাহা দ্বারা শাস্ত্রের ঠিক অর্থবাদ গ্রহণ করিয়া তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে না।

**প্রশ্ন ঃ—মা! অধ্যাত্ম রাজ্যে বাহ্য ঋতু সম্বন্ধীয় তুলনামূলক কোন অবস্থা আসে কি?**

**উত্তর ঃ**—সাধকের বৈরাগ্য অবস্থায় দেহ মনের যে সকল অবস্থান্তর হয়, তাহার সহিত বাহ্যঋতুর কিছুটা তুলনা হইতে পারে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের ঝড় বাতাসে বৃক্ষাদি যেরূপ আলু-থালু বেশ ধারণ করে, সেইরূপ সাধকের ঐ অবস্থায় মনোবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্থির না হওয়ার জন্য যেন ছন্নছাড়া ভাব হয়। যেমন এ সময় রৌদ্রের প্রখর তাপে সব উত্তপ্ত বলিয়া অসহ্য মনে হয় তেমনি ইন্দ্রিয় নিগ্রহের জন্য তপশ্চরণে দেহ ক্লান্ত, অনুমানে অব্যক্ত বস্তুর চিন্তায় মনে নিরাশ ভাবের জন্য যে তপ্ত শ্বাস বহিতে থাকে। এ সময়কার শুষ্ক চষা জমিগুলি দেখিয়া যেরূপ মনে করা যায় না যে এই জমি আবার বৃষ্টি বর্ষণে সিক্ত হইয়া শ্যাম শস্যে শোভাধারণ করিতে পারে, সেইরূপ এ অবস্থায়ও সাধকের ভরসা আসে না যে তাহার এই শুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্রে কখনও ভগবৎ কৃপাবারি বর্ষিত হইয়া আনন্দের সঞ্চার হইতে পারে। বর্ষা আসিলে যেমন ধরণী সিক্ত হইয়া শস্যের শ্যামল শোভা ধারণ করে তেমনি সাধকের মধ্যে যখন ভগবৎ আবির্ভাব হয়, তখন গুরুর কৃপারূপ বাতাসে অস্থিরতার মধ্যে স্থিরতা, ক্লান্তির মধ্যে শান্তভাব, নিরাশার মধ্যে আশার সঞ্চার, শুষ্কতার মধ্যে সিক্তভাব, ও তাপের পরিবর্তে অন্তর শীতল হয়।

বাহ্যঋতুর সহিত অধ্যাত্মের অবস্থায় এইরূপে তুলনা হইতে পারে।

প্রশ্ন ঃ—মা! বাহ্য বর্ষা ঋতুর ন্যায় অধ্যাত্মে কোন অবস্থা আসিতে পারে কি?

উত্তর ঃ—বর্ষাকাল অধ্যাত্ম দেশে যেন অবিদ্যার রাজ্য। যেমন বর্ষার জল কাদায় পথ চলিবার পক্ষে অসুবিধা হয়, চলিতে গেলে পা কাদায় জড়াইয়া যায় ও নানা পোকাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উপদ্রবে কষ্ট উপস্থিত হয় তেমনি অধ্যাত্মেও এ অবস্থায় অবিদ্যা থাকার জন্য মায়ার চোখের জলে ও মোহের আবরণে পরমার্থ পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। এজন্য সেদিকে সহজে অগ্রসর হওয়া যায় না। সাধকের ইন্দ্রিয় সংযম না হইবার দরুণ ঐ পোকাগুলির ন্যায় ইন্দ্রিয়ের উপদ্রব হেতু মন বহির্বিষয়ে ধাবিত হইয়া সাধককে কষ্ট দেয়। এই প্রকারে বর্ষা ঋতুর সহিত অধ্যাত্মের তুলনা হইতে পারে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! বসন্ত ঋতুর ন্যায় সাধকের কোন অবস্থা আসা সম্ভব কি?**

**উত্তর ঃ**—সাধনা দ্বারা রজস্তম গুণের ক্ষয়ে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশ অবস্থাকে অধ্যাত্মে বসন্তের আবির্ভাব বলা যাইতে পারে। বসন্তকালে যেরূপ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় মানুষ উদ্বেগ রহিত হয় সেইরূপ সত্ত্বগুণ প্রকাশে সাধকের চিত্ত দ্বন্দ্বমুক্ত হইয়া শান্ত হয়। বসন্তে যেমন পক্ক পত্রগুলি ঝরিয়া নবীন পল্লবের উদ্‌গম হয় তেমনি ঐ অবস্থায় পূর্ব্ব মনোবৃত্তি তিরোহিত হইয়া সদ্‌বৃত্তির আবির্ভাব হওয়ায় বসন্তের ফুলের ন্যায় অন্তর-কুসুম ভক্তি-মধুসহ বিকশিত হইয়া উঠে। বসন্তের নির্ম্মল বায়ুর ন্যায় সংযম প্রতিষ্ঠায় সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া প্রশান্ত হয়। এই ঋতুর কোকিলের কুহুরবে সাধারণতঃ যেমন প্রিয়জনের কথা মনে করাইয়া দেয় তেমন সুষুম্নাপথ উন্মুক্ত হওয়ায় নাদধ্বনিতে সাধক ইষ্টস্মরণে নিমগ্ন হয়। এই বাহ্য জগতের বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্য্য কালে হরণ করে বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। আর অধ্যাত্মের বসন্ত-আবির্ভাব চিরন্তনী; ইহার কখনও নাশ হয় না বরং নিত্যই নব উদ্দীপনায় সাধককে পরমার্থভাবে বিভোর করিয়া রাখে।

এই প্রকারে বসন্ত ঋতুর ন্যায় সাধকের অবস্থা আসে।

প্রশ্ন ঃ—মা! দৈব ও পুরুষকারের কার্য্য কি রূপ?

উত্তর ঃ—ভগবৎ শক্তিই দৈব ও জীবশক্তি পুরুষকার। জগতে যত কিছু কর্ম্ম তাহা এই দৈব ও পুরুষকারের মিলন দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে; প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে এই দুইটির সংযোগ হইলে তবেই কর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হয়। মানুষ তাহার নিজ শক্তির দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদনের চেষ্টা করে তাহার ফলাফল নির্ভর করে দৈবশক্তির উপর। ইহা ব্যতীত জীবশক্তির দ্বারা কোন কর্ম্মই ফল প্রদানে সমর্থ হয় না।

যেমন কোন শস্য উৎপাদন করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন জল বা বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে মাটি নরম হইলে তবেই জমি চাষ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করা সম্ভব হয়। এই কার্য্যের মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণ দৈবশক্তির কার্য্য, আর জমি চাষ করিয়া বীজ বপন, ইহা জীবের পুরুষকারের কার্য্য। বীজ অঙ্কুরিত হইলে জমির আগাছা পরিষ্কার করিয়া রাখা এবং শস্য পরিপক্ক হইলে তাহা ঘরে তুলিয়া খাদ্য উপযোগী করা—এ সমস্তই পুরুষকারের কার্য্য। এই প্রকারে দৈবশক্তি ও পুরুষকারের সংযোগে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ভগবৎ শক্তিই দৈবরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই জড় বিজ্ঞান দ্বারা মানুষ যদিও বহির্জ্জগতের সুখ সুবিধা পাইয়াছে কিন্তু ইহার দ্বারা মনের তৃপ্তি বা শান্তি পাইয়াছে কি ? যদি তাহা সম্ভব হইত তবে মুনি ঋষিগণ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মের সন্ধানে পর্বতের গুহা গহ্বরে জীবন অতি-বাহিত করিয়া দিতেন না। এই অধ্যাত্মতত্ত্বের বিজ্ঞান প্রবাহ তাঁহাদের অন্তরে সমুদ্রের ন্যায় যুগযুগ ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়া মানবতার রূপের অনন্ত তরঙ্গ বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাকালের প্রভাবে মানবতার এই যাত্রার যে কোথায় শেষ তাহা কে বলিতে পারে ! সে গতির যেন আর বিরাম নাই !!

এই যাত্রাপথের সুখ দুঃখ অনুভূতি লইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধিৎসা হইতে বিজ্ঞান জন্ম লাভ করিয়া এবং এই যাত্রায় অন্তরের প্রেরণা ও শক্তি অর্জ্জনের প্রচেষ্টায় দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে মানব সভ্যতা।

ধর্ম্মরাজ্যে তপস্যা প্রভাবে যখন অধ্যাত্মে ঘনীভূত অন্ধকার মথিত করিয়া একটি আলোক ছটা উঠে তাহার অফুরন্ত প্রবাহ যুগযুগান্তর ধরিয়া কোন মহা সত্যের অবদানে প্রতি যুগেই মানব সভ্যতার তরঙ্গে এক এক ভাবময় মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, তখন মানুষ নূতন উদ্দীপনায় মহোল্লাসে মানবতার জয়ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কালপ্রভাবে এ আলোক স্তিমিত হইলে আবার পথের সন্ধান লইয়া উঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নানা সমস্যা। এই সমস্যার প্রতিক্রিয়া সমাজকে তোলপাড় করিয়া তোলে। সমস্যার সমাধানে, অন্ধকার তরল হইলে পুনরায় মানবতার নব সভ্যতার আলোক দেখা দেয়। তথাপি সেই "আদিম প্রশ্ন" থাকিয়া যায়—কোথায় এই মানব মনের যাত্রা! এক একটি সভ্যতার উত্থান কালে যে মহাসত্যের আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই মানুষ বিশ্বে ঘোষণা করিয়া যায়—আমি পাইয়াছি তাঁর সন্ধান!! এই অবিরাম চলার পথে ভাব ও অভাবের সংঘাতে চেতনা আসিলে একদিন মানুষের মনে নূতন ভাবে নিশ্চয় সাড়া জাগিবে যে, কেবল ভোগের উপায় ও উপকরণ বৃদ্ধি দ্বারাই প্রকৃত শান্তি বা তৃপ্তি পাওয়া যাইতে পারে না!!

**প্রশ্ন ঃ—মা! জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রভেদ কি?**

**উত্তর ঃ**—জ্ঞানের দ্বারা মানুষ নিজের অবস্থা অনুভব করিতে পারে, আর বিজ্ঞান সাহায্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার উপায় নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। যেমন সংসার দুঃখময়, এই যে বোধ, ইহা জ্ঞানের কার্য্য। আর এই দুঃখের হাত হইতে কিরূপে নিস্তার পাওয়া যায়, ইহার যে উপায় ইহাই বিজ্ঞান। তপস্যায় যে সকল যোগের ক্রিয়া প্রণালী আছে তাহা সমস্তই তত্ত্ববিজ্ঞান। এই তত্ত্ববিজ্ঞান সাহায্যেই জ্ঞানের স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়। আবার জ্ঞান ব্যতীত এই স্বচ্ছ অবস্থা অনুভব করা যায় না। এইজন্য সকল কার্য্যের মধ্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রকৃতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জীবের পুরুষকার স্থলে সংযোগ দ্বারা এই বিশ্ব সংসারকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। দৈব ও পুরুষকার এ দুইটিই শক্তির খেলা; ইহাদের যেন অনেকটা পুরুষ-প্রকৃতির ন্যায় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। পুরুষকার প্রকৃতির ন্যায়, আর দৈব পুরুষের মত বলবান। এ শক্তি সূক্ষ্ম বলিয়া অন্তরাল হইতে ইহার কার্য্য দৈবরূপে স্থূলে প্রকাশ পায়। আর জীবশক্তি ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে যে কোন কার্য্যে পুরুষকার নিয়োগ করিতে পারে। দৈবশক্তি পুরুষকারের অতীত বলিয়া তাহাতে কাহারও হাত নাই।

বিশ্ব সৃষ্টির মূলে দুইটি শক্তির ধারা আছে; একটি নিষ্ক্রিয়, অপরটি সক্রিয়। নিষ্ক্রিয়ের প্রকাশ দৈবের দ্বারা হয়। আর ক্রিয়াশক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া জীবের অন্তঃস্থলে কর্ম্মের প্রেরণা যোগান। জীবের যেরূপ পূর্ব্বকৃত ফল সঞ্চিত থাকে তাহার সেইরূপ কর্ম্ম করিবার প্রেরণা যোগাইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে সেই নিষ্ক্রিয় শক্তি সম্পূর্ণ অকর্ত্তা। এই শক্তি অনাদি। জাগরণে তিনি দৈব ও পুরুষকার সহ বিশ্বমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হন এবং বিশ্রাম অবস্থায় ক্রিয়াশক্তিকে তাঁহার নিজের মধ্যে সম্বরণ করিয়া অব্যক্ত থাকেন।

## ( ৮ )

প্রশ্ন ঃ—মা! এই বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম্মের স্থান কোথায়?

উত্তর ঃ—এই আধুনিক সভ্যতা যে বিজ্ঞানেরই দান একথা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্ম্ম বহু প্রকার এবং এই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল বিজ্ঞানের সাহায্যে সকল কার্য্য সাধন করা যায় না। অবশ্য এমন একদিন ছিল যখন প্রকৃতির প্রতিকূল আচরণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষের সাধনার অন্ত ছিল না। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বৃত্তি সংযম ত্যাগ করিয়া কৃষি, শিল্প গ্রহণ করিয়াছে এবং তরুকোটর ও পর্ব্বত গহ্বর ছাড়িয়া নগরাদি গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের এই জয় যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া অল্পকালের মধ্যেই এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে তাহা দ্বারা মানব সভ্যতার বাহিরের আকৃতি এবং অন্তরের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান আজ এতটা সুদূর প্রসারী হইয়াছে যে, বেতার সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে; টেলিগ্রাফের তারে, বেতারের গানে, চলচ্চিত্রের দৃশ্যে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা হইতেছে। এখন আর সময়ের গতি দুর্ব্বার নাই এবং দূরত্বও অপরাজেয় নাই। বিজ্ঞানের কল্যানে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্যাধি নিরাময়ের জন্য রঞ্জন রশ্মি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া মানুষকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে যে সকল মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা আপন সৃষ্টি আপন হাতে ধ্বংস না হইলে হয়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভুলবশতঃ ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও ধর্ম্ম কখনও কাহাকে ত্যাগ করে না। এই ধর্ম্মই জীবের ইহপরকালের সাথী। তারপর কাহার কখন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে কে বলিতে পারে? তাই সর্ব্বদা নিজের মৃত্যু চিন্তা এবং সংসারের প্রতি অনিত্যভাব পোষণের দ্বারা ভগবৎজ্ঞান জাগরণের চেষ্টা করিতে হইবে; নচেৎ সংসার অনিত্য—এ চিন্তা সহজে আসিবে না। এই ভাব না আসিলে সামান্য দুঃখ কষ্টেই অধৈর্য্য হইতে হয়। ফলে চিত্তবিক্ষোভ দরুণ ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ—মা! ধর্ম্ম জগতে এত পন্থার কি কারণ?

উত্তর ঃ—মানুষের রুচিভেদে বহু পন্থার উদ্ভাবন হইয়াছে। সকলের ক্ষুধা একপ্রকার হইতে পারে, কিন্তু রুচি একপ্রকার নয় বলিয়া খাদ্যদ্রব্য যেরূপ নানাপ্রকার হয়, তেমনি ধর্ম্মজগতে সকলের লক্ষ্যবস্তু এক হইতে পারে কিন্তু রুচি অনুসারে অধিকারী বিশেষে সাধন পন্থা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। ধর্ম্মজগতে যত বিভিন্ন প্রকার পন্থাই থাকুক না কেন বস্তুপ্রাপ্তির 'আনন্দ' সকলেরই সমান!

জ্ঞানীরা জীবত্বকে ব্রহ্মসত্ত্বায় বিলীন করিয়া 'আনন্দ'-সাগরে ডুবিয়া থাকেন। আর ভক্তরা ভগবৎময় আনন্দসাগরে সাঁতার কাটেন। এক সৎ চিৎ আনন্দই সকলের লক্ষ্য; তবে ইহাতে কেহ ডুবিয়া যায়, আর কেহ বা না ডুবিয়া ইহাতে ভাসিয়া বেড়ান আস্বাদ গ্রহনের জন্য। ইহাই বহুপন্থার কারণ।

প্রশ্নঃ—মা! মনের স্থিরতা লাভের উপায় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উত্তর ঃ—মনের স্থিরতা লাভের উপায় নিত্য নিয়মিত সময়ে সাধন অভ্যাস। যাঁহারা জন্মগত বৈরাগ্য লইয়া আসেন, তাঁহাদের অল্প চেষ্টাতেই বহুফল লাভ হয়। যাহাদের সে ভাব নাই বা লইয়া আসেন নাই, তাহাদের মনের স্থিরতা সাধন অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যে যত মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিবে তাহার তত শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সাধক যদি সর্ব্বদা অন্তর লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারে তবে উহার দ্বারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে সহজে মন স্থির হইয়া থাকে। অভীষ্ট লাভের জন্য যাহার যত শক্তি আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। দেহ, মন, প্রাণ ঢালিয়া সাধন করিলে তবেই সহজে মনস্থির হয়। সাধন অভ্যাসের সময় সাধনাই ঈশ্বর এই জ্ঞান করিয়া সাধনে যত্নবান হইতে হয়। এই যত্ন দ্বারাই মন স্থির হয় এবং সাধকের সাধনবৃক্ষে সুফল ফলে।

**প্রশ্ন ঃ—মা ! অসংযত জীবনকে সংযত করিবার উপায় কি ?**

উত্তর ঃ—অসংযত জীবন সংযম দ্বারাই সংযত হয়। মনের চঞ্চলতাই ইহার প্রধান কারণ; মনকে স্থির করিতে পারিলে অসংযতভাব সহজেই সংযত হইয়া আসে। একাকী একান্ত স্থানে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা মনকে সংযত করিতে হইলে। মন সংযত হইলে সহজেই একাগ্রভাব আসিবে; তখন আর তুচ্ছ বিষয় ব্যাপারে মন বিচলিত হইবে না। এই সংযত মন বা জীবনই ভগবৎ আরাধনার পক্ষে অনুকূল। প্রতিকূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


পুরুষের ন্যায় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। একটি বাদ দিয়া অপরটির পূর্ণ প্রকাশ হয় না। ইহার মধ্যে জ্ঞান সমষ্টি শক্তি, আর বিজ্ঞান ব্যষ্টি শক্তি। এই সমষ্টি শক্তি প্রভাবেই জগৎ ব্যষ্টি হইয়াছে। এই ব্যষ্টির পদার্থ শক্তি ধরিয়াই বিজ্ঞানের কাজ। জগৎটাই বিজ্ঞানময়। মেঘে মেঘে ঘর্ষনে বিদ্যুৎ, জলে জলে ঘর্ষণে বাড়বানল, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে দাবানল এবং দ্বিজাতীয় মিলনে তেজের বিকাশ—সমস্তই যেন বিদ্যুতের খেলা। এই খেলা জ্ঞানের দ্বারাই জানা যায়; বিজ্ঞান দ্বারা তাহার রহস্য উদঘাটন করা যায়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ইহাই প্রভেদ।

প্রশ্ন :—মা! কি ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিলে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হয়?

উত্তর :—সর্ব্বপ্রকার বাধাশূন্য অহেতুক ভাব লইয়া যে কাজ করা যায় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ভগবৎ উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম সাধিত হয় তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম। এই প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। আত্মপ্রসাদ লাভে হেতুবাদ শূন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। এই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইলে ভগবানের পরমভাব বিদিত হওয়া যায়। ইহার ফলে পরাভক্তির উদয় হয়, পরাভক্তির উদয়ে ভগবৎ লাভ হইয়া থাকে। সকল কর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল বিষ্ণুপ্রীতি। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া যদি এই পরম প্রীতি লাভই না হইল তবে কতকগুলি মৃতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



লাভ কি? যে কর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা মন অন্তরমুখী হইয়া ভগবৎ প্রেম ভক্তির উদয় হয় তাহাই যথার্থ ধর্ম ও তাহাই জীবনের কাম্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন :—মা! ধর্ম্ম ও আশ্রয় করিয়া যদি দুঃখই পাইতে হইল তবে সে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া লাভ কি?

উত্তর :—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহায় থাকাতেও পাণ্ডবদের দুঃখের সীমা ছিল না। যে যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথী সেই ক্ষেত্রে অন্যায় যুদ্ধে কুরুদের হাতে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু নিহত হয়—ইহা কি রহস্যময় নয়? শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে কি ইহার প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না? কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ তাহা হইলে জীবের কর্ম্মফল ভোগ শেষ হয় না। সেজন্য জীব কষ্ট পাইলেও তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। ইহলোকে দেহ ধারণ করিলেই স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ অনিবার্য্য। ইহা অন্য ভাবে প্রতিরোধ হয় না। গভীর জলনিমগ্ন হইয়া যদি প্রাণ রক্ষার উপায় না পাওয়া যায় তাহাতে যেমন জীবন সঙ্কটাপন্ন হয় তেমনি সংসাররূপ সাগরে মগ্ন হইয়া যদি কোনরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন না করা যায়, তাহা হইলে সংসার আবর্ত্তনের মধ্যে তাহার পক্ষে বাচিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম অবতার শ্রীকৃষ্ণকে সহায় করিয়াছিলেন বলিয়া কুরুদের ঘোর উৎপীড়নেও ক্ষণেকের জন্য অধৈর্য্য হন নাই। একবার ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া মানুষ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রশ্ন ঃ—মা! সাধুর বেশ ধারণ করিয়াও প্রকৃত শান্তি পাইতেছিনা কেন?

উত্তর ঃ—সাধুর বেশ ধারণ করিলেই শান্তি মিলে না। সাধুর যাহা কর্ত্তব্য কাজ তাহা ঠিকভাবে সাধিত হইলে তবেই শান্তি পাওয়া যায়। সাধু হইতে হইলে তাঁহার যে সকল সদ্‌গুণ গ্রহণ ও অসৎগুণ বর্জন করা উচিত তাহা ঠিকভাবে না করা হইলে সাধুর সৎলক্ষ্য স্থির হয় না ও তাহা না হওয়ার জন্য শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আসে। সৎগুণে ভূষিত না হইয়া বাহিরের অনুষ্ঠানের আবরণে ভূষিত হইলে তাহা দ্বারা শান্তি মিলে না। এই যে বেশভূষা ইহা বাহিরের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য হইলেও ইহার একটা মূল্য আছে। এই সাধুবেশ ধারণের মূল্যও অমূল্য। সাধু সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে তাঁহার কোন মহত্ত্বই থাকে না। তাঁহার বেশ অনুরূপ ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব থাকা আবশ্যক। বেশ ভূষায় যদি বস্তু লাভ হইত তবে বস্ত্রব্যবসায়ীরা বহুপূর্ব্বেই সাধু হইয়া যাইত।

প্রত্যেক পন্থা অবলম্বনেরই একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে; সেই লক্ষ্য ধরিয়াই পন্থার অগ্রসর হইতে হয়। যিনি সাধু হইবেন তপঃবলে এই মহান্ উদ্দেশ্য সর্ব্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখিতে পারিলে তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য ঠিক থাকে, নতুবা সব গোলমাল হইয়া যায়। এরূপ তপস্যায় নিমগ্ন হইতে হইবে যাহাতে জগতের সকল জিনিষ তুচ্ছ বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভুলিয়া থাকা যাইবে এবং একমাত্র ঈশ্বরই জীবনের লক্ষ্য হইবে। ইহার ফলে আপনা হইতেই শান্তি আসিবে।

প্রশ্ন ঃ--মা! অনেকদিন সাধন করিলাম, কিন্তু বস্তুর সন্ধান পাই না কেন?

উত্তর ঃ—সাধন বহুদিন করিলে কি হইবে? সে কেন্দ্রস্থলে মন কেন্দ্রীভূত হইলে বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই হয়ত স্থির হয় নাই! যদিও অনুমানে শাস্ত্র অনুসারে সাধন করিতে হয় তথাপি সাধন বলেই একদিন শাস্ত্র প্রত্যক্ষ হয়। মন নিবিষ্ট করিয়া সর্ব্বাবস্থায় তৈলধারার ন্যায় অভীষ্ট বিষয়ে লগ্ন থাকিতে হয়, তবেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। ভগবৎ ভক্তিতে যদি অন্তর রসাল না হয়, সে সাধন শুষ্ক আখের ছিব্‌ড়ার ন্যায়। যতদিন কায়, মন ও বাক্যে তাঁর জন্য ব্যাকুলতা না আসে ততদিন জীবনান্ত করিয়া সাধনায় লাগিয়া থাকিতে হয়। সর্ব্বদা অন্তর লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে যে সত্যিই ভগবানকে চাহিতেছি কিনা। যদি দেখা যায় ইহার বিপরীত দিকে মন যাইতেছে তবে কঠোর তপস্যা দ্বারা দ্বিগুন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে মনকে সেই দিক হইতে অভীষ্ট বিষয়ে লগ্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টার ফলে মন অভীষ্ট স্থলে কেন্দ্রীভূত হইলে নিশ্চয়ই তাঁর সাড়া অনুভব হইবে। যাহাদের স্বভাবগত ভগবানের প্রতি ভাব বা ভক্তি না থাকে, তাহাদের কঠোর তপস্যা ব্যতীত অন্তরে ভগবৎ বিষয়ের সাড়া জাগে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মনের অবস্থায় যদি কেহ লক্ষ বৎসরও আরাধনা করে তথাপি তাহার আরাধ্য লাভ হয় না। এমন একটি সরলভাব লইয়া ভগবৎ আরাধনা করিতে হয়, যাহাতে তাঁহার স্মরণে হৃদয়-কুসুম বিকশিত হইয়া উঠে। সেই কুসুমে আরাধ্যকে আরোপ করিয়া প্রাণ দিয়া পূজা করিতে হইবে। মানুষের প্রাণ যতটা কথার বাধ্য, মন ততটা নয়। তাই প্রাণ দিলে মন সেখানে আপনা হইতে যাইতে বাধ্য হয়। এই প্রকার চেষ্টার দ্বারা অসংযত জীবন সংযত হয়।

**প্রশ্ন :—মা! মন কেন সর্ব্বদা উদাসীন, কি যে চাই বলিতে পারি না—ইহার কারণ কি ?**

**উত্তর :**—জীবের যখন হৃদয়পদ্ম বিকশিত হয় তখন সেই সৌরভে অলক্ষ্যেও মন উদাসীন হইয়া থাকে। তখন অন্তরস্থিতি ব্যতীত জাগতিক কোন কিছুই মন চাহে না। হৃদিপদ্ম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিবেক বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্য মনের যে ভগবৎতৃষ্ণা তাহা পরিজনবর্গ দ্বারা নিবারণ হয় না। এরূপ অবস্থায় সাধনায় ত্রুটী থাকে বলিয়া, অজ্ঞানতা বশতঃ কি যে চাহিতেছি তাহা জানা যায় না। সাধন বলে হৃদয়পদ্মে মনের স্থিতি লাভ হইলে তখন জানিতে পারা যায় মন কি জন্য কাহার উদ্দেশ্যে উদাসীন হইয়াছিল। যেমন হরিণের নাভিমূলে কস্তুরী জন্মিলে সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া কস্তুরীর গন্ধ অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়ায়, তেমনি সাধকের হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইলে সেই অব্যক্ত বস্তুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অন্বেষণে উদাসীন হইয়া বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। এই অবস্থায় সাধু কিম্বা সদ্‌গুরুর কৃপা একান্ত প্রয়োজন। গুরুর নির্দ্দেশানুসারে চলিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে এতদিন কেন বা কি জন্য উদাসীন ছিলাম। ইহা বুঝিতে পারিলেই এ সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ—মা! মনে সংকল্পের কি শেষ হয় না?

উত্তর ঃ—মনের যতদিন বিকার অবস্থা থাকে ততদিন সংকল্প বিকল্পের শেষ হয় না। মন নির্ব্বিকার হইলে চিত্ত স্থির অবস্থায় আসে; এই স্থিরতা আসিলে আর মনে সংকল্পের উদয় হয় না। নতুবা সহজে সংকল্পের শেষ হয় না। এই সংকল্প নাশের জন্য সাধনা তীব্র হওয়া চাই। সাধন বলে মনের বিকার যত দূর হইবে ততই চিত্তবৃত্তি নাশ হইতে থাকিবে। চিত্তের নিরোধ দ্বারাই সংকল্প রহিত হওয়া যায়। শত কর্ম্মের মধ্যেও সাধনার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। আশ্রমাদিতেই হউক অথবা গৃহে থাকিয়াই হউক, সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে কোথাও সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। সাধনায় অগ্রসর না হইতে পারিলে অভীষ্ট লাভেও বিলম্ব হইয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া জলে নামা হউক, অথবা কেহ জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিক্, কাপড় যেমন তাহাতে ভিজিবেই, তেমনি সাধন অনুরাগ বশতঃই হোক অথবা গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারেই হোক, উহা করিলে কিছুনা কিছু ফল পাওয়া যাইবেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রশ্ন ঃ—মা! আশ্রমাদিতে থাকিয়া যে ভাবে কর্ম্ম করা হয় সেইভাবে সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিলে কি চিত্তশুদ্ধি হয় না ?

উত্তর ঃ—সন্ন্যাস আর সংসার আশ্রম, এ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। সংসারের যে সকল কর্ম্ম তাহা মায়া ও আসক্তি বশতঃ করা হয়, তাই সে কর্মে বন্ধনে পতিত হইতে হয়। এই কর্মবন্ধনে পতিত হইয়া সাধক দুঃখ পায় এবং অবশেষে বিক্ষুব্ধ অন্তরে তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। আর সন্ন্যাস আশ্রমের, কর্ম্ম সমস্তই ঈশ্বর উদ্দেশ্যে সাধিত হয় বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ নিষ্কাম। এই নিষ্কাম কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। উন্নত বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কামনাময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই মুক্ত জীবন লাভের আসাতেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম করা যায় তাহা দ্বারা বন্ধন ঘটে না বরং সমস্ত কর্ম্মের ফল ঈশ্বর উদ্দেশ্য সমর্পিত হয় বলিয়া শুভাশুভ কোন কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। যেমন কাঁটার দ্বারা কাঁটা তোলা হয় তেমনি ঈশ্বরার্থে যে কর্ম করা হয় তাহা দ্বারা বদ্ধমূল কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন ঃ—মা! জীবের সেবার দ্বারা কি লাভ হয় ?

উত্তর ঃ—জীব সেবার দ্বারা ভগবান প্রসন্ন হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নিঃস্বার্থ ভাবে জীবের সেবা করিতে পারিলে তাহাদ্বারা সেবকের চিত্তশুদ্ধি আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। সেবা দ্বারা জীবের অন্তরে অন্তর্যামী থাকিয়া প্রসন্নতার দ্বারা তাহার আভাস জানাইয়া দেন। ইহাতে সেবকের অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার হয়। এই সেবাকার্য্যের দ্বারা যত সহজে তৃপ্তি পাওয়া যায় অন্য কর্ম অনুষ্ঠানে তত সহজে পাওয়া যায় না।

কোন একব্যক্তি বৎস সহ গাভী ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিল কিন্তু বৎসটি পিছনে থাকার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই গাভী লইয়া অগ্রসর হইতে পারিল না ও এজন্য বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। এক সাধু ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ওহে পথিক, তুমি বৎসটি কোলে লইয়া আগে চলিতে থাক, বৎস অনুসরণই করিয়া গাভীও আপনিই তোমার সঙ্গে যাইবে। সাধুর কথা মত পথিক সেইভাবে বৎস লইয়া গমন করিলে, গাভীও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। পথিক অনায়াসে বৎস সহ গাভী লইয়া বাড়ী ফিরিল।

এখানে বৎস যেন জীব আর গাভী যেন ঈশ্বর স্বরূপ। জীবের সেবা অবলম্বন করিয়া চলিলে ঈশ্বর তাহার সঙ্গে থাকেন।

০

**প্রশ্ন ঃ—মা! এই যে দান করা ইহার ফলে কি লাভ হয়? এ সম্বন্ধে পাত্রবিচারের আবশ্যক আছে কি?**

**উত্তর ঃ**—কোন ব্যক্তি প্রার্থী হইয়া দ্বারে উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই সাড়া জাগাইবার জন্য তাহাকে আজীবন পণ করিয়া সাধনায় দৃঢ়ব্রতী হইতে হয়।

বাংলাদেশে এক প্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারী করা হয়। প্রথমে কলাইএর ডালগুলিকে ভিজিতে দেওয়া হয়। যখন সেগুলি ভিজিয়া বেশ বড় হয় তখন তাহাকে শিলে পিষিয়া নির্ম্মল করা হয়। তারপর ফেনাইয়া, উহা ছোট ছোট গোলাকার করিয়া তৈলে বেশ লাল করিয়া ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিয়া রসাল করা হয়। ইহাকে 'রসবড়া' বলা হয়।

আপনার যাহা সাধনার অবস্থা, তাহা যেন অনেকটা এই রসবড়ার ন্যায়।

বর্ত্তমানে যে ভাবে সাধন করা হইতেছে ইহা দ্বারা আপনার কাঁচা 'আমিত্ব' সবেমাত্র ভিজিয়া বড় হইতেছে। ইহাকে সাধনার ক্রিয়াকর্ম্মের পেষণে নির্ম্মল করিতে হইবে। নির্ম্মল করার ফলে কাঁচা আমিত্বভাব চূর্ণ হইয়া দীনতায় ছোট হইলে বৈরাগ্যরূপ তপ্ত হইলে ভাজা হইয়া রজোগুন তীব্রতায় লাল হইলে তখন সত্ত্বগুণ রূপ চিনির রসে ভিজিয়া রসাল হইবে। এইরূপ ভগবান যাহাকে ধরেন তাহাকে উপযুক্তভাবে তৈয়ারী না করিয়া গ্রহণ করেন না। আপনাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়াই বোধ হয় সহজে ছাড়িতেছেন না। সেজন্য বহুকাল তপস্যায় সাড়া না পাইয়াও, তাঁহাকে পাইবার আশা ছাড়িতে পারেন নাই। ইহা কোন পার্থিব বস্তু নয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যে চেষ্টা করিলেই পাওয়া যাইবে। এই পরম বস্তু পাইতে হইলে দেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিতে হয়। এবং সর্ব্বদা স্মরণ মননে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে তবেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রশ্ন :—মা! মানুষের সকল বাসনা পূর্ণ হয় না কেন?

উত্তর :—চৈতন্যচরিতামৃতে একটি পদ আছে—

"আত্মইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে,
কৃষ্ণ ইচ্ছা যাহা, সেই ফল ধরে।"

মানুষ নিজের ইচ্ছায় অনেক কিছুই বাসনা করিতে পারে কিন্তু যাহা ভগবৎ ইচ্ছা তাহাই হইবে। জীবের পূর্ব্বকৃত যাহা কিছু সঞ্চিত ফল থাকে, ইহজন্মে তদনুযায়ী বাসনার উদয় হয়। এই বাসনার মধ্যে দুইটি কর্ম্ম সংস্কার নিহিত থাকে। গত জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল এবং যে সকল কর্ম্ম-গুলির ভোগ হইয়া গিয়াছে, তাহার সংস্কারে ছাপ। এই দুই প্রকার সংস্কার মিলিত হইয়া বাসনার উদয় হয়। ইহার মধ্যে যে কর্ম্মের ফল সঞ্চিত থাকে সেইগুলির ফলস্বরূপ বাসনা পূর্ণ হয়। আর যেগুলির ভোগ করা হইয়াছে সেগুলি পূর্ণ হয় না। এই কারণেই সকল বাসনা পূর্ণ হয় না। চিত্তশুদ্ধি ও অন্তরদৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল জানিতে পারা যায় না। সাধক ইহা জানিতে পারিয়া অপূর্ণ বাসনার জন্য আর অপেক্ষা করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইলে গৃহস্থের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য যথাসম্ভব তাহাকে দান করা। ইহার উপর 'দানভাণ্ডার' খুলিলে এ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। দানের পাত্র যে কেহই হউক না কেন দাতার দানের ফল কখনও ব্যর্থ হয়না। কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া লোকের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে দান করা উচিত। দান করিতে হইলে দানের পরিমাণের উপর নয়, পরন্তু দানের বৃত্তির উপরই তার মর্য্যাদা নির্ভর করে। যদি কোথাও দেখা যায় দান গ্রহণ করিয়া সেই অর্থের দ্বারা কেহ কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছে, সে স্থানে বিচার পূর্ব্বক দান করাই কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত সাধারণ দানে পাত্র বিচার আবশ্যক হয় না।

বিনয় শ্রদ্ধাসহকারে সাত্ত্বিক ভাবে দান করা হইলে তাহার ফলে দাতা স্বর্গে নির্জ্জালা সুখ ভোগ করেন। দম্ভ, অহঙ্কার ও বিরক্তভাবে রাজসিক দানের ফল দুঃখমিশ্রিত সুখ। তামসিক ভাবে তাচ্ছিলের সহিত খারাপ দ্রব্য দান করা হইলে তাহার ফল দুঃখপ্রদ হয়। সাত্ত্বিকভাবে ব্রাহ্মণকে দান করা হইলে দশগুণ ফল হয় ও দরিদ্রকে দানের ফলে চতুর্গুণ পুণ্য ফল লাভ হয়। আর সন্ন্যাসীকে দান করিলে তাহার ফল লক্ষগুণ হয়। ইহার কারণ তাঁহাদের যে সকল দ্রব্য দান করা হয়, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাঁহারা উহা ব্রহ্মে অর্পণ না করিয়া গ্রহণ করেন না। ইহাতে দাতার পরমার্থ উপকার হয়। পরমার্থ উপকার অর্থে পরম গতি লাভ হইয়া থাকে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**প্রশ্ন ঃ—মা! ঈশ্বরার্থে নিষ্কাম কর্ম্ম কি ভাবে সাধিত হয় এবং তাহার কি ফল হয়**

**উত্তর ঃ**—ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই নিষ্কাম হয়। কোন স্বার্থের ইচ্ছা না রাখিয়া যশ, মান ও কামনা বর্জ্জিত হইয়া ভগবৎ উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান তাহাই নিষ্কাম। প্রথমে ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হয়। ইহার ফলে ভক্তি প্রগাঢ়তায় ঈশ্বরার্থেই কর্ম্ম সাধিত হয়। এই নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞান-নিষ্ঠা, জ্ঞান নিষ্ঠায় জ্ঞানপ্রাপ্তি ও জ্ঞান প্রাপ্তিতে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

যেমন ধানের আদর চাউলের জন্য; ধান হইতে চাউল বাহির হইয়া গেলে তুঁষ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তেমনি কর্ম্মের আদর চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্তশুদ্ধিতে জ্ঞানপ্রাপ্তি হইলেই বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ হয়, তখন আর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই।

**প্রশ্ন ঃ—মা! জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এ তিনটির মধ্যে প্রভেদ কি?**

**উত্তর ঃ**—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—ইহারা একই শক্তির অংশ, তবে কিনা কার্য্য কারণ ভেদে বিভিন্ন অংশ উক্ত তিন রূপে প্রকাশ পায়। যেমন কোন দেবমন্দিরে গমন করিয়া দেবঅর্চ্চনা করিতে হইলে প্রথমে পূজার উপচার সংগ্রহ পূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, এইটি কর্ম্মের অংশ। মন্দিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রবেশ করিয়া বিগ্রহ দর্শন পূর্ব্বক উহা 'শিব' কি 'বিষ্ণু' নির্ণয় করা জ্ঞানের অংশ। তারপর দেবতায় আত্মসমর্পন পূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম এটি ভক্তির অংশ। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ব্যতীত যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান কখনও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

**প্রশ্ন ঃ—মা! কর্ম্মের সংস্কার ত্যাগ করিবার উপায় কি?**

**উত্তর ঃ**—কর্ম্মসংস্কার ত্যাগের সহজ উপায়—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মসম্পাদন হইয়া গেলে, কর্ম্মের সংস্কারকে মলমূত্রাদি ত্যাগের ন্যায় মন হইতে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মলাদি ত্যাগ করা হইয়া গেলে তাহা যেরূপ মনে রাখিবার প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে কর্ম্ম সংস্কারও ত্যাগ করিয়া ফেলিতে হয়। যখন যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা অতি যত্নে সম্পাদন করা উচিত। যদি যত্নেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে বুঝিতে হইবে নিশ্চয়ই কর্ম্ম সম্পাদনের মধ্যে কোন ভুল বা ত্রুটি আছে। এইরূপ ত্রুটি পুনরায় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সতর্ক হইতে হইবে। তবেই কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবে। কর্ম্মে যদি মনযোগ থাকে তাহাতে সহজে ত্রুটি থাকে না, মনোযোগের অভাবেই ভুলত্রুটি হয়।

কর্ম্মের মধ্যে যতটা পুরুষকার প্রয়োগের প্রয়োজন তাহাতে ত্রুটী রাখিতে নাই। এ জগৎ সংসার ভগবানের এবং এই কর্ম্মশক্তি ও প্রেরণা তাঁহারই দান, ইহা মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে এইরূপ কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মসংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইতে থাকিবে। এই কর্ম্ম সংস্কারই জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। সর্ব্বাবস্থায় যদি ভগবৎপদে মনটি লগ্ন রাখিয়া কর্ম্ম করা যায়, তাহা দ্বারা সংস্কার স্থায়ী হয় না বরং ভগবৎ স্মরণেই স্থায়ী ভাবে লাগিয়া থাকার সামর্থ্য জন্মে। সংস্কার ত্যাগের ইহাই সহজ উপায়।

**প্রশ্ন ঃ—মা! কেহ যদি কিছুদিন সাধন করিয়া পরে ছাড়িয়া দেয়, তাহার কিরূপ গতি লাভ হয়?**

উত্তর ঃ—যত্নসহকারে সাধন করিয়া কেহ কর্ম্মের শৈথিল্য-বশতঃ যদি ছাড়িয়াও দেয়, তাহা হইলে যতটা কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফলেই সাধকের উত্তম গতি না হইলেও অধগতি হয় না। কোন শুভকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।

মানুষ প্রথম জীবনে যেরূপ কর্ম্ম করে, শেষ জীবনে তাহার সংস্কার বলবান হয়। মৃত্যুকালে যদি এ ভাব লইয়া সাধক দেহত্যাগ করিতে পারে তবে শুভ সংস্কার দ্বারা তাহার দিব্য গতিই লাভ হইবে। এই শুভ কর্ম্মের জন্য পরলোকে স্বর্গভোগান্তে মর্ত্ত্যে আসিয়া উচ্চ বংশে, উন্নত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মিবে। পূর্ব্বকৃত শুভকর্ম্ম অনুযায়ী ইহলোকে ভগবৎবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত অধিক যত্নবান হইতে পারে। তাহার পূর্ব্বকৃত দেহজাত অভ্যাসই তাহাকে ইহজন্মে বিষয়ে বিরাগ জন্মাইয়া মোক্ষের দিকে আকর্ষণ করিবে।

এইজন্য পূর্ব্বকৃত তপঃবল সঞ্চিত না থাকিলে কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ইহজন্মের পুরুষকার বলে অধ্যাত্মে অগ্রসর হইতে পারা যায় না।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত ফল আর ইহজন্মের পুরুষকার একত্র হইলে তবেই সাধক সাধন ক্ষেত্রে সহজে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

**প্রশ্ন ঃ—মা! দেবতারাও কি কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং ভগবান যে হৃদয়ে আছেন ইহা অনুভব করার সহজ উপায় কি?**

উত্তর ঃ—দেবতারাও কর্ম্মফল ভোগ করেন বৈ কি! যাহারা স্বর্গীয় ভাব লইয়া স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করিয়া উগ্র তপস্যার দ্বারা এই বিষয় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই আজ দেবত্ব লাভ করিয়া দেবতা হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন। এই কর্ম্মে ফলভোগ হয়ত এক কল্পকাল। এইভাবে কেহ হয়তো স্বর্গরাজ্যের রাজা ইন্দ্র হইলেন। তাঁহার এই এক কল্পকাল শেষ হইলেই তিনি তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনঃ মর্ত্ত্যবাসী হইবেন। মানব কিম্বা দেবতা কাহারই কর্ম্মফলের ভোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। কর্ম্মগুনে মানুষই দেবতা হন। আবার কর্ম্মফল ভোগ অন্তে দেবতাও মানুষ হইয়া জন্মায়। এই জন্য দেবতারাও মানুষের ন্যায় কর্ম্মাধীন।

ভগবান সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; অবিদ্যাবশতঃ আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তপস্যা প্রভাবে এই অবিদ্যা অপসারিত হইলে বিদ্যার প্রকাশে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হওয়া যায়। স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রনিধান ইহা অনুভবের সহজ উপায়।

**প্রশ্ন ঃ—মা! যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা কিরূপ ফললাভ হয়?**

**উত্তর ঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান নিষ্কামভাবেও করা হয়, আবার কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যেও করা যায়। ইহার মধ্যে যাঁহারা কাম্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা ইহার ফলে সর্ব্ববিধ পাপ মুক্ত হইয়া পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন, এইজন্য কাম্য কর্ম্মের ফল স্বর্গ পর্য্যন্ত। তাঁহারা এই স্বর্গ ভোগ অন্তে পুনরায় পতিত হইয়া সংসারে যাতায়াত করিতে থাকেন। আর যাঁহারা চিত্তশুদ্ধির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, এই যজ্ঞের ফলে তাঁহারা চিত্তশুদ্ধির পথে অগ্রসর হইলে 'যোগ'এ সাফল্য মণ্ডিত হইয়া মোক্ষের অধিকারী হইতে পারেন। যজ্ঞ বহুপ্রকার; তাই বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে উহার ফললাভ হয়। ভগবৎ উদ্দেশ্যে সাধিত হইলে সেই যজ্ঞে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর অধিষ্ঠিত হইয়া অভীষ্ট অনুরূপ ফল দান করেন। আর কাম্য যজ্ঞে অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হয়; তাঁহারা মুক্তিদানে অক্ষম বলিয়া কাম্যকর্ম্মে বন্ধন ঘটে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মলাভের উপায় কি?**

**উত্তর ঃ**—অধর্ম্ম ভাব ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভাবে জীবন গঠন করিতে হইলে বৈধ কর্ম্মাদিই তাহার উপায়। শাস্ত্রের বিধি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নিষেধগুলি নিয়মের সহিত পালন করিতে থাকিলে ইহা দ্বারাই ক্রমশঃ ধর্ম্মভাব জাগিতে থাকিবে। সাধনার প্রথমে ধর্ম্মরাজ্য পরে আত্মরাজ্য। তাই প্রথমে এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া দেহমন পবিত্র হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি সহজ সাধ্য হয়। এইজন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকে মুক্তির সোপান বলা হয়।

মানুষের অধর্ম্ম সংস্কার হইতে ধর্ম্মে সংস্কার অনেক প্রবল, কারণ কাহারও যদি পাপকার্য্যের পর এদিক হইতে মনের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা হইলে ধর্ম্মকার্য্যের দ্বারা অতি সহজেই পাপ সংস্কার ভুলিয়া যাইয়া ধার্ম্মিক হইতে পারে। কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি এইরূপ সহজে ধর্ম্ম সংস্কার ত্যাগ করিয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না। এইজন্য একবার ধর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিলে আর অধর্ম্ম ধর্ম্মের নিকট স্থান পাইবে না। প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারিলে ধর্ম্মপ্রবাহে অধর্ম্ম সংস্কার তৃণরাশির ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহা টেরও পাওয়া যাইবে না।

জীবের স্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময়। তাই সে আর কতকাল এই পরিচ্ছিন্ন ক্ষণিক আনন্দদায়ক ধর্ম্মের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে! এইজন্য এক দিন তাহাকে ধর্ম্মাধর্ম্মের গণ্ডির অতীত উন্মুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই হইবে।

প্রশ্ন ঃ—মা! ধর্ম্মের অঙ্গ কত প্রকার এবং ধর্ম্মের দ্বারা গঠিত হইবার উপায় কি?

উত্তর—ধর্ম্মের অঙ্গ দশ প্রকার ঃ—ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


শৌচ, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, অহিংসা, অস্তেয় ও সন্তোষ। এই কয়টি সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়া যাইতে পারিলে ইহা দ্বারাই ধর্ম্মভাবে জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই নিয়মগুলির যে কোন একটি স্বদৃঢ়রূপে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অপরগুলিও সুসাধ্য হইয়া থাকে। এ অনুষ্ঠানের ফল চিত্তশুদ্ধি; শুদ্ধচিত্তই অভীষ্ট সিদ্ধির উত্তম ক্ষেত্র। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে উদ্বেগরহিত ভাবে সাধন সম্পন্ন করা যায়।

এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান সুসংযত ভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে সাধন অবস্থায় নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং তাহাতে অভীষ্ট লাভে অধিক বিলম্ব হইয়া পড়ে। এই জন্য যথানিয়মে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পালন করা প্রয়োজন। ইহার ফলে সাধক ক্রমে বুঝিতে সমর্থ হয় সে অভীষ্ট লাভের অন্তরায় কি আছে। সাধনার অন্তরায় ভেদ করিতে পারিলে তবে বস্তুর নিকট হওয়া সহজ সাধ্য হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন :—মা! মনের সংকল্পের স্থান কোথায়?**

**উত্তর**—মনের সংকল্পের স্থান হৃদয়। মনই ইহার পরিচালন কর্ত্তা। এই মনকে যদি ক্রিয়াকর্ম্মের সাহায্যে ভগবৎস্মৃতিতে যুক্ত রাখা যায় তবেই মন কল্পনা রহিত হইয়া নিঃসংকল্প হয়। মানুষের এই একটি শক্তিই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানে স্পন্দিত হইয়া বিভিন্ন অ্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি সংকল্পে আসিলে তাহাকে বলা হয় 'মন', বায়ুরূপে স্পন্দিত হইলে 'প্রাণ', বিষয়ভোগে নিরত হইলে হয় 'ইন্দ্রিয়'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


এইজন্য মন এতই বলবান যে তাহাকে জয় করা অতি কঠিন। সাধন কৌশলে ইহাকে জয় করিতে সমর্থ হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি আপনা হইতেই অনুকূলে আসে। তাই তাহাদের জয় করা সহজ সাধ্য হইয়া থাকে। মন জয় করিতে না পারা পর্য্যন্ত কল্পনার শেষ হয় না; কল্পনার শেষ হইলে তবেই নিঃসঙ্কল্পতায় মনের স্থিরতা আসে। এই স্থিরতায় অভীষ্ট লাভের উপায় সিদ্ধ হয়।

**প্রশ্ন ঃ—মা! সাধকের ক্রোধ হইতেও কি কাম অনিষ্টকারী ?**

**উত্তর ঃ**—মানুষের রিপুর মধ্যে কাম সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইলেও সাধকের পক্ষে ইহা বিশেষ অনিষ্টকারী। কোন কামনার বস্তু পাইতে বাধা পাইলেই কাম ক্রোধের আকার ধারণ করে। এই জন্য সাধকের কাম সকল রিপুর মধ্যে প্রধান বৈরী। ইহাকে জয় করিতে সমর্থ হইলে তবেই পুরুষার্থ সিদ্ধি সম্ভবপর হয়।

কাম অপরিমিত ভোজী; তাহার যথেষ্ট পরিমান ভোগেও নিবৃত্তি নাই বরং ভোগের দ্বারা ভোগপ্রবৃত্তি প্রসমিত না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। এই কাম হইতে রজঃগুণ বশতঃ দুঃখ উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণ দ্বারা এই রজঃগুণ নিবৃত্ত হয় এবং ইহার সঙ্গে কামও নিরস্ত হইয়া থাকে। এইজন্য সংযম অভ্যাস দ্বারা কামকে পরাভূত করিয়া আত্মজয়ী হইতে পারিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**প্রশ্ন ঃ—মা! অসৎ সঙ্গের দ্বারা কিরূপ ক্ষতি হয়?**

**উত্তর ঃ**—সৎসঙ্গে মানুষের যেরূপ সৎবৃত্তি জাগে, সেইরূপ অসৎসঙ্গ প্রভাবেও অসৎবৃত্তি সম্পন্ন হইতে হয়; ফলে ইন্দ্রিয়পরায়ন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় ভোগে বাধা পড়িলে কাম হইতে ক্রোধের উদ্রেক হয়, ক্রোধের জন্য মোহ উপস্থিত হয়, মোহ হইতে স্মৃতি ভ্রংশ, স্মৃতি ভ্রংশে মানুষের বুদ্ধি নাশ হয়, বুদ্ধি নাশে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া ইহপরকালের কল্যান হইতে দূরে সরিয়া যায়। ফলে তাহার অধঃপতন ঘটে। অসৎ সঙ্গের দ্বারা এই প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদের কর্ম্ম কিরূপ এবং কি অবস্থায় সংসার ত্যাগ করা উচিৎ?**

**উত্তর ঃ**—জ্ঞানীগণ সর্ব্বদা আত্মধ্যানে যুক্ত থাকিয়া নিরভিমান হইয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া এই কর্ম্মে তাঁহাদের বন্ধন ঘটেনা। আর অজ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ত্তৃত্ব অভিমান বশতঃ কর্ম্ম করে. বলিয়া বন্ধন দশায় পতিত হয়। ঔষধ তিক্ত কষায় যেমনই হোক না, আরোগ্যের জন্য চিকিৎসকের উপদেশে তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য। সাধকেরও সংসারাসক্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত স্ব স্ব আশ্রম অনুযায়ী মোক্ষ লাভের জন্য কর্ম্ম করা উচিত। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের বিধান আছে তাহা দ্বারা রজঃস্তম গুণের ক্ষয় হইয়া সংসারাসক্তি শিথিল হইলে তবে সংসার ত্যাগের অধিকার জন্মে। এইরূপ অবস্থায় যে ত্যাগ, সেই ত্যাগের দ্বারাই শান্তি আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সংসারে বা লোকসমাজে বাস করিয়া সাধনা করিতে হইলে কোলাহলের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ইষ্টচিন্তা হয় না। নানাপ্রকার প্রকৃতির লোকের সঙ্গে বিবিধ ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিতে হয় বলিয়া সর্ব্বদাই সাধকের সঙ্গদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া একান্তে বাস প্রয়োজন। এই একান্ত বাসের জন্য অসঙ্গবশতঃ লৌকিক ব্যবহার জনিত সঙ্গদোষ ঘটিতে পারে না, ফলে বন্ধনাদির কারণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

**প্রশ্ন :—মা! সকল ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই কি সত্য প্রত্যক্ষ হয়?**

**উত্তর :**—যাহা সত্য, তাহা সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই প্রত্যক্ষ হয়। সাধনার প্রথম অবস্থায় যাহা কল্পনার সাহায্যে জানিতে হয়, তাহাই সাধনার অন্তরঙ্গে প্রবেশ করিতে পারিলে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ঈশ্বর সৎ; এ বস্তু কোন কল্পনা বা অনুমান সাপেক্ষ নহে। যখন সাধন দ্বারা এই স্মৃতি আরও হয় তখন ইহা এরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয় যে সেই নিশ্চল সত্ত্বার নিকট এই জাগতিক পদার্থসমূহ ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। যতদিন সত্যবস্তু কল্পনা বা অনুমান সাপেক্ষ থাকে ততদিন বুঝিতে হইবে সাধনা ঠিক আরম্ভ হয় নাই। সাধনার সূত্রপাত হইলে প্রত্যেক স্তরে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ হইবেই। যে অবস্থায় অধ্যাত্ম অনুভব আসিতে থাকে সেই অবস্থায় সাধনা সরল ও মধুময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হয় এবং এ অবস্থায়ই সাধক অধিকতর উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইতে থাকে।

যাহারা সাধন করেন অথচ কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই তাহাদের বুঝিতে হইবে কেবল কতকগুলি নীরস কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হইতেছে, তাহাতে মনোযোগ নাই। ইহা যে একেবারেই ফলপ্রদ নহে তাহা বলা যায় না তবে কিনা ইহা দ্বারা সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। যথার্থই যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় তবে প্রাণ বিনিময়েও সাধনাকে সজীব করিয়া তুলিতে হইবে।

শৈব, সাক্ত, গানপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ ও যবন—এই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই সাধকই যদি স্ব স্ব সাধনার লক্ষ্যকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারেন তবে প্রত্যেকেই আশানুরূপ ফল লাভে ধন্য হইতে পারেন। যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন চেতনাপূর্ণ সাধনাই তাহার সত্য প্রত্যক্ষ হওয়ার উপায়।

যে অবস্থায় ঠিক অনুরাগসহ সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হওয়া যায় তখন সর্ব্বপ্রথমে এই সৎস্বরূপ প্রতীতিযোগ্য হয়। এই উপলব্ধি হইতে এক অখণ্ড নিত্য সত্ত্বার সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাতে আপন নিত্যত্ব প্রত্যক্ষ হওয়ায় অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠে।

প্রশ্নঃ—মা! আনন্দ হইতে নাকি সৃষ্টি, তবে জীবের এত দুঃখ কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উত্তর ঃ—আনন্দ হইতেই জীবের উৎপত্তি কিন্তু তাহার দুঃখের কারণ অবিদ্যা হেতু আত্মবিস্মৃতি। মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া মায়ার বিচিত্র সংসার রচনা করিয়া লইয়াছে। সে প্রথম এক ছিল; এই এক হইতে দুইয়ের যোগে তিন হইয়াছে। এই প্রকারে বিচিত্র সাজে মায়ার বরণ ডালা সাজাইয়া বসিয়াছে। এই বিচিত্র সাজসজ্জায় মোহিত হইয়া তাহার মন বহু পদার্থে ছড়াইয়া পড়ায় এত দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। বহু সংস্কারে জড়াইয়া বদ্ধ হওয়ায় আনন্দই যে তাহার স্বরূপ তাহা বিস্মৃত হইয়া দুঃখে পতিত হইয়াছে।

সাধন বলে যতই এই সংস্কার রাশি অপসারিত হইবে ততই আত্মস্মৃতি জাগ্রত হইতে থাকিবে। মানুষ সাধারণ অবস্থায় যে আনন্দ উপভোগ করে, তার পরক্ষণেই দুঃখভোগ করে; এ জন্যই দুঃখ। জীব মাত্রেরই এ অবস্থা ভোগ হইতেছে। ইহা হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপানন্দে উপনীত হওয়াই সাধনার লক্ষ্য। এই স্বরূপটি অপর কোন স্থান হইতে আসে না। এইটি প্রত্যেক জীবের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছে। এই অপ্রকট অব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টার নামই সাধনা। এই সাধনা দ্বারাই দুঃখের নাশ ও আনন্দ লাভ হয়।

প্রশ্ন ঃ—মা! ঈশ্বরকে সকাম কি নিষ্কাম এই উভয়বিধ ভাবেই পাওয়া যায় কি?

উত্তর ঃ—ঈশ্বর সকাম কি নিষ্কাম উভয়বিধ ভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অতীত বস্তু হইলেও যে যে ভাব লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহাকে তিনি সেই বাঞ্ছিত ফল দান করিয়া থাকেন। ঈশ্বরই ধনাকাঙ্খীর ধনদাতা এবং নিষ্কামীরও মুক্তিদাতা। সকাম কর্ম্মের দ্বারা যে সমস্ত অন্য দেবতার অর্চ্চনা করা হয়, ঈশ্বরই সেই সকাম কর্ম্মের বাঞ্ছিত ফল দান করিয়া থাকেন। জীবের যেমন অভাবের সীমা নাই তেমনি তাঁহার রূপেরও অন্ত নাই। তিনি অনন্তরূপে, অনন্তপ্রকারে জীবের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া মা বলিয়া ডাকে, তিনি তাহাকে অন্নপূর্ণারূপে অন্ন দান করেন। যে শত্রুভয়ে, ভীত হইয়া আশ্রয় চাহে, তাহাকে তিনি চক্রপাণীরূপে রক্ষা করেন। সগুণ কিম্বা নির্গুণ যে ভাবেই তাঁহাকে ভজনা করা যায়, এই ভাবেই তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

**প্রশ্ন ঃ—মা! সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য কি?**

**উত্তর ঃ**—সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য সচ্চিদানন্দ লাভ। জীব বিষয়াভিমুখী হইয়া তাঁহার স্বরূপ ভুলিয়া অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে সশঙ্কিত, পাছে তাহার অস্তিত্ব লোপ পায়। এই আশঙ্কা আছে বলিয়াই অসৎ। তাহার সাধারণ জ্ঞান এতই সঙ্কীর্ণ যে জ্ঞেয় বস্তুকে সে প্রকাশ করিতে অসমর্থ; তাই অচিৎ। আর সাধারণতঃ জীব যে সুখ ভোগ করে তাহার পরক্ষণেই দুঃখ, এজন্য নিরানন্দ। জীব মাত্রেই এই দুঃখ ভোগ করিতেছে। ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইতে মুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দে অবস্থান করাই সাধনার লক্ষ্য।

সকলেই চাহে তাহার অস্তিত্ব যেন লোপ না হয় এবং সে যেন অনন্তকাল থাকে, ইহাই 'সৎ'। তারপর যে অস্তিত্ব সে নিজে জানিতে পারিবে না সে অস্তিত্ব কেহই চাহে না; সে চাহে সে চিরদিন থাকিবে ও বুঝিতে পারিবে যে সে আছে ইহাই 'চিৎ'। ইহার পর এই থাকা যদি দুঃখকর হয় সে থাকাও কেহই চাহে না। সুতরাং সে চাহে এই থাকা অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় হইবে; ইহাই আনন্দ। এই সৎ, চিৎ ও আনন্দ লাভই সাধনার প্রধান লক্ষ্য।

**প্রশ্ন :—মা! কিরূপ সাধনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ হওয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ কি?**

উত্তর :—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিবেকজ্ঞান দ্বারা যথাবিহিতরূপে তপস্যাদি করা প্রয়োজন। তপস্যা সুসম্পন্ন হইলে তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া আত্মবাসনা জাগে। তখন আপনাকে জানিবার জন্য দম্ভাদি দোষ বর্জিত হইয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে নিয়ত সেবাদ্বারা প্রসন্ন রাখিতে হয়। এই সেবাদিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া তিনি 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য প্রদান করিয়া থাকেন। গুরুমুখে এই মহাবাক্যের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসনাদি সাধন দ্বারা পরমতত্ত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞ হওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, বলিয়া কিছু নাই, এবং তাঁহারা বিধিনিষেধের অতীত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব জানিবার জন্য বিধিনিষেধযুক্ত যতপ্রকার কর্ম্ম নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত। যাহারা এই তত্ত্বজ্ঞানে অনভিজ্ঞ তাহাদের জন্য স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী বেদে যে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধান আছে তাহা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত। তাহারা বেদের অধীনতা স্বীকার করিয়া আশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। এইজন্য বেদই তাহাদের বিধিনিষেধের প্রভু। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের বেদের অধীনতা নাই ; তাঁহারা নির্ব্বিকার সদানন্দ কুটস্থ চৈতন্য স্বরূপ।

**প্রশ্ন ঃ—মা! কিরূপ অবস্থা আসিলে আর সাধনার প্রয়োজন হয় না ?**

**উত্তর ঃ—** যোগীদিগের বুদ্ধিতত্ত্বে আর ভক্তদিগের ভক্তি যোগে যুক্ত হইতে পারিলে আর বিশেষ কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় সাধক ধ্যেয় বস্তুর সহিত একাকী অবস্থান করেন। সখা যে এক, সেই একেশ্বর সখাকে একা না হইলে পাওয়া যায় না। যে মুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া 'তোমার হইলাম' বলিয়া একা হওয়া যাইবে এবং দুই বলিতে নিজের মধ্যে পৃথক সত্ত্বা থাকিবে না. সেই মুহূর্ত্তে তাহার দর্শন মিলিবে। এই অদ্বিতীয় সখার দর্শন পাইতে হইলে অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণরূপে একা হইতে হইবে। একা না হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পারিলে তিনি কাছে আসেন না ; আর আসিলেও অন্যমনস্কতার জন্য তাঁহার দর্শন ঘটিয়া উঠে না। তাই তাঁহার যেন ইচ্ছা যে, যে তাঁহাকে সত্যই চাহিবে, সে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া একমাত্র তাঁহারই হইয়া যাইবে। তাহা হইলে সাধককে একা পাইয়া তিনি আদরভরে প্রেমধারায় সিক্ত করিবেন। কিন্তু মানুষের যে অবিশ্বাসী মন তাহাতে সে এক মুহূর্ত্তও একা নিঃসঙ্গভাবে থাকিতে পারে না। বাহিরের সঙ্গ ত্যাগ করা সহজ কিন্তু অন্তর বাহিরে নিঃসঙ্গ হওয়া কঠিন ও এই ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। এইরূপ ত্যাগী হইতে পারিলে তবেই সাধক সম্পূর্ণ একা হয়। এইরূপ একা হইতে পারিলে তাঁহার আর সাধনার কোন প্রয়োজন থাকে না।

**প্রশ্নঃ—মা! কর্ম্মফল ত্যাগে কি লাভ হয় ?**

**উত্তর ঃ**—কর্ম্মফল ত্যাগে নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা লাভ হয়। সর্ব্বকর্ম্মের ফলাকাঙ্খা বর্জন করিতে সামর্থ্য জন্মিলে সেই সাত্ত্বিক ত্যাগের ফলে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। এ আত্মজ্ঞান লাভে বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন হওয়া যায়। তাহা দ্বারা ব্রহ্মবোধক মেধা প্রকাশিত হয়। এই মেধার প্রকাশে অবিদ্যার নাশ হইতে সর্ব্বসংশয় ছেদন হয়। ফলে সাধক কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান বর্জ্জিত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা লাভে চিরবিশ্রাম লাভ করিতে পারেন। এই সাত্ত্বিক ত্যাগ মহাফলপ্রদ।

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# উদ্বুদ্ধবাণী
## ( ৯ )

প্রশ্ন ঃ—মা ! বিশ্বাস ও ভক্তি কি এক ?

উত্তর ঃ—বিশ্বাস ও ভক্তি এক নহে। দুইটির মধ্যে প্রভেদ এই বিশ্বাস একটু পাতলা, ভক্তি ইহাপেক্ষা ঘন। বিশ্বাস পাত্রবিশেষে সর্ব্বত্রই ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন বাড়ীর ভৃত্য যদি বিশ্বাসী হয় তাহাকেও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু 'ভক্তি' যত্র তত্র প্রয়োগ করা যায় না। এই ভক্তি ঈশ্বর, গুরু ও মাতাপিতা ব্যতীত প্রয়োগ করা চলে না। ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগের নামই ভক্তি। ভক্তির পরিপক্ক অবস্থাই প্রেম। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি না থাকিলে ভক্তি লাভ হয় না। যাহারা ভক্তিপন্থার অধিকারী হন তাঁহাদের এই বিশ্বাস ও ভক্তিই ভগবৎ কৃপা লাভের প্রধান উপায়। এ রাজ্যে যাহার ভক্তি আছে তিনিই ভক্তিধনের মহাজন।

প্রশ্ন ঃ—মা ! বিশুদ্ধ ভক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ—জ্ঞানপূর্ব্বক ঈশ্বর স্মরণে যখন আনন্দ বোধ হয় সেই আনন্দময় মহতত্ত্বযুক্ত অনুরাগই বিশুদ্ধ ভক্তি! বিশুদ্ধ ভাবযুক্ত ঈশ্বরে যে ভক্তি উপস্থিত হয় তাহাকেই বিশুদ্ধ ভক্তি বলা হয়। এই বিশুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি বা স্বরূপে অবস্থান করা যায় না। অন্ধ ভক্তি দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সাধনায় অগ্রসর হওয়ার সাহায্য হয় বটে কিন্তু ইহা স্বরূপ বোধের অন্তরায়। অর্থাৎ বস্তু যদি বোধ না হয় তাহা হইলে ভক্তি আরোপিত হইবে কাহার উপরে? তাই জ্ঞানহীন ভক্তি অন্ধবৎ। যেমন অন্ধকারে কোন বস্তু সন্ধান করিতে হইলে দেখিতে না পাওয়ার জন্য অনুমানে সন্ধান করিতে হয় তেমন জ্ঞানহীন অবস্থায় ভগবৎ সত্তার অন্বেষণ করিতে হইলে তাহা অনুমান সাপেক্ষ হয়; প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা। বিশুদ্ধ ভক্তি হইলে তাহা সরল প্রত্যক্ষীভূত হয়।

প্রশ্ন :—মা! ভক্তিরাজ্যে প্রবেশেও কিছু বাধা থাকা সম্ভব কি?

উত্তর :—এই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলেও তাহার দুইটি অন্তরায়স্বরূপ মায়ার বৃত্তিধারা আছে; একটি বিদ্যা অপরটি অবিদ্যা। এই অবিদ্যা মায়ার বহির্বৃত্তি, আর বিদ্যা অন্তরবৃত্তি, নির্গুণ উপাসকরা তাঁহাদের বিশুদ্ধ ভক্তি বলে মায়ার আচরণ ভেদ করিয়া থাকেন।

আর ভক্তিরাজ্যে প্রথম হইতেই জ্ঞানে অনাদর থাকে বলিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য সুখে অনুরাগ হেতু জ্ঞান দর্শন দিয়াই অন্তর্হিত হয়। ভক্ত কেবল শুদ্ধভক্তি বলেই এই দুইটি মায়ার বৃত্তিকে জয় করিয়া ভগবানের লীলামাধুর্য্য রস আস্বাদনে ভরপুর হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন :—মা! ভক্তিযোগ হইতে কিরূপ গতি লাভ হয়?

উত্তর :—ভক্তিযোগ দ্বারা ইহলোকে শান্তি, পরলোকে পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গতি লাভ হইয়া থাকে। এই ভক্তিযোগ অবলম্বনে ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে সমর্থ হইলে ভক্তি দ্বারাই ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবৎ আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এ আনন্দের অধিকারী হইতে পারিলে আর মায়া বিরচিত সংসার মধ্যে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না।

অন্যান্য সকল কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গলোকাদিতে গতি লাভ হয় এবং ভোগান্তে পুনরায় সংসারে আসিতে হয়। একমাত্র ভগবৎ চিন্তার দ্বারা যদি কাহারও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় তাহারা ব্রহ্মার সহিত পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মলোকই হোক আর স্বর্গপ্রাপ্তিই হোক ইহা হইতে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে। ইহা ব্যতীত একমাত্র প্রাণগত ভক্তিযোগই পরমগতির কারণ হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! সাধকের কিরূপ অবস্থায় ভগবানকে পুরুষোত্তম জ্ঞান আসে?**

**উত্তর ঃ—** সাধকের যে অবস্থায় একমাত্র ভগবানই জীবনের আশ্রয় ও পরমপতি বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় হয় এবং তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই তিনিই একমাত্র পুরুষোত্তম এই প্রকার প্রত্যয় হয়, সে অবস্থায়ই ভগবানকে পুরুষোত্তম জ্ঞান আসে। ভগবৎ লীলা, বিগ্রহ দর্শন বা বৈকুণ্ঠাদি লোকে স্থিতিই ভক্তি উপাসনার শেষ লক্ষ্য নহে; প্রেমে তন্ময় হইয়া তৎস্বরূপে নিত্যস্থিতি রূপ অভিন্নতা লাভই সাধকের প্রধান লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভগবানের চিন্ময়স্বরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানবীয় ভাবের কল্পনা দ্বারাও সাধন ভক্তির পুষ্টিবিধান হয় বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিলেই চিরশান্তি লাভ হয়।

**প্রশ্ন ঃ—মা! কিরূপ আরাধনায় ভগবৎ অনুগ্রহ লাভ করা যায়?**

**উত্তর ঃ**—ভগবৎ আরাধনা যদি যথার্থভাবে সাধিত হয়, তাহা দ্বারাই ভগবৎ অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য হওয়া যায়। এই যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম-অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি সংযম অভ্যাস, ভোজন, পরিচ্ছদাদি ধারণ ইহার যে কোন কর্ম্মই হোক না, সমস্তই যদি ঈশ্বর উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তাহাই ভগবৎ আরাধনা। এইরূপ আরাধনাতেই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায়।

বহু ব্যয়সাধ্য কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারাও সেই পরম ফল লাভ করা যায় না। আরাধনায় অধিক পরিশ্রম বা বিশেষ কিছু ব্যয় না করিয়াও কেবল ভক্তি দ্বারাই সেই ফল লাভে কৃতার্থ হওয়া যায়। কেন না ভগবানকে অতুল ঐশ্বর্য্য বা একটি তুলসীদল যাহাই দেওয়া হোক না, একমাত্র ভক্তি হইলে তাঁহার নিকট সবই সমান। এই ভক্তির জন্যই তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

**প্রশ্ন ঃ—মা! ভগবান যদি নির্গুণ তবে কর্ম্মের ফল দান করেন কিরূপে?**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উত্তর ঃ—ভগবান একদিকে যেমন নির্গুণ অপর দিকে তেমনি গুণবান। মায়াবীরা যেমন অনেক কিছু পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় দেখাইয়া দর্শকদিগকে মোহিত করিতে পারে কিন্তু সে নিজে ইহার রহস্য জানে বলিয়া তাহাতে মোহিত হয় না, তেমনি ভগবানের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই এ বিশ্বসংসার বিরচিত, জীব তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আছে কিন্তু ভগবানের ইহার প্রতি অভিনিবেশ বা উদ্দেশ্যসাধন প্রভৃতি নাই; তিনি সর্ব্বথা নির্লিপ্ত নির্গুণভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন।

যেমন মেঘ কাহারও প্রতি বৈষম্যভাব না রাখিয়া সর্ব্বত্র সমানভাবে জল বর্ষণ করিয়া যায়, বৃক্ষাদির বীজের নিজ নিজ প্রকৃতি ও ধর্ম্ম অনুযায়ী কটু, কষায় ও মিষ্ট ফল উৎপন্ন হয় তেমনি ভগবান জীব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু জীব তাহাদের নিজ নিজ গুণানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ কাহারও প্রতি তাঁহার বৈষম্য নাই। ভগবান ইহার সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও তাঁহার সত্ত্বা প্রভাবেই যথাযথ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান করুণ বা নিষ্করুণ এ সকলের অতীত বস্তু, অথচ শরণার্থী হইলে এই ভগবৎ করুণা প্রভাবেই অশুভ ক্ষয়ে অনুকূল ফল লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার নিয়মাধীনে জীবের কর্ম্মফল সঞ্চিত থাকিলেও এ বিষয়ে তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র কিন্তু তাঁহার শক্তি প্রভাবেই জীবের ফলপ্রাপ্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। যেমন রাজশক্তি না থাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রজার দোষ গুণের বিচার হয় না তেমনি ভগবৎ সত্ত্বা না থাকিলে জীবের শুভাশুভ কর্ম্মাদির ফল প্রসব হইতে পারে না।

ভগবান নির্গুণ হইলেও এই প্রকারে তাঁহার শক্তি প্রভাবে স্বত্বগুণের কার্য্যাদি হইয়া থাকে।

**প্রশ্ন ঃ—মা! ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি কাহাকে বলে?**

**উত্তর ঃ**—ভগবানের সর্ব্বপ্রধান শক্তি বা ধর্ম্মকে অন্তরঙ্গ শক্তি বলা হয়। এ শক্তি তিন ভাবে কাজ করিবার জন্য তিন নামে বিভক্ত হইয়াছে। তিনি সৎস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া যে শক্তি দ্বারা খণ্ডবস্তুকে সত্ত্বাযুক্ত করেন তাহার নাম "সন্ধিনী"। স্বয়ং চিদাত্মক হইয়া যে শক্তি দ্বারা জীবনী-প্রবাহকে চৈতন্যসম্পন্ন করেন, সেই শক্তির নাম "সম্বিৎ"। আর যে শক্তি প্রভাবে তিনি অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করান, সেই স্বরূপ শক্তির নাম "আহ্লাদিনী"। সচ্চিদানন্দময় ভগবানের এই অন্তরঙ্গ শক্তি ত্রিবিধ ভাবধারার মধ্য দিয়া অনুভব যোগ্য হইয়া থাকে। এই শক্তির দ্বারা তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

**প্রশ্ন ঃ—মা! এই সচ্চিদানন্দ কাহার কি ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়?**

**উত্তর ঃ**—ভগবানের স্বরূপই সচ্চিদানন্দময়। তিনিই সৎ, তিনিই চিৎ, তিনিই আনন্দ। ইহা তাঁহার শক্তি বা ধর্ম্ম। যদিও এই তিনটিই অভিন্ন তথাপি অধিকারী বিশেষে তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভাবের সাধন ইহা তিনরূপে গ্রহণ করিয়া তিন ভাবে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইহার "সৎ" স্বরূপটি সন্ন্যাসীদিগের অবলম্বনীয়। তাঁহারা বাস্তব জগৎ মিথ্যা মায়া জানিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া এই সৎস্বরূপে অবস্থান করিয়া আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যান। যোগীরা "চিৎ" সত্তা অবলম্বন করিয়া যোগবলে আত্মার চিৎজ্যোতিতে আত্মহারা হইয়া বোদ্ধা হন। আর ভক্তরা "আনন্দ" সত্তা অবলম্বনে ভগবানের নিত্যলীলামাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া আনন্দসাগরে সন্তরণ করেন।

যেমন একই সাগরের বিভিন্ন ঘাট কিন্তু যে ঘাটেরই জল হোক না কেন, তাহা যেরূপ একই সাগরের তেমনি ভগবানের এই সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপের যে অংশই গ্রহণ করা যাউক না কেন স্পর্শে সেই একেরই অনুভব হয়।

প্রশ্নঃ—মা! গীতায় যে সব দেবযান প্রভৃতির বিষয় পাওয়া যায় তাহা কিরূপ?

উত্তরঃ—যে সকল উপাসক সাকার উপাসনার ফলে ক্রমানুসারে অর্চ্চিতাদি দেবলোক প্রাপ্ত হয় সেই সকল লোকে সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষ আসিয়া উপাসককে ব্রহ্মলোকাদিতে লইয়া যায় বলিয়া তাহার নাম দেবযান। স্বগুণ ব্রহ্মের উপাসকরা এই প্রকারে ক্রমানুসারে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং আর জন্ম না লইয়া কেহ কেহ কল্পক্ষয়ে মুক্ত হন। যাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্তি বলে ইহজীবনেই মুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাঁহাদের আর কোন লোকলোকান্তরে গমনাগমন হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহারা একেবারে সৎস্বরূপে বিলীন হইয়া যান। বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা স্বচৈতন্যের পরোক্ষ জ্ঞান জন্মিলে জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরক এই মায়িক ভেদ জনিত মিথ্যা জ্ঞান নাশ হইয়া জীবের নিজ পৃথক সত্তার ভ্রান্তি বিনাশ হয়। এইরূপ উপাসকের পক্ষেই লোকলোকান্তর গমনের সম্ভাবনা থাকে না। সাকার উপসকরাই দেবযান সহযোগে উচ্চ উচ্চ লোকলোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন।

**প্রশ্ন ঃ—মা! ভগবান কখন ধরায় অবতীর্ণ হন এবং তিনি দুষ্টের নিধন জন্য অস্ত্রাদি ধারণ করেন কেন?**

**প্রশ্ন** ঃ—মানুষ যখন অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্তি ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি নিবৃত্তি ধর্ম্ম ও ভগবৎ ভক্তি প্রভৃতি উপাদেয় ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত ও ক্ষীণবল হইয়া পাপবুদ্ধিপরায়ণ হয় তখনই ভগবান নিজ মায়া প্রভাবে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাব-সহ ধরায় অবির্ভূত হইয়া থাকেন।

এ সংসারে যাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রাণান্তেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না তাঁহারাই সাধু। আর যাহারা বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করে ও পাপ পরায়ণ হয় তাহারাই পাপী। এই সাধুদিগের পালন এবং পাপের বিনাশ হেতু তাঁহার ধরায় আগমন হয়।

যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি সংঘটিত হয় তাঁহার ইচ্ছা হইলে কি না হয়? তবে তাঁহার এই অস্ত্রাদি ধারণ ও কার্য্যের কারণ ইহা তিনি ব্যতীত অন্যের পক্ষে ভেদ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কখনও সম্ভব নয়। তাঁহার এই কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার প্রবাহ অনাদিকাল হইতেই এরূপে চলিয়া আসিয়াছে। কোন অভাব হইলেই ভাবশক্তির আকর্ষণ হয়। অধর্ম্মের বৃদ্ধি হেতু ধর্ম্মের অভাব হইলেই মায়া উপহিত চৈতন্য ধরার কল্যান সাধনার্থে আকর্ষিত হয়। ঐ চৈতন্য আশ্রিতা নির্ম্মলা শক্তি পার্থিব প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া দেহীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই 'অভাব' পূর্ণ হইলে সেই মায়া বিগ্রহ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। তাঁহার মায়ার অনন্ত লীলাপট এইরূপেই চিত্রিত।

**প্রশ্ন ঃ—মা! অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনেও শান্তি না পাইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনের বাঞ্ছা করিলেন কেন?**

**উত্তর ঃ**—ভক্ত তাঁহার হৃদয়বল্লভকে নিজের ভাব অনুরূপ মূর্ত্তিতেই দর্শন করিতে বাঞ্ছা করেন। যতই সহস্র বাহুযুক্ত বিশ্বরূপ হউক না কেন অভীষ্ট মূর্ত্তির দর্শন না পাইলে তাহাতে একনিষ্ঠ ভক্তের অন্তর ভরে না। তাই অর্জ্জুন বিশ্বমূর্ত্তি দর্শনেও তৃপ্তি না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনের বাঞ্ছা করিয়াছিলেন।

মনুষ্যের ন্যায় অবয়ব হইলেও শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ পুরুষ ছিলেন। বসুদেব এই চতুর্ভূজ রূপেই প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান। এইজন্য অর্জ্জুন চতুর্ভূজ বিষ্ণু বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে জানিতেন। যে রূপ কখনও কেহ কোন পুরুষার্থ দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই তাহা তিনি কৃপাপরবশ হইয়া আত্ম-সামর্থ্য প্রভাবে মাত্র অর্জ্জুনকেই দেখাইয়াছিলেন এবং অর্জ্জুন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সেই বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে ভীত ও চমকিত হইয়া ইষ্টদেবের সহাস্য বিকশিত শান্ত সৌম্য মূর্ত্তির দর্শন পাইয়া তবে তৃপ্ত হইলেন। পার্থ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ ইষ্ট জ্ঞান করিতেন বলিয়াই অভীষ্টের মধ্যে ঐ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় বিশ্বমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোন স্বতন্ত্র অপরিচিত অভিনব মূর্ত্তি হইলে অর্জ্জুন সেই মূর্ত্তিকে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। এইজন্য অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনেও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই।

প্রশ্ন ঃ—মা! বিষ্ণুপদ কিরূপ ?

উত্তর ঃ—এই বিষ্ণুপদ পরম স্থান ও জগতের মূল কারণ। ইহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সাধারণের পক্ষে ধারণা করা অতি কঠিন কিন্তু জ্ঞানীদিগের পক্ষে এ পরমপদ অতি সন্নিহিত। এই একই পদ সর্ব্বভূতে কারণরূপে অভিব্যক্ত এবং কার্য্যরূপে ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিকালে তাহা ভূতগণের উৎপাদক, স্থিতিতে পালক এবং প্রলয়ে সংহারক।

উপাসনা ব্যতীত ইহা ধারণা করা যায় না। সাধন করিতে করিতে ইষ্টমূর্ত্তিতে ব্রহ্মবোধ হইয়া ক্রমে উচ্চতর ভূমিতে অধিগম হইলে তবেই এই সূক্ষ্মতর বিষয়ে ধারণা করার সামর্থ্য জন্মে। এই সূক্ষ্ম ধারণার দ্বারাই বিষ্ণুপদ যে কি তাহা বোধে আসে। এই বিষয়ে ধারণা অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়তা আসিলে ধ্যান আরম্ভ হয়। ধ্যান হইতেই ক্রমে সেই বিষ্ণুপদরূপ পরমস্থানে অবস্থান হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ—মা!—পরমপদ আশ্রয়ের উপায় কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উত্তর ঃ—এই পরমপদ লাভ করিতে হইলে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্য ভক্তি সহকারে সদ্‌গুরুর নিকটে তৎপদের সাধন অন্বেষী হইতে হয়। এই পরমপদই একমাত্র পরম আশ্রয়। এ আশ্রয় লাভ করিতে পারিলেই পরমপতি লাভ হইয়া থাকে।

যেমন ধীবর একস্থান হইতে চক্রাকার জাল নিক্ষেপ করে এবং জলাশয়ের যে সব মৎস্য জালে আসিয়া পড়ে, ইহার মধ্যে যেগুলি জালে বদ্ধ হয় তাহারাই ধরা পড়ে ও হত হয়; আর যেগুলি ধীবরের চরণের নিকটে বিচরণ করে, সেগুলি জালে বদ্ধ হয় না, তেমনি ঈশ্বরই এ সংসাররূপ মায়া জাল বিস্তার করিয়াছেন। অজ্ঞান জীব মাত্রেই এই প্রবৃত্তিরূপ মায়া জালে জড়িত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ইহার মধ্যে যাহারা চতুর ও জ্ঞানী, তাঁহারাই এই ঈশ্বররূপ ধীবরের চরণ আশ্রয় করিয়া সংসার প্রবৃত্তিরূপ মায়া জাল এড়াইয়া সেই পরমপদের অধিকারী হইতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যব্রত মঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi